رياض الصالحين

রিয়াদুস সালেহীন

(তৃতীয় খণ্ড)

মূল

আল্লামা ইমাম নববী (র.)

অনুবাদ

মাওলানা মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম

পরিবেশনায়

ইসলামিয়া কুরআন মহল

২০ নং আদর্শ পুস্তক বিপনী * ৬৬, প্যারিদাস রোড
বায়তুল মোকাররম * বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০
ঢাকা - ১০০০ * ফোন ঃ ৭১১১৫৫৭

অনুবাদকের আরজ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين الذى بعث نبيه محمداً ﷺ الرؤف الرحيم وهادى إلى صراط المستقيم والداعى إلى دين الإسلام القويم - صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وأصحابه وسائر علماء الدين الصالحين.

হাদীস মানব জাতির অমূল্য সম্পদ। বিশেষতঃ মুসলিম উম্মাহর জন্য আলোক-বর্তীকা, ইহকাল ও পরকালের মুক্তি ও নাজাতের উসিলা। মহানবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুপম জীবন আদর্শ জানতে হলে এবং এবং জীবনের সকল স্তরে তা বাস্তবায়ন করতে হলে হাদীস অধ্যয়ন অপরিহার্য। কেননা, মহান আল্লাহ্ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন মাঝেই আমাদের জন্য উন্নতর ও সুন্দরতম আদর্শ রেখেছেন। এ আদর্শকে জানতে হলে হাদীস গ্রন্থ পড়তে হবে ও বুঝতে হবে।

হাদীসের জ্ঞান ভাণ্ডার বিশাল। বছরের পর বছর অধ্যয়ন করেও এ বিরাট ও বিশাল ভাণ্ডার থেকে নিজের প্রয়োজনীয় জ্ঞান চয়ন করা কষ্টসাধ্য। কিন্তু আমাদের পূর্বসূরী উলামায়ে কেরাম অক্লান্ত পরিশ্রম করে পরবর্তী উম্মাতের জন্য বিষয়ভিত্তিক হাদীস বিন্যাস করে উম্মাতের জন্য বিরাট খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। মহান আল্লাহ্ তাঁদেরকে উত্তম জাযা দান করুন।

আল্লামা ইমাম নববী (র.)-এর বিশ্বখ্যাত ও অমূল্য "রিয়াদুস্ সালিহীন" গ্রন্থখানা উম্মাতে মুসলিমার জন্য অনন্য উপহার। দীর্ঘদিন পরিশ্রম ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে তিনি বিষয়ভিত্তিক এ গ্রন্থটি রচনা করেছেন।পবিত্র কুরআনের সাথে হাদীসের যে গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান তা বুঝানোর জন্য তিনি অধ্যায় ও অনুচ্ছেদের প্রথমেই বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত কুরআনের আয়াত সংযুক্ত করেছেন। গুরুত্বপূর্ণ কিছু কিছু বিষয়ের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণও প্রদান করেছেন। সারা বিশ্বময় এ গ্রন্থটি ব্যাপকভাবে সমাদৃত ও পঠিত হয়ে আসছে। পৃথিবীর বহু ভাষায় গ্রন্থটি অনূদিত হয়েছে।

বাংলা পৃথিবীর একটি গুরুত্বপূর্ণ শ্রেষ্ঠ ভাষা। বাংলাভাষী মুসলমানদের প্রয়োজন অনুভব করে "রিয়াদুস্ সালেহীন" -এর মত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থটি বাংলায় ভাষান্তর করা। আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের এ শ্রম ও প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমীন !

আহ্‌কার

মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম

গ্রাম ও ডাকঘর ঃ উয়ারুক

থানা ঃ শাহরাস্তি

জেলা ঃ চাঁদপুর।

بسم الله الرحمن الرحيم

আল্লামা ইমাম নববী (র.)-এর জীবনী

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

বিশ্বখ্যাত হাদীস গ্রন্থ 'রিয়াদুস্ সালেহীন' (رياض الصالحين)-এর রচয়িতা হলেন, বিশিষ্ট মুহাদ্দিস, বহু গ্রন্থের লেখক, জগৎ বিখ্যাত হাদীস বিশারদ ও ইসলামী চিন্তাবিদ আল্লামা ইমাম নববী (র.)। তাঁর নাম হলো, শেয়খ মুহীউদ্দীন আবু যাকারিয়া ইয়াহ্ইয়া ইব্ন শারফ আল-নাবাবী আল-দামেশ্কী (র.)। তাঁর ডাকনাম আবু যাকারিয়া, মূলনাম ইয়াহইয়া এবং লক্ব-উপাধি মুহীউদ্দীন।

৬৩১ হিজরীর ৫ই মুহাররামে তিনি সিরিয়ার রাজধানী দামেশ্কের নিকটবর্তী নাব্বী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৬৭৬ হিজরীর রজবে দুনিয়া থেকে বিদায় নেন। তিনি মাত্র ৪৫ বছর জীবিত ছিলেন। এ মহান ব্যক্তি শৈশব থেকেই অত্যন্ত ভদ্র, শান্তশিষ্ট ছিলেন। কৈশোরেই পবিত্র কুরআন হিফয সম্পন্ন করেন। তাঁর অসাধারণ স্মরণশক্তি, প্রতিভা ও জ্ঞান অন্বেষণের প্রতি গভীর অনুরাগ তাঁর শিক্ষকগণকে আকৃষ্ট করেছিল। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি পবিত্র কুরআন, হাদীস, নাহু, সারফ, মানতিক, ফিক্হ ও উসূলে ফিক্হ ইত্যাদি বিষয়ে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। হাদীস ও ফিকহে তিনি আত্মার খোরাক বেশী পেতেন। তাঁর সৌভাগ্য তিনি সে কালের শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ আলেম ব্যক্তিদের সান্নিধ্য লাভ করেছেন। এবং জ্ঞান আহরণের উচ্চ শিখরে আরোহণ করেন। তিনি উন্নত চরিত্র, তাক্ওয়া ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জীবন আদর্শে অনুপ্রাণীত হয়ে অত্যন্ত সাধারণ আহার করতেন, মোটা কাপড় পরতেন এবং সারা জীবন কৃচ্ছ্র সাধনায় কাটান। তিনি সকলের নিকট ছিলেন গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র। জীবনে কখনো অর্থ, সম্মান, পদ ও ক্ষমতার পেছনে ছোটেন নি। কারো থেকে দান গ্রহণ করেন নি। সারা জীবন ইল্মের প্রচার ও প্রসারে এবং ইবাদত বন্দেগীতে কাটাতেন। তাঁর ছাত্র সংখ্যা ছিল অসংখ্য।

ইমাম নববী (র.)-এর রচিত গ্রন্থের মধ্যে ঃ

১. كتاب الإيمان (বুখারী শরীফের কিতাবুল ঈমানের ব্যাখ্যা)

২. المنهج فى شرح مسلم ابن الحجاج (মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ)

৩. رياض الصالحين (রিয়াদুস্ সালেহীন)

৪. كتاب الروضة (কিতাবুর রাওদাহ)

৫. شرح المهذب (শারহুল মুহাযযাব)

৬. تهذيب الاسماء والصفات (তাহযীবুল আসমাই ওয়াস সিফাত)

৭. كتاب الأذكار (কিতাবুল আযকার)

৮. الإرشاد فى علوم الحديث (আল-ইরশাদ ফী উলূমিল হাদীস)

৯. كتاب المبهمات (কিতাবুল মুবহামাত)

১০. شرح صحيح البخارى (বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ)

১১. شرح سنن ابى داؤد (আবু দাউদ শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ)

১২. طبقات فقهاء الشافعية (তাবাকাতু ফুকাহাইশ্ শাফিয়্যা)

১৩. الرسالة فى قسمة الغنائم (আর-রিসালাতু ফী কিস্মাতিল গানাইম)

১৪. ألفتاوى (আল-ফাতাওয়া)

১৫. جامع السنة (জামিউস সুন্নাহ)

১৬. خلاصة الأحكام (খুলাসাতুল আহকাম)

১৭. مناقب الشافعى (মানাকিবুশ শাফিয়িয়্যা)

১৮. بستان العارفين (বুসতানুল আরিফীন)

১৯. رسالة الإستحباب القيام لأهل الفضل (রিসালাতুল ইসতিহবাবুল কিয়ামুলি আহালিল ফাযলি।

সূচীপত্র

অধ্যায়

রোগীকে দেখতে যাওয়া, জানাযার সাথে চলা, জানাযার নামায পড়া এবং তার দাফনের সময় উপস্থিত থাকা ও দাফনের পরে তার কবরের পাশে অবস্থান করা

	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
অনুচ্ছেদ ঃ	রোগীকে দেখতে যাওয়া	১
অনুচ্ছেদ ঃ	রুগ্ন ব্যক্তির জন্য দু'আ করার ভাষা	৪
অনুচ্ছেদ ঃ	রোগীর ঘরের লোকজনদের কাছে তার অবস্থা জিজ্ঞাসা করা মুস্তাহাব	৭
অনুচ্ছেদ ঃ	যে ব্যক্তি নিজের জীবন সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়ে তার কি বলা উচিত	৮
অনুচ্ছেদ ঃ	রোগীর ঘরের লোকদের ও তার খাদেমদের তার সাথে কোমল ও সদয় ব্যবহার করার জন্য অসিয়্যত করা মুস্তাহাব, অনুরূপভাবে কিসাস বা হদ্দের কারণে যার মৃতু নিকটবর্তী তার সাথে কোমল ও সদয় ব্যবহার করার অসিয়্যত	৮
অনুচ্ছেদ ঃ	রোগীর কথা বলার অনুমতি আছে, আমার ব্যাথা করছে ভীষণ ব্যাথা করছে অথবা আমার জ্বর বা হায় আমার মাথা গেলো ইত্যাদি। বিরুক্ত হয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে না বললে এ কথা বলা অপসন্দনীয় নয়	৯
অনুচ্ছেদ ঃ	মরণোন্মুখ ব্যক্তিকে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" তীলকীন করা	১০
অনুচ্ছেদ ঃ	মৃতের চোখ বন্ধ করার পর যে দু'আ পড়তে হয়	১০
অনুচ্ছেদ ঃ	মৃত ব্যক্তির কাছে কি বলা উচিত, যার বাড়ীতে কেউ মারা যায় তাকে কি করতে হবে	১১
অনুচ্ছেদ ঃ	চীৎকার ও শোকগাঁথা গাওয়া ব্যতীত মৃতের জন্য কান্নাকাটি করা জায়িয	১৩
অনুচ্ছেদ ঃ	মৃতের কোন অপসন্দনীয় জিনিস দেখার পর তা গোপন করা	১৫
অনুচ্ছেদ ঃ	জানাযার নামায পড়া, জানাযার সাথে যাওয়া ও লাশ দাফনের সময় হাযির থাকা, জানাযার সাথে মেয়েদের যাওয়া মাকরূহ	১৫
অনুচ্ছেদ ঃ	জানাযার নামাযে মুসল্লী বেশী হওয়া এবং মুসল্লীদের তিন বা তিনের বেশী কাতার করা মুস্তাহাব	১৬
অনুচ্ছেদ ঃ	জানাযার নামাযে কি পড়া হবে?	১৭
অনুচ্ছেদ ঃ	জানাযা দ্রুত নিয়ে যাওয়া	২০

বিষয়		পৃষ্ঠা নং

অনুচ্ছেদ ঃ মৃতের ঋণ অনতিবিলম্বে আদায় করা ও তার দাফন-কাফন দ্রুত সম্পন্ন করা। তবে আকস্মিক মৃত্যুতে মৃত্যুর ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা ২১
অনুচ্ছেদ ঃ কবরের কাছে দাড়িয়ে ওয়াজ-নসিহত করা ২২
অনুচ্ছেদ ঃ মৃতের পক্ষ থেকে সাদাকা দেয়া ও তার জন্য দু'আ করা ২৩
অনুচ্ছেদ ঃ জনগণ কর্তৃক মৃতের প্রশংসা ২৪
অনুচ্ছেদ ঃ যার শিশু সন্তান মারা যায় তার উচ্চতর মর্যাদার কথা ২৫
অনুচ্ছেদ ঃ যালিমদের কবরের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় ভীত হওয়া ও কান্নাকাটি করা এবং মহান আল্লাহর সামনে দীনতা প্রকাশ করা ও এসব ব্যাপারে গাফিল থাকার বিরুদ্ধে হুশিয়ারী ২৬

অধ্যায়
সফরের (ভ্রমণের) শিষ্টাচার

অনুচ্ছেদ ঃ বৃহস্পতিবার ও দিনের প্রথম দিকে সফরে রওয়ানা হওয়া মুস্তাহাব ২৮
অনুচ্ছেদ ঃ সফরের সংগী অনুসন্ধান করা এবং সবাই যার আনুগত্য করবে এমন ব্যক্তিকে নিজেদের মধ্য থেকে আমীর (নেতা) বানানো ২৯
অনুচ্ছেদ ঃ চলা, অবতরণ করা, রাত্রি অতিবাহিত করা ও সফরে নিদ্রা যাওয়ার শিষ্টাচার এবং রাত্রে চলা, পশুর প্রতি কোমল ব্যবহার করা ও তাদের সুযোগ-সুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখা মুস্তাহাব। আর যে ব্যক্তি নিজের হক পুরোপুরি আদায় করে না তাকে তা পুরোপুরি আদায় করার তাকিদ দেয়া এবং সাওয়ারী পশু শক্তিশালী হলে সাওয়ারীর পিঠে নিজের সাথে অন্য কাউকে বসানোর বৈধতা ৩০
অনুচ্ছেদ ঃ সফর অবস্থায় সাথীকে সাহায্য করা ৩২
অনুচ্ছেদ ঃ সাওয়ারীর পিঠে চড়ে সফর করার সময় যে দু'আ পড়তে হবে ৩৪
অনুচ্ছেদ ঃ উচ্চস্থানে চড়ার সময় মুসাফিরের 'আল্লাহু আক্‌বার' বলা, উপত্যকায় নামার সময় 'সুবহানাল্লাহ' বলা এবং তাক্‌বীর বলার সময় আওয়াজ বুলন্দ করার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি না করা ৩৬
অনুচ্ছেদ ঃ সফরে দু'আ করা মুস্তাহাব ৩৮
অনুচ্ছেদ ঃ কোন মানুষ বা অন্য কিছুর ভয় হলে যে দু'আ পড়তে হবে ৩৮
অনুচ্ছেদ ঃ কোন স্থানে অবতরণ করলে যে দু'আ পড়তে হবে ৩৯
অনুচ্ছেদ ঃ প্রয়োজন পূর্ণ হওয়ার পর মুসাফিরের অনতিবিলম্বে ঘরে ফিরা মুস্তাহাব ৪০
অনুচ্ছেদ ঃ দিনের বেলা নিজের পরিবারের কাছে আসা মুস্তাহাব এবং প্রয়োজন ছাড়া রাতে আসা অপসন্দনীয় ৪০
অনুচ্ছেদ ঃ সফর থেকে ফিরে নিজের শহর দেখার পর যে দু'আ পড়তে হবে ৪১

বিষয়		পৃষ্ঠা নং
অনুচ্ছেদ ঃ	সফর থেকে প্রত্যাবর্তনকারীর নিজের মহল্লার মসজি থেকে শুরু করা এবং সেখানে দু'রাকা'আত নফল নামায পড় মুস্ত হাব	৪১
অনুচ্ছেদ ঃ	মহিলাদের একাকী সফর করা হারাম	৪১

অধ্যায়
ফযীলতসমূহ-মর্যাদাবলী

		৪৩
অনুচ্ছেদ ঃ	পবিত্র কুরআন পাঠের ফযীলত	
অনুচ্ছেদ ঃ	কুরআন মজীদের রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং তা ভুলে যাওয়ার সতর্কতা অবলম্বন করা	৪৬
অনুচ্ছেদ ঃ	সুললিত কণ্ঠে কুরআন পাঠ করা মুস্তাহাব এবং মধুর কণ্ঠে কুরআন পড়ানো ও তা শুনার ব্যবস্থা করা	৪৭
অনুচ্ছেদ ঃ	কয়েকটি সূরা ও নির্দিষ্ট আয়াতসমূহ তিলাওয়াতের প্রতি উৎসাহ দেয়া	৪৮
		৫৫
অনুচ্ছেদ ঃ	কুরআন মজীদ তিলাওয়াতের জন্য একত্র হওয়া মুস্তাহাব	৫৫
অনুচ্ছেদ ঃ	অযূর ফযীলত	৫৯
অনুচ্ছেদ ঃ	আযানের ফযীলত	৬২
অনুচ্ছেদ ঃ	নামাযের ফযীলত	৬৪
অনুচ্ছেদ ঃ	ফজর ও আসরের নামাযের ফযীলত	৬৫
অনুচ্ছেদ ঃ	মসজিদে যাওয়ার ফযীলত	৬৮
অনুচ্ছেদ ঃ	নামাযের জন্য অপেক্ষা করার ফযীলত	৬৯
অনুচ্ছেদ ঃ	জামায়াতের সাথে নামায পড়ার ফযীলত	৭২
অনুচ্ছেদ ঃ	বিশেষ করে ফজর ও এশার জামায়াতে হাযির হওয়া	
অনুচ্ছেদ ঃ	ফরয নামাযগুলো সংরক্ষণ করার নির্দেশ এবং এগুলো পরিত্যাগ করার বিরুদ্ধে কঠোর নিষেধাজ্ঞা ও ভীতি প্রদর্শন	৭৩
অনুচ্ছেদ ঃ	কাতারের ফযীলত এবং আগের কাতারগুলো পূরা করার, সেগুলো সমান করার ও দু'জনের মাঝখানে ব্যবধান না রেখে মিলে দাঁড়ান	৭৬
অনুচ্ছেদ ঃ	ফরযের সাথে সাথে সুন্নাতে মু'আক্কাদাহ পড়ার ফযীলত এবং তাদের স্বল্পতম, পরিপূর্ণ ও মধ্যবর্তী সুন্নাতসমূহ	৮১
		৮২
অনুচ্ছেদ ঃ	ফজরের দু'রাকা'আত সুন্নাতের তাকীদ	
অনুচ্ছেদ ঃ	ফজরের দু'রাকা'আত সুন্নাতকে হাল্‌কা করে পড়া এবং তাতে কি পড়া হবে ও কখন পড়া হবে	৮৩
অনুচ্ছেদ ঃ	ফজরের সুন্নাতের পর ডান কাতে শুয়ে থাকা মুস্তাহাব এবং রাতে তাহাজ্জুদ পড়ুক বা না পড়ুক এতে উৎসাহিত করা	৮৫
		৮৬
অনুচ্ছেদ ঃ	যুহরের সুন্নাত	৮৮
অনুচ্ছেদ ঃ	আসরের সুন্নাত	৮৯
অনুচ্ছেদ ঃ	মাগরিবের পূর্বের ও পরের সুন্নাতসমূহ	৯০
অনুচ্ছেদ ঃ	জুমু'আর নামাযের সুন্নাত	

বিষয়		পৃষ্ঠা নং
অনুচ্ছেদ ঃ	ঘরে নফল পড়া মুস্তাহাব- তা সুন্নাতে মু'আক্কাদা হোক বা গায়ের মু'আক্কাদা, আর সুন্নাত পড়ার জন্য ফরযের জায়গা থেকে সরে যাওয়ার নির্দেশ অথবা ফরয ও নফলের মধ্যে কথা বলে পার্থক্য সৃষ্টি করা	৯০
অনুচ্ছেদ ঃ	বিত্‌রের নামাযে উদ্বুদ্ধ করা ও তাকিদ দেয়া এবং বিত্‌রের সুন্নাতে মু'আক্কাদা (ওয়াজিব) হবার ও তার সময়ের বর্ণনা	৯২
অনুচ্ছেদ ঃ	ইশরাক ও চাশ্‌তের নামাযের ফযীলত, এর কম-বেশী ও মাঝামাঝি মর্যাদার বর্ণনা এবং সংরক্ষণের ব্যাপারে উৎসাহিত করা	৯৩
অনুচ্ছেদ ঃ	তাহিয়্যাতুল মসজিদের নামায পড়তে উদ্বুদ্ধ করা এবং মসজিদে প্রবেশ করে দু'রাকা'আত না পড়ে বসে পড়া মাকরূহ, দু'রাকা'আত তাহিয়্যাতুল মসজিদের নিয়্যতে পড়া হোক বা ফরয, সুন্নাতে মু'আক্‌কাদা বা গায়ের মু'আক্‌কাদার নিয়্যতে পড়া হোক	৯৫
অনুচ্ছেদ ঃ	অযূ করার পর দু'রাকা'আত নামায পড়া মুস্তাহাব	৯৬
অনুচ্ছেদ ঃ	জুমু'আর দিনের ফযীলত ও জুমু'আর নামায ওয়াজিব হওয়ার প্রসংগ। আর জুমু'আর নামাযের জন্য গোসল করা, খুশ্‌বু লাগানো এবং আগে-ভাগে পৌঁছে যাওয়া ও জুমু'আর দিন দু'আ করা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর দরূদ পাঠ করা এবং দু'আ কবুল হওয়ার সময়ের বর্ণনা আর জুমু'আর নামাযের পর বেশী করে আল্লাহর যিক্‌র করা মুস্তাহাব	৯৬
অনুচ্ছেদ ঃ	আল্লাহর কোন সুস্পষ্ট অনুগ্রহ লাভের পর এবং কোন সুস্পষ্ট বিপদ কেটে যাবার পর শুকরানার সিজ্‌দা করা মুস্তাহাব	১০০
অনুচ্ছেদ ঃ	রাত জেগে ইবাদাত করার ফযীলত	১০১
অনুচ্ছেদ ঃ	রমযানের কিয়াম তারাবীহ্‌র নামায মুস্তাহাব	১১০
অনুচ্ছেদ ঃ	লাইলাতুল কাদ্‌রে কিয়াম করার ফযীলত ও সর্বাধিক আশাপ্রদ রাতের বর্ণনা	১১০
অনুচ্ছেদ ঃ	মিস্‌ওয়াক করা ও প্রকৃতিগত স্বভাবের ফযীলত	১১২
অনুচ্ছেদ ঃ	যাকাত ওয়াজিব আদায়ের তাকিদ, এর ফযীলত এবং এই সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়াবলী	১১৪
অনুচ্ছেদ ঃ	রমযানের রোযা ফরয এবং রোযার ফযীলত ও তার আনুসংগিক বিষয়সসমূহ	১২২
অনুচ্ছেদ ঃ	রমযান মাসে দান, সৎকর্ম ও বেহিসাব নেক আমলের তাকিদ এবং বিশেষ করে শেষ দশ দিনে এগুলো করা	১২৫
অনুচ্ছেদ ঃ	অর্দ্ধ শাবানের পর থেকে রমযানের পূর্ব পর্যন্ত রোযা রাখার উপর নিষেধাজ্ঞা, তবে যার পূর্বের সাথে মিলাবার অভ্যাস হয়ে গেছে অথবা যে ব্যক্তি সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখতে অভ্যস্ত সে ঐ দিনগুলোর রোযা রাখতে পারবে	১২৫
অনুচ্ছেদ ঃ	চাঁদ দেখে যে দু আ পড়তে হবে	১২৭

বিষয়		পৃষ্ঠা নং
অনুচ্ছেদ ঃ	সেহ্‌রী খাওয়ার ফযীলত এবং ফজরের উদয়ের আশংকা না হওয়া পর্যন্ত দেরী করে সেহরী খাওয়া	১২৭
অনুচ্ছেদ ঃ	সময় হওয়ার সাথে সাথে ইফ্‌তার করার ফযীলত এবং কি দিয়ে ইফ্‌তার করতে হবে ও ইফ্‌তারের দু'আ	১২৮
অনুচ্ছেদ ঃ	রোযাদারের প্রতি গালিগালাজ ও শরীয়ত বিরোধী এবং এই ধরনের অন্যান্য কার্যকলাপ থেকে নিজের জিহ্বা ও অন্যান্য অংশকে বিরত রাখার নির্দেশ	১৩০
অনুচ্ছেদ ঃ	রোযা সম্পর্কিত কতিপয় মাসাইল	১৩১
অনুচ্ছেদ ঃ	মুহাররাম, শাবান ও হারাম মাসগুলোতে রোযা রাখার ফযীলত	১৩২
অনুচ্ছেদ ঃ	যিল-হজ্জ-এর প্রথম দশদিনে রোযা রাখা ও অন্যান্য নেক কাজ করার ফযীলত	১৩৩
অনুচ্ছেদ ঃ	আরাফা ও আশুরার দিন এবং মুহাররমের নবম তারিখে রোযা রাখার ফযীলত	১৩৪
অনুচ্ছেদ ঃ	শাওয়াল মাসে ছয় দিন রোযা রাখা মুস্তাহাব	১৩৫
অনুচ্ছেদ ঃ	সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখা মুস্তাহাব	১৩৫
অনুচ্ছেদ ঃ	প্রত্যেক মাসে তিনদিন রোযা রাখা মুস্তাহাব	১৩৬
অনুচ্ছেদ ঃ	রোযাদারকে ইফ্‌তারী করাবার এবং যে রোযাদারের সামনে পানাহার করা হয় তার ফযীলত আর যে ব্যক্তি আহার করায় তার উপস্থিতিতে আহারকারীর দু'আ করা	১৩৭

অধ্যায়
ই'তিকাফ

অনুচ্ছেদ ঃ	ইতিকাফের ফযীলত	১৩৯

অধ্যায়
হজ্জ

অধ্যায় ঃ	হজ্জ ফরয হওয়া এবং এর ফযীলত	১৪০

অধ্যায়
জিহাদ

অনুচ্ছেদ ঃ	জিহাদের ফযীলত	১৪৫
অনুচ্ছেদ ঃ	আখিরাতের সাওয়াবের দিক দিয়ে শহীদদের আর একটি দল যাদরকে গোসল দেয়া হবে নামাযও পড়া হবে, তবে এরা কাফিদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে শহীদ হননি	১৭২
অনুচ্ছেদ ঃ	গোলাম ও বাঁদী আযাদ করা	১৭৪
অনুচ্ছেদ ঃ	গোলামের সাথে সদ্ব্যবহার করর ফযীলত	১৭৫
অনুচ্ছেদ ঃ	যে গোলাম আল্লাহ ও তার মনিবের হক আদায় করে তার ফযীলত	১৭৬

বিষয়		পৃষ্ঠা নং
অনুচ্ছেদ ঃ	বিপদ-আপদ ও কঠিন পরিস্থিতিতে আল্লাহর ইবাদাত করা	১৭৭
অনুচ্ছেদ ঃ	কেনাবেচার ও লেনদেনের ব্যাপারে কোমল নীতি অবলম্বন করার ফযীলত আর উত্তমরূপে প্রাপ্য আদায় ও গ্রহণ করা এবং সঠিকভাবে ওজন ও পরিমাপ করা ও তাতে কম না করা, উপরন্ত ধনী-দরিদ্র উভয়কে অবকাশ দেয়া এবং তাদের কাছে প্রাপ্য কম করা	১৭৭

অধ্যায়
ইল্‌ম-জ্ঞান

অনুচ্ছেদ ঃ	ইল্‌ম-জ্ঞানের মর্যাদা	১৮২

অধ্যায়
মহান আল্লাহর প্রশংসা ও তাঁর প্রতি শুক্‌রিয়া জ্ঞাপন

অনুচ্ছেদ ঃ	হামদ ও শুকুরের ফযীলত	১৮৮

অধ্যায়
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দরূদ ও সালাম

অনুচ্ছেদ ঃ	রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর দরুদ পড়ার ফযীলত	১৯০

অধ্যায়
যিক্‌র আয্‌কার

অনুচ্ছেদ ঃ	যিক্‌রের ফযীলত ও এ ব্যাপারে উৎসাহিত করা	১৯৫
অনুচ্ছেদ ঃ	দাঁড়ানো , বসা ও শায়িত অবস্থায় এবং হাদাস (বিনা অযূতে), জানাবাত (গোসল ফরয অবস্থায়) ও ঋতুমতী অবস্থায় আল্লাহর যিক্‌র করার বৈধতা, তবে জুনূবী গোসল ফরয ও ঋতুমতী মহিলার জন্য কুরআন পড়া জায়িয নয়	২১০
অনুচ্ছেদ ঃ	ঘুমুবার আগে ও ঘুম থেকে জাগার পর যে দু'আ পড়তে হবে	২১১
অনুচ্ছেদ ঃ	যিক্‌রের মজলিসের ফযীলত এবং হামেশাই তার সাথে সংশ্লিষ্ট থাকা মুস্তাহাব আর বিনা ওজরে এ ধরনের মজলিস থেকে আলাদা হয়ে যাওয়ার প্রতি নিষেধাজ্ঞা	২১১
অনুচ্ছেদ ঃ	সকাল ও সন্ধ্যায় মহান আল্লাহর যিক্‌র	২১৫
অনুচ্ছেদ ঃ	ঘুমাবার সময় যে দু'আ পড়তে হবে	২১৯

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ عِيَادَةِ الْمَرِيْضِ وَتَشْيِيعِ الْمَيِّتِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَحُضُوْرِ دَفْنِهِ وَالْمَكْثُ عِنْدَ قَبْرِهِ بَعْدَ دَفْنِهِ

অধ্যায় ঃ রোগীকে দেখতে যাওয়া, জানাযার সাথে চলা, জানাযার নামায পড়া এবং তার দাফনের সময় উপস্থিত থাকা ও দাফনের পরে তার কবরের পাশে কিছুক্ষণ অবস্থান করা।

بَابُ عِيَادَةِ الْمَرِيْضِ

অনুচ্ছেদ ঃ রোগীকে দেখতে যাওয়া।

٨٩٤- عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِعِيَادَةِ الْمَرِيْضِ وَاتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ وَتَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ، وَنَصْرِ الْمَظْلُوْمِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِى وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৮৯৪. হযরত বারাআ ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের হুকুম দিয়েছিলেন রোগীকে দেখতে যাওয়ার, জানাযার পেছনে চলার, হাঁচিদানকারীর 'আল-হামদুলিল্লাহ' বলার জবাবে 'ইয়ারহামু কাল্লাহ' বলার, কসম পূর্ণ করার, মযলুমকে সাহায্য করার, দাওয়াত দানকারীর দাওয়াত কবুল করার এবং সালামের ব্যাপক প্রচলন করার। (বুখারী ও মুসলিম)

٨٩٥- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ : رَدُّ السَّلَامِ وَعِيَادَةُ الْمَرِيْضِ، وَإِتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيْتُ الْعَاطِسِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৮৯৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মুসলমানের ওপর মুসলমানের পাঁচটি হক রয়েছে ঃ সালামের জবাব দেয়া, রোগীকে দেখতে যাওয়া, জানাযার সাথে যাওয়া, দাওয়াত কুবল করা ও হাঁচিদানকারীর জবাব দেয়া। (বুখারী ও মুসলিম)

٨٩٦– وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِيْ ! قَالَ : يَا رَبِّ كَيْفَ أَعُوْدُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ ؟ قَالَ : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِيْ فُلَانًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ ؟ أَمَا عَلِمْتَ إِنَّكَ لَوْعُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِيْ عِنْدَهُ؟ يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِيْ! قَالَ : يَا رَبِّ كَيْفَ أُطْعِمُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ؟ قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِيْ فُلَانٌ فَلَمْ تُطْعِمْهُ ،أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوْ جَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِيْ ؟ يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِيْ! قَالَ : يَا رَبِّ كَيْفَ أَسْقِيْكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ ؟ قَالَ : اسْتَسْقَاكَ عَبْدِيْ فُلَانٌ فَلَمْ تَسْقِهِ ! أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ لَوْ جَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِيْ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৮৯৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ কিয়ামতের দিন বলবেন ঃ হে বনী আদম! আমি রোগাক্রান্ত ছিলাম, তুমি আমাকে দেখতে যাওনি! বান্দা জবাবে বলবে ঃ হে আমার প্রতিপালক! আমি কেমন করে আপনার রোগের খবর নিব। আপনি যে বিশ্ব-জাহানের প্রভু? তিনি বলবেন ঃ তুমি কি জানতে না যে আমার অমুক বান্দা রোগগ্রস্ত ছিল? তুমি তাকে দেখতে যাওনি? তুমি জান না, তুমি যদি তার রোগের খোঁজ-খবর নিতে যেতে, তাহলে আমাকে তার কাছে পেতে? হে বনী আদম! আমি তোমার কাছে খাবার চেয়েছিলাম কিন্তু তুমি আমাকে খাবার দাওনি! বান্দা বলবে ঃ হে আমার প্রতিপালক! আমি কেমন করে আপনাকে খাওয়াব আপনি যে সমগ্র বিশ্ব-জাহানের প্রতিপালক? জবাবে মহান আল্লাহ বলবেন ঃ তুমি কি জানতে না আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে খাবার চেয়েছিল, কিন্তু তুমি তাকে খাওয়াওনি? তুমি কি জানতে না, তুমি যদি তখন তাকে খাবার খাওয়াতে তাহলে আমার কাছ থেকে তা পেয়ে যেতে। হে বনী আদম! আমি তোমার কাছে পানি চেয়েছিলাম কিন্তু তুমি আমাকে পানি পান করাওনি। বান্দা বলবে ঃ হে আমার প্রতিপালক! আমি কেমন করে আপনাকে পানি পান করাব। আপনি যে সমগ্র বিশ্ব-জাহানের প্রভু? মহান আল্লাহ বলবেন ঃ আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে পানি চেয়েছিল, তুমি তাকে পানি পান করাওনি! তুমি যদি তখন তাকে পানি পান করাতে তাহলে আমার কাছ থেকে তা পেতে। (মুসলিম)

٨٩٧– وَعَنْ أَبِيْ مُوْسَى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عُوْدُوْا الْمَرِيْضَ وَأَطْعِمُوْا الْجَائِعَ وَفُكُّوا الْعَانِيْ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৮৯৭. হযরত আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "রোগীকে দেখতে যাও, অভুক্তকে আহার করাও এবং বন্দীদেরকে মুক্তি দাও।" (বুখারী)

٨٩٨- وَعَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا عَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ لَمْ يَزَلْ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ قِيْلَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا خُرْفَةُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ : جَنَاهَا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৮৯৮. হযরত সাওবান (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ মুসলমান যখন তার রুগ্ন মুসলমান ভাইকে দেখতে যায়, সে ফিরে না আসা পর্যন্ত জান্নাতের 'খুরফার' মধ্যে অবস্থান করতে থাকে। জিজ্ঞেস করা হলো ঃ হে আল্লাহ রাসূল! জান্নাতের খুরফা কি? জবাব দিলেন ঃ তার ফলমূল। (মুসলিম)

٧٩٩- وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعُوْدُ مُسْلِمًا غُدْوَةً إِلاَّ صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِيَ وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً إِلاَّ صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ وَكَانَ لَهُ خَرِيْفٌ فِي الْجَنَّةِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

৮৯৯. হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একথা বলতে শুনেছি ঃ এমন কোন মুসলমান নেই যে সকাল বেলা কোন মুসলমান রোগীকে দেখতে যায় এবং সন্ধ্যে পর্যন্ত সত্তর হাজার ফিরিশ্‌তা তার জন্য দু'আ না করে,আর সন্ধ্যে বেলা কোন রোগীকে দেখতে যায় এবং সকাল পর্যন্ত তার জন্য সত্তর হাজার ফিরিশতা দু'আ না করে। তার জন্য জান্নাতে একটি ফলের বাগান নির্ধারিত করে দেয়া হয়। (তিরমিযী)

٩٠٠- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ غُلاَمٌ يَهُوْدِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ ﷺ فَمَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ يَعُوْدُهُ فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ : أَسْلِمْ فَنَظَرَ أَبِيْهِ وَهُوَ عِنْدَهُ؟ فَقَالَ أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ فَأَسْلَمَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَيَقُوْلُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৯০০. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন একটি ইয়াহূদী ছেলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খিদ্‌মত করতো। (একদিন সে অসুস্থ হয়ে পড়লো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখতে গেলেন। তিনি তার মাথার কাছে বসলেন। তারপর তাকে বললেন ঃ তুমি ইসলাম গ্রহণ কর। সে তার বাপের দিকে তাকালো। তার বাপ তার কাছেই ছিল। সে (তার বাপ) বললো ঃ আবুল কাসেম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য কর সে ছেলেটি ইসলাম গ্রহণ করলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথা বলতে বলতে সেখান থেকে বের হলেন ঃ "সমস্ত প্রশংসা সেই সত্তার যিনি তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়েছেন।" (বুখারী)

بَابُ مَايُدْعَى بِهِ لِلْمَرِيْضِ

অনুচ্ছেদ ঃ রুগ্নব্যক্তির জন্য দু'আ করার ভাষা।

٩٠١- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا اشْتَكَى الْإِنْسَانَ الشَّئَ مِنْهُ أَوْ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةُ أَوْ جُرْحٌ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ بِأَصْبُعِهِ هَكَذَا، وَوَضَعَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ الرَّاوِيْ سَبَّابَتَهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ رَفَعَهَا وَ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ، تُرْبَةُ أَرْضِنَا بِرِيْقَةِ بَعْضِنَا يُشْفَى بِهِ سَقِيْمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৯০১. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে যদি কোন ব্যক্তি কোন জিনিসের ব্যাপারে অভিযোগ করতো অথবা তার শরীরে কোন ফোঁড়া বা জখম হতো তাহলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের আঙ্গুল দিয়ে এমন করতেন। এই বলে বর্ণনাকারী সুফিয়ান ইব্‌ন উয়াইনাহ (রা) নিজের শাহাদাত অঙ্গুলী যমীনের ওপর রাখতেন তারপর তাকে উঠালেন এবং বললেন (এই দু'আ পড়লেন) "বিসমিল্লাহি তুরবাতু আরদিনা বিরীকাতে বাদিনা ইউশ্‌ফা বিহী সাকীমুনা বিইযনি রাব্বিনা –আল্লাহর নামে শুরু করছি, আমাদের এ পৃথিবীর মাটি আমাদের অনেক লোকের মুখ নিঃসৃত লালা মিশ্রিত, আমাদের রুগ্ন ব্যক্তি রোগমুক্তি লাভ করুক আমাদের রবের নির্দেশে।" (বুখারী ও মুসলিম)

٩٠٢- وَعَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعُوْدُ بَعْضَ أَهْلِهِ يَمْسَحُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى وَيَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ الْبَأْسَ وَأَشْفِ أَنْتَ الشَّافِيْ لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৯০২. হযরত আয়েশা (রা) থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের পরিবারের কোন রোগীকে দেখতে গেলে তার ওপর ডান হাত বুলাতেন এবং বলতেন ঃ "আল্লাহুম্মা রাব্বান নাস, আযহিবিল্‌ বা'স্‌ ওয়া আশ্‌ফি আনতাশ শাফী, লা-শিফাআ ইল্লা শিফাইুকা শিফাআন লা-ইউগাদিরু সাকামা –হে আল্লাহ! হে মানুষের প্রভু! রোগ দূর কর, রোগমুক্তি দান কর, তুমিই রোগ-মুক্তি দানকারী, তোমার রোগমুক্তি ছাড়া কোন রোগ-মুক্তি কার্যকর নয়– যা কোন রোগকে ছাড়ে না"। (বুখারী ও মুসলিম)

٩٠٣- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِثَابِتٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ : اَلاَ أَرْقِيْكَ بِرُقْيَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ؟ قَالَ بَلَى قَالَ : اَللّٰهُمَّ رَبَّ النَّاسِ مُذْهِبَ الْبَأْسِ اشْفِ أَنْتَ الشَّافِيْ لاَ شَافِيَ إِلاَّ أَنْتَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৯০৩. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি সাবিত (রা) বলেন ঃ তোমাকে কি আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে ঝাঁড়ফুঁক করেছিলেন সেই ঝাঁড়ফুঁক করবো না? হযরত সাবিত (রা) বললেন ঃ হ্যাঁ,করুন। আনাস (রা) বললেন ঃ 'আল্লাহুম্মা রাব্বান নাস, আযহিবিল্ বা'স্ ইশ্‌ফি আনতাশ শাফী, লা শিফাআ ইল্লা শিফাইুকা শিফাআন লা-ইউগাদিরু সাকামা" –হে আল্লাহ মানুষের প্রভু! রোগ থেকে মুক্তিদান কর, তুমি ছাড়া রোগ থেকে মুক্তিদান করার আর কেউ নেই, এমন রোগ যার পর আর কোন রোগ থাকে না।" (বুখারী)

٩٠٤- وَعَنْ سَعْدِ بنِ أَبِى وَقَّاصٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ ، قَالَ عَادَنِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : اَللّٰهُمَّ اشْفِ سَعْدًا اَللّٰهُمَّ اشْفِ سَعْدًا اَللّٰهُمَّ اشْفِ سَعْدًا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৯০৪. হযরত সা'দ ইব্‌ন আবু ওয়াক্‌কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমার অসুস্থাবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে দেখতে গেলেন। তিনি দু'আ করলেন ঃ "হে আল্লাহ! সা'দকে রোগ-মুক্তি দান কর! হে আল্লাহ! সা'দকে রোগ-মুক্তি দান কর! হে আল্লাহ! সা'দকে রোগ-মুক্তি দান কর!"। (মুসলিম)

٩٠٥- وَعَنْ أَبِى عَبْدِ اللّٰهِ عُثْمَانَ بنِ أَبِى الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَجَعًا يَجِدُهُ فِى جَسَدِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِى تَأَلَّمَ مِنْ جَسَدِكَ وَقُلْ : بِسْمِ اللّٰهِ ثَلاَثًا وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللّٰهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৯০৫. হযরত আবদুল্লাহ উসমান ইব্‌ন আবুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নিজর শরীরে যে ব্যথা অনুভব করছিলেন সে সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে অভিযোগ করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বললেন ঃ তোমার শরীরের যে স্থানে ব্যথা হচ্ছে সেখানে নিজের হাতটি রাখ এবং তিনবার 'বিসমিল্লাহ' পড়। তারপর সাতবার এ দু'আটি পড়,"আউযু বিইয্‌যাতিল্লাহি ওয়া কুদরাতিহী মিন শাররি মা আজিদু ওয়া উহাযিরু" –আমি আল্লাহর মর্যাদা ও কুদরাতের মাধ্যমে আশ্রয় চাচ্ছি সেই জিনিসের অনিষ্ট থেকে যাকে আমি পাচ্ছি এবং যার আধিক্যকে আমি ভয় করি।" (মুসলিম)

٩٠٦- وَعَنْ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : مَنْ عَادَ مَرِيْضًا لَمْ يَحْضُرْهُ أَجَلَهُ فَقَالَ عِنْدَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ : أَسْأَلُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ أَنْ يَشْفِيَكَ إِلاَّ عَافَاهُ اللّٰهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ -

৯০৬. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ যে বক্তি এমন কোন রোগীকে দেখতে যায় যার মৃত্যু নিকটবর্তী নয় (বলে মনে হয়) তারপর তা র কাছে সাতবার এবাক্যটি বলে ঃ "আসআলুল্লাহাল আযীমা রাব্বাল আরশিল আযীম আঁই ইয়াশফিয়াকা ইল্লা আফাহুল্লাহু মিন যালিকাল মারাদ –বিশাল আরশের প্রভু মহান আল্লাহর কাছে আমি প্রার্থনা করছি। তিনি তোমাকে রোগ-মুক্তি দান করুন"। তবে আল্লাহ তাকে সেই রোগ থেকে মুক্তি দান করেন। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

٩٠٧- وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ دَخَلَ عَلَى أَعْرَابِىٍّ يَعُوْدُهُ وَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَى مَنْ يَعُوْدُهُ قَالَ لاَ بَأْسَ طَهُوْرٌ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ - رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ -

৯০৭. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে আরো বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জনৈক গ্রাম্য ব্যক্তি তার অসুস্থাবস্থায় দেখতে গিয়েছিলেন। আর তিনি যখনই কোন অসুস্থকে দেখতে যেতেন তখনই বলতেন ঃ "লা বা'সা তাহুরুন ইনশাআল্লাহ" –কোন চিন্তা নেই, ইনশাআল্লাহ এ রোগ গুনাহ থেকে পাক করবে। (বুখারী)

٩٠٨- وَعَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ جِبْرِيْلَ أَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ اشْتَكَيْتَ ؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ أَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ يُؤْذِيْكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنٍ حَاسِدٍ اَللّٰهُ يَشْفِيْكَ بِسْمِ اللّٰهِ أَرْقِيْكَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৯০৮. হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। জিবরীল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এসে বললেন ঃ হে মুহাম্মদ ! আপনার কি কোন রোগের অভিযোগ আছে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাব দিলেন ঃ হ্যাঁ। জিব্‌রীল এ দু'আ পড়লেন ঃ 'বিসমিল্লাহ আরকীকা মিন কুল্লি শাইয়িন ইউযীকা মিন শাররি কুল্লি নাফসিন আও আইন হাসিদিন, আল্লাহু ইয়াশফাকা, বিসমিল্লাহি আরকীকা –আল্লাহর নামে আমি আপনাকে ঝাঁড়ফুঁক করিছ এমন প্রত্যেকটি জিনিসের জন্য, যা আপনাকে কষ্ট দেয় এবং প্রত্যেক ব্যক্তির অনিষ্ট ও হিংসুকের নযর থেকে। আল্লাহ আপনাকে রোগ-মুক্তি দান করুন। আল্লাহর নামে আমি আপনাকে ঝাঁড়-ফুঁক করছি।" (মুসলিম)

٩٠٩- وَعَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ وَأَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا ، أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ قَالَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ ، صَدَّقَهُ رَبُّهُ فَقَالَ : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنَا وَأَنَا اَكْبَرُ وَإِذَا قَالَ : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ قَالَ : يَقُوْلُ : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنَا وَحْدِىْ لاَ شَرِيْكَ لِىْ وَإِذَا قَالَ : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ قَالَ : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنَا لِىَ الْمُلْكُ وَلِىَ الْحَمْدُ

وَإِذَا قَالَ : لاَ إِلٰهَ/إِلاَّ اللّٰهُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّٰهِ قَالَ : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنَا وَلاَ وَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِىْ وَكَانَ يَقُوْلَ : مَنْ قَالَهَا فِىْ مَرَضِهِ ثُمَّ مَاتَ لَمْ تَطْعَمْهُ النَّارُ - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ -

৯০৯. হযরত আবু সাঈদ ও আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা দু'জন এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পক্ষে সাক্ষ্য দনে যে তিনি বলেছিলেন ঃ যে ব্যক্তি বলে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার –আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই এবং আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ তার প্রভু তার ও কথাগুলোকে সত্যতার স্বীকৃতি দেন। তারপর বলেন ঃ আমি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই এবং আমিই সর্বশ্রেষ্ঠ । আর যখন যেস বলে ঃ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহু" –আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই, তিনি এক, তাঁর কোনশরীক নেই, মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ আমি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই,আমি একক , আমার কোন শরীক নেই। আবার যখন সে বলে "লাা ইলাহা ইল্লাল্লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু" –আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই, রাজত্ব তাঁর্ই এবং প্রশংসা তাঁরই জন্য। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ আমি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই, প্রশংসা সমস্ত আমারই জন্য এবং রাজত্ব আমারই। আর যখন সে বলে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়ালা হাওলা ওয়া কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ"–আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য ছাড়া গুনাহ থেকে দূরে থাকা ও আনুগত্যের শক্তি লাভ করা সম্ভব নয়। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ আমি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই এবং গুনাহ থেকে দূরে থাকা ও আনুগত্যের শক্তি লাভ করা আমার পক্ষ থেকে ছাড়া সম্ভব নয়। আর তিনি বলতেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের রোগের মধ্যে এ কথাগুলো বলে তারপর মারা যায়, আগুন (দোযখের আগুন) থাকে খাবে না। (তিরমিযী)

بَابُ اِسْتِحْبَابِ سُؤَالِ أَهْلِ الْمَرِيْضِ عَنْ حَالِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ রোগীর ঘরের লোকজনদের কাছে তার অবস্থা জিজ্ঞাসা করা মুস্তাহাব।

٩١٠- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ عَلِىَّ بْنَ أَبِىْ طَالِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ وَجْعِهِ الَّذِىْ تُوَفِّىَ فِيْهِ ، فَقَالَ النَّاسَ يَا أَبَا الْحَسَنِ كَيْفَ أَصْبَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ؟ قَالَ أَصْبَحَ بِحَمْدِ اللّٰهِ بَارِئًا - رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ -

৯১০. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। হযরত আলী ইব্ন আবু তালিব (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রোগ শয্যা থেকে বের হলেন, যে রোগে তিনি ইন্তিকাল করেছিলেন। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো ঃ হে আবুল হাসান! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অবস্থা কেমন? তিনি জবাব দিলেন ঃ আলহামদুলিল্লাহ, তাঁর অবস্থা ভালো। (বুখারী)

بَابُ مَايَقُوْلُهُ مَنْ اَيِسَ مِنْ حَيَاتِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি নিজের জীবন সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়ে তার কি বলা উচিত।

٩١١- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَيَّ يَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِيْ وَالْحِقْنِيْ بِالرَّفِيْقِ الْاَعْلَى - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৯১১. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছি, তিনি আমার গায়ে হেলান দিয়ে বলছিলেন ঃ "আল্লাহুম্মাগ ফিরলী, ওয়ারহামনী ওয়ালহিক্‌নী বির্‌ রফীকিল আলা" –হে আল্লাহ! আমার গুনাহ মাফ করে দিন, আমর ওপর রহম করুন এবং আমাকে শ্রেষ্ঠ বন্ধু সাথে মিলিয়ে দিন।" (বুখারী ও মুসলিম)

٩١٢- وَعَنْهَا قَالَتْ : رَأَيْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ بِالْمَوْتِ عِنْدَهُ قَدَحٌ فِيْهِ مَاءٌ وَهُوَ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْقَدَحِ ثُمَّ يَمْسَحُ وَجْهَهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ أَعِنِّيْ عَلَى غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَسَكَرَاتِ الْمَوْتِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

৯১২. হযরত আয়েশা (রা) থেকে আরো বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছি তখন তাঁর ওপর মৃত্যু ছেয়ে গিয়েছিল। তাঁর সামনে একটি পেয়ালা ছিল, তাতে পানি ভরা ছিল। তিনি পেয়ালার মধ্যে হাত প্রবেশ করাচ্ছিলেন তারপর (হাতের সাথে লেগে থাকা) পানি দিয়ে চেহারা মুবারক মুছে ফেলছিলেন এবং বলছিলেনঃ হে আল্লাহ ! মৃত্যুর কাঠিন্য ও তার কষ্টের ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করুন। (তিরমিযী)

بَابُ اِسْتِحْبَابِ وَصِيَّةَ أَهْلِ الْمَرِيْضِ وَمَنْ يَخْدُمُهُ بِالْاِحْسَانِ اِلَيْهِ وَاحْتِمَالَهُ وَالصَّبْرِ عَلَى مَا يَشِقُّ مِنْ اَمْرِهِ وَكَذَا الْوَصِيَّةَ بِمَنْ قَرُبَ سَبَبُ مَوْتِهِ بِحَدٍّ اَوْقِصَاصٍ نَحْوُهُمَا

অনুচ্ছেদ ঃ রোগীর ঘরের লোকদের ও তার খাদেমদের তার সাথে কোমল ও সদয় ব্যবহার করার জন্য অসিয়্যত করা মুস্তাহাব, অনুরূপভাবে কিসাস বা হদ্দের কারণে যার মৃত্যু নিকটবর্তী তার সাথে কোমল ও সদয় ব্যবহার করার অসিয়্যত।

٩١٢- عَنْ عِمْرَانَ ابْنِ الْحُصَيْنِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ إِمْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ وَهِيَ حُبْلَى مِنَ الزِّنَا فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَصَبْتَ حَدًّا

فَأَقْمَهُ عَلَى فَدَاعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلِيَّهَا ، فَقَالَ أَحْسِنْ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعَتْ فَأْتِنِيْ بِهَا فَفَعَلَ فَأَمَرَ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ فَشُدَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৯১৩. হযরত ইমরান ইব্‌ন হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। জুহাইনীয়া গোত্রের একটি মহিলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এলো। মেয়েটি যিনার কারণে গর্ভবতী হয়ে পড়েছিল। সে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি এমন কাজ করেছি যার ফলে আমার ওপর 'হদ্দ' (অপরাধের দণ্ড) জারী হতে পারে, কাজেই আমার ওপর 'হদ্দ' জারী করুন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার অভিভাবককে ডাকলেন। তাকে বললেন ঃ এ মহিলার প্রতি ইহ্‌সান কর এবং তার সন্তান জন্ম নেবার পর তাকে আমার কাছে আন। সে ব্যক্তি তেমনটি করলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ওপর হদ্দ জারী করার হুকুম দিলেন। তার গায়ের পোশক শক্ত করে বাধা হলো। তারপর 'রজম' (পাথর মেরে হত্যা) করা হলো। তার পর তিনি তার জানাযার নামায পড়ালেন। (মুসলিম)

بَابُ جَوَازِ قَوْلِ الْمَرِيْضِ أَنَا وَجِعٌ شَدِيْدُ الْوَجَعِ أَوْ مَوْعِدُكَ اَوْوا رَأْسَاهُ وَنَحْوَ ذٰلِكَ وَبَيَانِ اَنَّهُ لاَ كَرَاهَةَ فِيْ ذٰلِكَ اِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى التَّسَخُّطِ وَإِظْهَارِ الْجَزْعِ

অনুচ্ছেদ ঃ রোগীর একথা বলার অনুমতি আছে ঃ আমার ব্যথা করছে বা ভীষণ ব্যথা করছে অথবা আমার জ্বর বা হায় আমার মাথা গেলো! ইত্যাদি। বিরক্ত হয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে না বললে এ কথা বলা অপসন্দনীয় নয়।

٩١٤- عَنْ ابنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يُوْعَكُ فَمَسَسْتُهُ فَقُلْتُ إِنَّكَ لَتُوْعَكُ وَعْكًا شَدِيْدًا فَقَالَ أَجَلْ إِنِّى أُوْعَكُ كَمَا يُوْعَكُ رَجُلاَنِ مِنْكُمْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৯১৪. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে গেলাম। তখন তিনি জ্বরে আক্রান্ত ছিলেন। আমি তাঁর গায়ে হাত রেখে বললাম ঃ আপনার তো ভীষণ জ্বর। তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, ঠিক, আমার জ্বর এত বেশী হয় যেমন তোমাদের দু'জন লোকের। (বুখারী ও মুসলিম)

٩١٥- وَعَنْ سَعْدِ بنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعُوْدُنِيْ مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِيْ فَقُلْتُ : بَلَغَ بِيْ مَا تَرَى وَأَنَا ذُوْ مَالٍ وَلاَ يَرِثُنِيْ إِلاَّ ابْنَتِىْ ، وذَكَرَ الْحَدِيْثُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৯১৫. হযরত সাদ ইব্ন ওয়াককাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি কঠিন ব্যথায় ভূগছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে দেখতে এলেন। আমি বললামঃ আমার যা (কষ্ট) হচ্ছে আপনি দেখছেন। আমি সম্পদশালী। আমার মেয়েটি ছাড়া আর কোন ওয়ারিস নেই। এরপর অবশিষ্ট হাদীস বর্ণনা করেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٩١٦- وَعَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا : وَارَأْسَاهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ بَلْ أَنَا وَارَأْسَاهُ وَذَكَرَ الْحَدِيْثُ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৯১৬. হযরত কাসিম ইব্ন মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা) বললেনঃ 'হায় আমার মাথায় ব্যথা"। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ বরং বলো, আমি বলছি, হায়, আমার মাথার ব্যথা! এরপর পুরো হাদীসটি বর্ণনা করেন। (বুখারী)

بَابُ تَلْقِيْنِ الْمُحْتَضِرِ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ

অনুচ্ছেদ ঃ মরণোম্মুখ ব্যক্তিকে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' তালকীন করা।

٩١٧- عَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَ اٰخِرَ كَلاَمِهِ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالْحَاكِمُ -

৯১৭. হযরত মু'আয ইব্ন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তির শেষ কথা হয় 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু', সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (আবু দাউদ ও হাকিম)

٩١٨- وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَقِّنُوْا مَوْتَاكُمْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৯১৮। হযরত আবু সাঈদ খুদ্রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মরণোম্মুখী ব্যক্তিদেরকে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু 'র তালকীন কর। (মুসলিম)

بَابُ مَا يَقُوْلُهُ بَعْدَ تَغْمِيْضِ الْمَيِّتِ

অনুচ্ছেদ ঃ মৃতের চোখ বন্ধ করার পর যে দু'আ পড়তে হয়।

٩١٩- عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى أَبِيْ سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ فَأَغْمَضَهُ ثُمَّ قَالَ : إِنَّ الرُّوْحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ ، فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ . فَقَالَ لاَ تَدْعُوْا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلاَّ بِخَيْرٍ فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ يُؤْمِنُوْنَ عَلَى مَا تَقُوْلُوْنَ ، ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لأَبِيْ سَلَمَةَ وَارْفَعْ

دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّيْنَ ، وَاخْلُفْهُ فِيْ عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِيْنَ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَارَبَّ الْعَالَمِيْنَ وَافْسَحْ لَهُ فِيْ قَبْرِهِ ، وَنَوِّرْ لَهُ فِيْهِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৯১৯. হযরত উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু সালামার (তাঁর স্বামী) কাছে এলেন। তখন আবু সালামার চোখ নিথর হয়ে গিয়েছিল। তিনি তার চোখের পাতা বুজিয়ে দিলেন। তারপর বললেন ঃ "রূহ্ যখন কব্জ হয়ে যায়, তার সাথে দৃষ্টি শক্তিও চলে যায়।" আবু সালামার ঘরের লোকেরা চীৎকার করে কাঁদতে লাগলো। তিনি বললেন ঃ নিজেদের জন্য কল্যাণ ছাড়া আর কোন দু'আ করো না। কারণ তোমরা যা কিছু মুখ থেকে বের কর ফিরিশ্তারা তা শুনে 'আমীন' বলে। তারপর বললেন ঃ 'হে আল্লাহ্! আবু সালামাকে মাগফিরাত দান কর, যারা হিদায়াত লাভ করেছে তাদের মধ্যে তার দরজা বুলন্দ কর এবং যারা রয়ে গেছে তাদের মধ্য থেকে তার জন্য প্রতিনিধি বানাও। হে বিশ্বজাহানের মালিক! আমাদের ও তার গুনাহ মাফ করে দাও এবং তার কবরকে প্রশস্ত কর এবং তা নূরে ভরপুর দাও।" (মুসলিম)

بَابُ مَايُقَالُ عِنْدَ الْمَيِّتِ وَمَا يَقُوْلُهُ مَنْ مَاتَ لَهُ مَيِّتٌ

অনুচ্ছেদ ঃ মৃত ব্যক্তির কাছে কি বলা উচিত, যার বাড়ীতে কেউ মারা যায় তাকে কি বলা হবে।

٩٢٠- عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا حَضَرْتُمْ الْمَرِيْضَ أَوِ الْمَيِّتِ فَقُوْلُوْا خَيْرًا ؛ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُوْنَ عَلَى مَا تَقُوْلُوْنَ قَالَتْ مَاتَ أَبُوْ سَلَمَةَ ؛ أَتَيْتَ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، إِنَّ أَبَا سَلَمَةَ قَدْ مَاتَ قَالَ قُوْلِيْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَلَهُ وَأَعْقِبْنِيْ مِنْهُ عُقْبَى حَسَنَةً فَقُلْتُ فَأَعْقَبَنِي اللّٰهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ لِيْ مِنْهُ : مُحَمَّدًا ﷺ رَوَاهُ مُسْلِمٌ هٰكَذَا : إِذَا حَضَرْتُمْ الْمَرِيْضَ أَوِ الْمَيِّتَ عَلَى الشَّكِّ ، وَرَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَغَيْرُهُ الْمَيِّتَ بِلاَ شَكٍّ -

৯২০. হযরত উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা কোন রোগী বা মৃতের কাছে গেলে ভাল কথা বলবে। কারণ তোমরা যা কিছু বল ফিরিশতারা তা শুনে 'আমীন' বলে। উম্মে সালামা (রা) বলেন ঃ আবু সালামার ইন্তিকালের পর আমি রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খেদমতে হাযির হলাম এবং বললাম ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ! আবু সালামা (রা) ইন্তিকাল করেছেন। তিনি বললেন ঃ বল, হে আল্লাহ! আমাকে ও আবু সালামাকে মাফ করে দাও এবং এর বদলে আমাকে

ভাল প্রতি ফল দান কর। আমি তাই বললাম। ফলে আল্লাহ আমাকে তার চাইতে ভাল স্বামী দান করলেন। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দান করলেন।

ইমাম মুসলিম (র) হাদীসটি নিম্নোক্তভাবে রিওয়ায়েত করেছেন ঃ যখন তোমরা কোন রোগী বা মৃতের কাছে হাযির হও (সন্দেহ সহকারে)। আর আবু দাউদ ও অন্যেরা 'মৃত' শব্দটি সন্দেহ ব্যতিতই বর্ণনা করেছেন।

٩٢١- وَعَنْهَا قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَا مِنْ عَبْدٍ تُصِيْبُهُ مُصِيْبَةٌ فَيَقُوْلُ : إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ : اَللّٰهُمَّ اَوْ جِرْنِىْ فِىْ مُصِيْبَتِىْ وَاخْلُفْ لِىْ خَيْرًا مِنْهَا ، إِلاَّ أَجَرَهُ اللّٰهُ تَعَالَى فِىْ مُصِيْبَتِهِ وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا قَالَتْ : فَلَمَّا تُوُفِّىَ أَبُوْ سَلَمَةَ قُلْتُ أَمَرَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَأَخْلَفَ اللّٰهُ لِىْ خَيْرًا مِنْهُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৯২১. হযরত উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, "এমন কোন ব্যক্তি নেই যার ওপর কোন বিপদ আসে এবং সে বলে "ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' আল্লাহুম্মা আজিরনী ফী মুসিবাতী ওয়াখলুফলী খাইরান মিনহা" –আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমাদের তাঁরই দিকে ফিরে যেতে হবে। হে আল্লাহ! আমার বিপদে আমাকে সাওয়াব দান করুন এবং যা হারিয়ে গেছে তার বদলে তার চাইতে ভাল জিনিস দান করুন।" – কিন্তু মহান আল্লাহ তাকে তার বিপদের প্রতিদান দেন না এবং সে যা কিছু হারিয়েছে তার বদলে তার চাইতে ভাল জিনিস দেন না। উম্মে সালামা (রা) বলেন ঃ আবু সালামা যখন মারা গেলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে যেমনটি হুকুম করেছিলেন আমি তেমনটি বললাম। ফলে আল্লাহ আমাকে তার চাইতে ভাল জিনিস দান করলেন, অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বামী হিসেবে দান করলেন। (মুসলিম)

٩٢٢- وَعَنْ أَبِىْ مُوْسَى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى لِمَلاَئِكَتِهِ قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِىْ ، فَيَقُوْلُوْنَ : نَعَمْ ، فَيَقُوْلُ : قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ ، فَيَقُوْلُوْنَ : نَعَمْ فَيَقُوْلُ : فَمَاذَا قَالَ عَبْدِىْ فَيَقُوْلُوْنَ : حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ . فَيَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالَى : اَبْنُوْا لِعَبْدِىْ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ ؛ وَسَمُّوْهُ بَيْتَ الْحَمْدِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ -

৯২২. হযরত আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যখন কোন (মুসলমান) বান্দার ছেলের ইন্তিকাল হয়, মহান আল্লাহ ফিরিশ্তাদেরকে বলেন ঃ তোমরা কি আমার বান্দার ছেলেকে নিয়ে নিয়েছে ? ফিরিশ্তারা বলেনঃ হ্যাঁ, মহান

আল্লাহ বলেন ঃ তোমরা তার হৃদয় পুষ্পটি ছিনিয়ে নিয়েছ? তাঁরা বলেন, হ্যাঁ। মহান আল্লাহ বলেন ঃ আমার বান্দা কি বললো? ফিরিশ্‌তারা বলেন ঃ (আপনার বান্দা) আপনার প্রশংসা করল ও 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' পড়ল। মহান আল্লাহ বলেন ঃ আমার বান্দার জন্য 'বাইতুল হাম্‌দ' নামে জান্নাতে একটি মহল তৈরী করে দাও। (তিরমিযী)

٩٢٣- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالَى : مَا لِعَبْدِىْ الْمُؤْمِنِ عِنْدِىْ جَزَاءٌ إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ، ثُمَّ احْتَسَبَهُ إِلاَّ الْجَنَّةَ - رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ -

৯২৩। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মহান আল্লাহ বলেন, আমার মু'মিন বান্দার জন্য আমার কাছে জান্নাত ছাড়া আর কোন প্রতিদান নেই, যখন আমি দুনিয়াবাসীদের মধ্য থেকে তার প্রিয় বস্তু কেড়ে নিই এবং সে তার ওপর সবর করে। (বুখারী)

٩٢٤- وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَرْسَلَتْ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِىِّ ﷺ إِلَيْهِ تَدْعُوْهُ وَتُخْبِرُهُ أَنَّ صَبِيًّا لَهَا أَوْ أَبْنًا فِى الْمَوْتِ فَقَالَ لِلرَّسُوْلِ : ارْجِعْ إِلَيْهَا ، فَأَخْبِرْهَا أَنَّ اللّٰهَ تَعَالَى مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَىْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى فَمُرْهَا فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ وَذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيْثِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৯২৪. হযরত উসামা ইব্‌ন যায়িদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কন্যা তাঁর কাছে সংবাদদাতা পাঠালেন তাঁকে ডাকার ও এ খবর দেয়ার জন্য যে, তাঁর বাচ্চা বা ছেলে মরণোন্মুখ। তিনি সংবাদদাতাকে বললেন ঃ ফিরে গিয়ে তাকে জানাও, মহান আল্লাহর জন্য সে জিনিসটি, যা তিনি নিয়ে নিয়েছেন এবং তাও তাই জন্য যা তিনি দিয়েছেন আর তাঁর কাছে প্রত্যেকটি জিনিসের একটি সময় নির্ধারিত রয়েছে। কাজেই তাকে সবর করারও আল্লাহর কাছ থেকে সাওয়াব লাভের আশা করার নির্দেশ দাও। তারপর সমগ্র হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ جَوَازِ الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ بِغَيْرِ نَدْبٍ وَلاَنِيَاحَةٍ

অনুচ্ছেদ ঃ চীৎকার ও শোক গাঁথা গাওয়া ব্যতিত মৃতের জন্য কান্নাকাটি করা জায়িয।

٩٢٥- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَادَ سَعْدَ ابْنَ عُبَادَةَ وَمَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَسَعْدُ بْنُ أَبِىْ وَقَّاصٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ ابْنَ

مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ فَبَكَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا رَأَى الْقَوْمُ بُكَاءَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بَكَوْا ؛ فَقَالَ : أَلاَ تَسْمَعُوْنَ؟ إِنَّ اللّٰهَ لاَ يُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ ، وَلاَ بِحُزْنِ الْقَلْبِ وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهٰذَا أَوْ يَرْحَمُ ، وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৯২৫. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সা'দ ইব্‌ন উবাদার অসুস্থাবস্থায় তাঁকে দেখতে গেলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ, সা'দ ইব্‌ন আবু ওয়াক্‌কাস ও আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) প্রমুখ সাহাবীগণ। (সা'দ ইব্‌ন উবাদার নাজুক অবস্থা দেখে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাঁদতে লাগলেন। লোকেরা যখন দেখলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাঁদছেন, তখন তাঁরাও কাঁদতে লাগল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তোমরা কি শুনছো না? চোখের অশ্রুপাত ও হৃদয়ের শোক প্রকাশের কারণে আল্লাহ আযাব দেন না বরং তিনি এই এটার জন্য আযাব দেন বা রহম করেন। এই বলে তিনি নিজের জিভের দিকে ইংগিত করলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٩٢٦- وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رُفِعَ إِلَيْهِ ابْنَتِهِ وَهُوَ فِى الْمَوْتِ فَفَاضَتْ عَيْنَا رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ : مَا هٰذَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ : هٰذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللّٰهُ تَعَالَى فِى قُلُوْبِ عِبَادِهِ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللّٰهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৯২৬. হযরত উসামা ইব্‌ন যায়িদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে তাঁর মেয়ের শিশু পুত্রকে আনা হল। সে সময় তার মৃত্যু-কষ্ট হচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে লাগলো। সা'দ (রা) তাঁকে বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! একি? তিনি জবাব দিলেন ঃ এটা হচ্ছে রহমত, যা আল্লাহ তাঁর বান্দাদের অন্তরে সৃষ্টি করে দিয়েছেন। আর অবশ্যই আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যারা রহম করে তাদের ওপর তিনি রহম করেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٩٢٧- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ عَلَى ابْنِهِ إِبْرَاهِيْمَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَهُوَ يَجُوْدُ بِنَفْسِهِ فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ تَذْرِفَانِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ وَأَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ فَقَالَ : يَا ابْنَ عَوْفٍ إِنَّهَا رَحْمَةٌ ثُمَّ أَتْبَعَهَا بِأُخْرَى ، فَقَالَ : إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ وَالْقَلْبَ

يَحْزَنُ ، وَلاَ نَقُوْلُ إِلاَّ مَايُرْضِيْ رَبَّنَا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيْمَ لَمَحْزُوْنُوْنَ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৯২৭. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পুত্র ইব্‌রাহীম (রা) কাছে গেলেন। তিনি তখন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিলেন। এ দৃশ্য দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দু'চোখে অশ্রু ঝরতে লাগল। অবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা) তাঁকে বললেন ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনিও (কাঁদছেন)? জবাব দিলেন ঃ হে আউফের পুত্র, এটা হচ্ছে রহমত। এরপর তাঁর চোখ থেকে আবার অশ্রু ঝরতে লাগলো। তারপর তিনি বললেন, চোখ অশ্রু ঝরায়, হৃদয় শোকার্ত হয়,তবে আমরা আমাদের মুখ থেকে এমন কথা বলি যাতে আমাদের রব সন্তুষ্ট হন। আর হে ইব্‌রাহীম! তোমার বিচ্ছেদে আমরা শোকাহত! (বুখারী)

بَابُ الْكَفِّ عَنْ مَايُرَى مِنَ الْمَيِّتِ مِنْ مَكْرُوْهٍ

অনুচ্ছেদ ঃ মৃতের কোন অপসন্দনীয় জিনিস দেখার পর তা গোপন করা।

৯২৮- وَعَنْ أَبِيْ رَافِعٍ أَسْلَمَ مَوْلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَكَتَمَ عَلَيْهِ غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ أَرْبَعِيْنَ مَرَّةً - رَوَاهُ الْحَاكِمُ -

৯২৮. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আযাদকৃত গোলাম আবু রাফি আসলাম (রা) বর্ণনা করেছেন । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি কোন মৃতকে গোসল করালো তারপর তার দোষ গোপন করলো, আল্লাহ তাকে চল্লিশবার মাগফিরাত দান করবেন।" (হাকেম)

بَابُ الصَّلاَةِ عَلَى الْمَيِّتِ وَتَشْيِيْعِهِ وَحُضُوْرِ دَفْنِهِ وَكَرَاهَةِ إِتِّبَاعِ النِّسَاءِ وَالْجَنَائِزِ

অনুচ্ছেদ ঃ জানাযার নামায পড়া, জানাযার সাথে যাওয়া ও লাশ দাফনের সময় হাযির থাকা। জানাযার সাথে মেয়েদের যাওয়া মাকরূহ।

৯২৯- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيْرَاطٌ وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيْرَاطَانِ قِيْلَ : وَمَا الْقِيْرَاطَانِ ؟ قَالَ : مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيْمَيْنِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৯২৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি কোন জানাযায় হাযির রলো এমনকি তার ওপর নামাযও পড়া হল, সে এক কীরাত সাওয়াব লাভ করল আর যে ব্যক্তি জানাযায় হাযিল রলো, এমনকি তাকে দাফন করে দেয়া হল সে দুই কীরাত সাওয়াব পেল।" জিজ্ঞেস করা হল ঃ দুই কীরাত কি? জবাব দিলেন ঃ দু'টি বড় বড় পাহাড়ের সমান। (বুখারী ও তিরমিযী)

٩٣٠- وَعَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْأَجْرِ بِقِيْرَاطَيْنِ كُلُّ قِيْرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيْرَاطٍ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৯৩০. হযরত আবু হুরায়রা (রা) আরো বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সাওয়াবের উদ্দেশ্যে কোন মুসলনানের জানাযার পেছনে চলবে এবং তার সাথে থাকবে, এমনকি তার ওপর নামায পড়া হবে এবং তার দাফন কাজ শেষ করবে, সে দুই কীরাত সাওয়াব নিয়ে ফিরবে। প্রত্যেকটি কীরাত হবে একটি পাহাড়ের সমান। আর যে ব্যক্তি মৃত্যের জানাযা পড়ে তাকে দাফন করার আগে ফিরে আসবে, সে এক কীরাত নিয়ে ফিরবে । (বুখারী)

٩٣١- وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : نُهِيْنَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৯৩১. হযরত উম্মে আতীয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ আমাদের জানাযার পেছনে চলতে নিষেধ করা হয়েছে এবং এ ব্যাপারে আমাদের ওপর কড়াকড়ি করা হয়নি। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ إِسْتِحْبَابِ تَكَثُّرِ الْمُصَلِّيْنَ عَلَى الْجَنَازَةِ وَجَعَلَ صُفُوْفَهُمْ ثَلَاثَةً فَأَكْثَرِ

অনুচ্ছেদ ঃ জানাযার নামাযে মুসল্লী বেশী হওয়া এবং মুসল্লীদের তিন বা তিনের বেশী কাতার করা মুস্তাহাব।

٩٣٢- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ مَيِّتٍ يُصَلِّى عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ يَبْلُغُوْنَ مِائَةً كُلُّهُمْ يَشْفَعُوْنَ لَهُ إِلَّا شُفِّعُوْا فِيْهِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৯৩২. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ এমন কোন মৃত ব্যক্তি নেই যার জানাযায় মুসলমানদের একটি দল শরীক হয়, যাদের সংখ্যা একশ' পৌঁছে যায়, তারা সবাই তার জন্য শাফায়াত করে আর এ ব্যাপারে তাদের শাফায়াত কবুল করা হয় না। অর্থাৎ শাফায়াত কবুল হয়। (মুসলিম)

٩٣٣- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوْتُ فَيَقُوْمُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُوْنَ رَجُلاً لاَيُشْرِكُوْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا إِلاَّ شَفَّعَهُمُ اللّٰهُ فِيْهِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৯৩৩. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতে শুনেছি ঃ এমন চল্লিশ জন লোক যদি কোন ব্যক্তির জানাযার নামায পড়ে, যারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করে না সেই মৃতের পক্ষে আল্লাহ তাদের শাফা'য়াত কবুল করে নেন। (মুসলিম)

٩٣٤- وَعَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْيَزَنِيِّ قَالَ : كَانَ مَالِكُ بْنُ هُبَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ إِذَا صَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ فَتَقَالَّ النَّاسَ عَلَيْهَا جَزَّأَهُمْ عَلَيْهَا ثَلاَثَةَ أَجْزَاءٍ ثُمَّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ثَلاَثَةُ صُفُوْفٍ ، فَقَدْ أَوْجَبَ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ -

৯৩৪. হযরত মারসাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইয়াযানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ মালিক ইব্‌ন হুবায়রা (রা) যখন কারো জানাযার নামায পড়তেন এবং জানাযায় উপস্থিত লোকের সংখ্যা কম মনে করতেন তখন লোকদেরকে তিন সারিতে দাঁড় করাতেন। তারপর বলতেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তিন সারি লোক যে ব্যক্তি জানাযার নামায পড়ে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

بَابُ مَا يُقْرَأُفِيْ صَلاَةِ الْجَنَازَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ জানাযার নামাযে কি পড়া হবে?

٩٣٥- عَنْ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى جَنَازَةٍ فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ وَهُوَ يَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلاً خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنْ أَكُوْنَ أَنَا ذَلِكَ الْمَيِّتَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৯৩৫. হযরত আবু আবদুর রহমান আউফ ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি জানাযার নামায পড়েন। আমি তাঁর দু'আটি মুখস্ত করে রেখেছি। তিনি দু'আ করলেন ঃ "আল্লাহুম্মাগফির লাহু ওয়া আফিহি ওয়া'ফু আনহু, ওয়া আকরিম নুযুলাহু ওয়া ওয়াস্সি মুদখালাহু, ওয়াগসিলহু বিল মা-য়ে ওয়াস সালজে ওয়াল বারদে ওয়া নাক্রিহি মিনাল খাতাইয়া কামা নাক্কাইতাস সাওবাল আবইয়াযা মিনাদ দানাসে,ওয়া আবদিলহু দারান খাইরান মিন দারিহি, ওয়া আহ্লা খাইরান মিন আহলিহি, ওয়া যাওজান খাইরান মিন যাওজিহি ওয়া আদ্খিলহুল জান্নাতা, ওয়া আ'ইযহু মিন' আযাবিল কাবরি ওয়া মিন আযাবিন্নার –হে আল্লাহ! তাকে মাফ করে এবং তার ওপর রহম কর, তাকে নিরাপত্তা দান কর ও তাকে ক্ষমা করে দাও, জান্নাতে তাকে মর্যাদাপূর্ণ স্থান দান কর, তার কবরকে সম্প্রসারিত কর, তার গুনাহকে ধুয়ে দাও পানি, বরফ ও তুষারের শুভ্রতা দিয়ে, তাকে গুনাহ থেকে এমন ভাবে পরিস্কার করে দাও যেমন তুমি পরিস্কার করে দাও সাদা কাপড়কে গোনাহ থেকে, তার ঘরের চাইতে ভাল ঘর তাকে দান কর, আর পরিজনদের চাইতে ভালো পরিজন তাকে দান কর,তার স্ত্রী চাইতে ভাল স্ত্রী তাকে দান কর, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও এবং তাকে কবরের আযাব ও জাহান্নামের আযাব থেকে সংরক্ষিত রাখ। (মুসলিম)

٩٣٦- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ وَأَبِىْ قَتَادَةَ وَأَبِىْ إِبْرَاهِيْمَ الْأَشْهَلِّى عَنْ أَبِيْهِ وَأَبُوْهُ صَحَابِىٌّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَقَالَ: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا ذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا اَللّٰهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا، فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيْمَانِ، اَللّٰهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ- رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ-

৯৩৬. হযরত আবু হুরায়রা, আবু কাতাদা ও আবু ইব্রাহীম আশহালী তাঁর পিতা (যিনি সাহাবী ছিলেন) (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তাঁরা সকলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি একটি জানাযার নামায পড়লেন এবং তাতে নিম্নোক্ত দু'আ করেছেন ঃ "আল্লাহুম্মাগফির লিহাইয়্যিনা ওয়া মাইয়েতিনা ওয়া সাগীরিনা ওয়া কাবীরিনা ওয়া যাকারিনা ওয়াউনসানা ওয়া শাহিদিনা ওয়া গায়েবিনা, আল্লাহুম্মা মান আহ্ইয়াইতাহু মিন্না ফা আহ্ইহী আলাল ইসলাম, ওয়া মান তাওয়াফফাইতাহু মিন্না ফাতাওফাহু আলাল ঈমান, আল্লাহুম্মা লা-তাহরিমনা আজরাহু ওয়া লা তাফতিন্না বা'দাহু" –হে আল্লাহ! আমাদের মধ্য থেকে যারা বেঁচে আছে, যারা মরে গেছে, যারা ছোট, যারা বড়, যারা পুরুষ, যারা নারী, যারা উপস্থিত ও যারা অনুপস্থিত তাদের সবার গুনাহ মাফ করে দাও। হে আল্লাহ! আমাদের মধ্য থেকে যাদের তুমি বাঁচিয়ে রাখ তাদের ইসলামের ওপর বাঁচিয়ে রাখ। আর আমাদের মধ্য থেকে তুমি যাদের মৃত্যু দান কর তাদের ঈমানের সাথে মৃত্যু দান কর। হে আল্লাহ! আমাদের এর প্রতিদান থেকে বঞ্চিত করো না এবং এর মৃত্যুর পর আমাদের ফিত্নার মধ্যে নিক্ষেপ করো না।" (তিরমিযী)

٩٣٧- وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوْا لَهُ الدُّعَاءَ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ -

৯৩৭. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলথে শুনেছি ঃ তোমরা কোন মৃতের জানাযার নামায পড়লে তার জন্যে খালিস দিলে দু'আ কর। (আবু দাউদ)

٩٣٨- وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِى الصَّلَاةِ الْجَنَازَةِ : اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبُّهَا ، وَأَنْتَ خَلَقْتَهَا وَأَنْتَ هَدَيْتَهَا لِلْإِسْلَامِ وَأَنْتَ قَبَضْتَ رُوْحَهَا وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِسِرِّهَا وَعَلَانِيَّتِهَاجِئْنَاكَ شُفَعَاءَ لَهُ ، فَاغْفِرْلَهُ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ -

৯৩৮। হযরত আবু হুরায়রা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে জানাযার নামাযের ব্যপারে বর্ণনা করেছেন। তিনি জানাযার নামাযের মধ্যে নিম্নোক্ত দু'আ পড়তেন ঃ "আল্লাহুম্মা আনতা রাববুহা, ওয়া আনতা খালকতাহা, ওয়া আনতা হাদাইতাহা লিল ইসলাম, ওয়া আন্তা কাবাযতা রূহাহা, ওয়া আনতা আ'লামু বিসির্রিহা ওয়া আলানিনিয়াতিহা, জি'নাকা শুফা'আআ লাহু ফাগ্ফির লাহু" –হে আল্লাহ! তুমিই তার প্রভু-প্রতিপালক, তুমিই তাকে সৃষ্টি করেছ, তুমিই তাকে ইসলামের দিকে হিদায়াত করেছ, তুমিই তার রূহ কব্য করেছ এবং তার গোপন প্রকাশ্য (বিষয়াবলী) তুমিই ভাল জান। আমরা জার শাফা'আতের জন্য তোমার কাছে এসেছ কাজেই তাকে মাগফিরাত দান কর। (আবু দাউদ)

٩٣٩- وَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ إِنَّ فُلَانَ ابْنَ فُلَانٍ فِى ذِمَّتِكَ وَحَبْلَ جِوَارِكَ فَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ ، وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَمْدِ ؛ اَللّٰهُمَّ فَاغْفِرْلَهُ وَارْحَمْهُ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ -

৯৩৯। হযরত ওয়াসিলা ইবনুল আশ্কা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সাথে একজন মুসলমানের জানাযার নামায পড়লেন। আমি তাঁকে এই দু'আ পড়তে শুনলাম। "আল্লাহুম্মা ইন্না ফুলানা ইব্‌ন ফুলানিন ফী যিম্মাতিকা ওয়া হাবলে জাওয়ারিক ফাকিহি ফিতনাতাল কাবরি ওয়া আযাবান নার, ওয়া আনতা আহলুল ওয়াফায়ে ওয়াল হামদ্। আল্লাহুম্মাগ্ ফির্ লাহু ওয়ার হামহু, ইন্নাকা আনতাল গারুরুর রাহীম" –হে আল্লাহ! অমুকের পুত্র অমুক তোমার জিম্মা ও নিরাপত্তার বাঁধনে আবদ্ধ, তাকে কবরের ফিত্না ও জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাও। তুমি বিশ্বাস ও প্রশংসার পাত্র। হে আল্লাহ! একে মাফ করে দাও এবং এর ওপর রহম কর। নিঃসন্দেহে তুমি ক্ষমাশীল ও করুণাময়। (আবু দাউদ)

٩٤٠- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جِنَازَةِ ابْنَةٍ لَهُ أَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتٍ فَقَامَ بَعْدَ الرَّابِعَةِ كَقَدْرِ مَا بَيْنَ التَّكْبِيْرَتَيْنِ يَسْتَغْفِرُ لَهَا وَيَدْعُوْا ثُمَّ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصْنَعُ هٰكَذَا -

وَفِي رِوَايَةٍ كَبَّرَ أَرْبَعًا فَمَكَثَ سَاعَةً حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُكَبِّرُ خَمْسًا، ثُمَّ سَلَّمَ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْنَا لَهُ: مَا هٰذَا؟ فَقَالَ: إِنِّي لاَ أَزِيْدُكُمْ عَلَى مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَصْنَعُ، أَوْ هٰكَذَا صَنَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ - رَوَاهُ الْحَاكِمُ -

৯৪০. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবু আউফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নিজের মেয়ের জানাযার নামাযে চারটি তাকবীর বললেন। তারপর দু'টি তাক্‌বীরের মাঝখানে যতটুকু সময় যায় চতুর্থ তাক্‌বীরের পর ততটুকু সময় দাঁড়িয়ে তিনি নিজের মেয়ের মাগফিরাতের জন্য দু'আ করলেন। তারপর বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমনটিই করতেন।

অন্য এক বর্ণনাতে বলা হয়েছে ঃ তিনি চারচার তাক্‌বীর দেন এবং তারপর এত সময় দাঁড়িয়ে থাকেন যাতে আমি মনে করিছলাম তিনি বুঝি আবার পঞ্চম তাক্‌বীর দেবেন। তারপর তিনি ডাইনে ও বামে সালাম ফেরান। নামায পড়ে যখন তিনি ফিরে এলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি করলেন? জবাবে তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যেমনটি করতে দেখেছি তার ওপর একটুও বৃদ্ধি করিনি। অথবা (তিনি বললেন) আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে এভাবেই করতে দেখেছি। (হাকিম)

بَابُ الْإِسْرَاعِ بِالْجَنَازَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ জানাযা দ্রুত নিয়ে যাওয়া।

٩٤١- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: أَسْرِعُوْا بِالْجَنَازَةِ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُوْنَهَا إِلَيْهِ وَإِنْ تَكُ سِوَى ذٰلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُوْنَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৯৪১. হযরত আবু হুরায়রা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ জানাযা দ্রুত নিয়ে যাও। যদি তা সৎব্যক্তির জানাযা হয় তাহলে তা কল্যাণময়, তার দিকে তা পৌছিয়ে দাও। আর যদি তা এছাড়া অন্য ব্যক্তির জানাযা হয় তাহলে তা অকল্যাণ, তাকে তোমরা নিজেদের কাঁধ থেকে (যত দ্রুত পার) নামিয়ে দাও। (বুখারী ও মুসলিম)

٩٤٢- وَعَنْ أَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَقُوْلُ إِذَا وُضِعَتِ الْجِنَازَةُ فَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِّمُوْنِى وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ لأَهْلِهَا يَاوَيْلَهَا أَيْنَ تَذْهَبُوْنَ بِهَا؟ يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَىْءٍ إِلاَّ الإِنْسَانَ وَلَوْ سَمِعَ الْإِنْسَانَ لَصَعِقَ - رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ -

৯৪২. হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ যখন জানাযা প্রস্তুত করে রাখা হয় তারপর লোকেরা তাকে কাঁধের ওপর তুলে নেয়, যদি তা নেক লোকের জানাযা হয়, তাহলে বলতে থাকে ঃ আমাকে তাড়াতাড়ি আমার গন্তব্যের দিকে নিয়ে চল। আর যদি তা অসৎ ও বদ্‌কার লোকের জানাযা হয়, তাহলে তার পরিজনদের বলতে থাকে ঃ হায় সর্বনাশ! কোথায় নিয়ে যাচ্ছ। মানুষ ছাড়া সবাই তার আওয়াজ শুনতে পায়। আর যদি মানুষ সে আওয়াজ শুনত, তাহলে বেহুশ হয়ে যেত। (বুখারী)

بَابُ تَعْجِيْلِ قَضَاءِ الدَّيْنِ عَنِ الْمَيِّتِ وَالْمُبَادَرَةِ إِلَى تَجْهِيْزِهِ إِلاَّ أَنْ تَمُوْتَ فَجَاةً فَيُتْرَكُ حَتَّى يَتَيَقَّنَ مَوْتَه

অনুচ্ছেদঃ মৃতের ঋণ অনতিবিলম্বে আদায় করা ও তার দাফন-কাফন দ্রুত সম্পন্ন করা। তবে আকস্মিক মৃত্যুতে মৃত্যুর ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা।

٩٤٣- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ -

৯৪৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ "ঋণের কারণে মু'মিনের আত্মা ঝুলে থাকে (জান্নাতের প্রবেশ পথে) তার ঋণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত।" (তিরমিযী)

٩٤٤- وَعَنْ حُصَيْنِ بْنِ وَحْوَحٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ الْبَرَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ مَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِىُّ ﷺ يَعُوْدُهُ فَقَالَ : إِنِّى لاَ أُرَى طَلْحَةَ إِلاَّ قَدْ حَدَثَ فِيْهِ الْمَوْتَ فَاذِنُوْنِى بِهِ وَعَجِّلُوْا بِهِ فَإِنَّهُ لاَ يَنْبَغِى لِجِيْفَةِ مُسْلِمٍ أَنْ تُجْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَانِى أَهْلِهِ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ -

৯৪৪. হযরত হুসাইন ইব্‌ন ওয়াহ্‌য়াহ (রা) বর্ণনা করেছেন, তালহা ইবলুন বারা (রা) পীড়িত হয়ে পড়লে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে দেখতে গেলেন। তিনি বললেনঃ

তালহার মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হয়ে এসেছে, এছাড়া তার সম্পর্কে আমি কিছুই চিন্তা করি না। আমাকে তার মৃত্যুর খবর জানাবে। আর তাঁর দাফন-কাফনের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করবে। কারণ মুসলমানের লাশ তার পরিববারবর্গের কাছে আটকে রাখা উচিত নয়। (আবু দাউদ)

بَابُ الْمَوْعِظَةِ عِنْدَ الْقَبْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ কবরের কাছে দাঁড়িয়ে ওয়াজ নসিহত করা।

٩٤٥- عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا فِيْ جَنَازَةٍ فِيْ بَقِيْعِ الْغَرْقَدِ فَأَتَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَعَدَ وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ فَنَكَسَ وَجَعَلَ يَنْكُتُ بِمِخْصَرَتِهِ ثُمَّ قَالَ : مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَفَلاَ نَتَّكِلُ عَلَى كِتَابِنَا ؟ فَقَالَ : إِعْمَلُوْا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ وَذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيْثِ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

৯৪৫. হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমরা একটি জানাযার ব্যাপারে বাকীউল গারকাদের মধ্যে ছিলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের কাছে এলেন। তিনি বসে পড়লেন। আমরাও তাঁর চারপাশে বসে পড়লাম। তাঁর হাতে ছিল একটি মাথা বাঁকা ছড়ি। তিনি মাথা ঝুঁকালেন এবং ছড়ির অগ্রভাগ দিয়ে মাটি খুঁড়তে লাগলেন। তারপর বললেন ঃ "তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার স্থান জাহান্নামে বা জান্নাতে লিখে দেয়া হয়নি।" লোকেরা বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তাহলে আমরা আমাদের লিখিত বিষয়ের উপর নির্ভরশীল হয়ে নিশ্চিত হই না কেন? তিনি জবাব দিলেন ঃ "কাজ করে যাও। কারণ প্রত্যেকের জন্য সেটি সহজ করে দেয়া হয়েছে যার জন্য তাকে পয়দা করা হয়েছে।" তারপর হাদীসটি পুরো বর্ণনা করলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ الدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ بَعْدَ دَفْنِهِ وَالْقُعُوْدِ عِنْدَ قَبْرِهِ سَاعَةً لِلدُّعَاءِ لَهُ وَالْإِسْتِغْفَارُ وَالْقِرَاءَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ মুর্দাকে দাফন করার পর তার জন্য দু'আ করা এবং দু'আ ইস্তিগফার ও কুরআন পাঠের জন্য তার কবরের পাশে কিছুক্ষণ বসা।

٩٤٦- عَنْ أَبِيْ عَمْرٍو وَقِيْلَ أَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ وَقِيْلَ : أَبُوْ لَيْلَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ ، وَ قَالَ : اسْتَغْفِرُوْا لِأَخِيْكُمْ وَسَلُوْا لَهُ التَّثْبِيْتَ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ ـ رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ ـ

৯৪৬. হযরত আবু আম্‌র (তাঁর ডাক নাম) আবু আবদুল্লাহ বা আবু লাইলা উসমান ইব্‌ন আফফান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ মুর্দাকে দাফন করার কাজ শেষ হয়ে গেলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কবরের কাছে দাঁড়িয়ে বলতেন ঃ "তোমাদের ভাইয়ের জন্য ইস্‌তিগফার কর এবং জবাবদিহির সময় যেন যে দৃঢ়পদ থাকে সেজন্য দু'আ কর। কারণ এই মুহূর্তেই তাকে প্রশ্ন করা হবে।" (আবু দাউদ)

٩٤٧- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : إِذَا دَفَنْتُمُوْنِى ، فَأَقِيْمُوْا حَوْلَ قَبْرِىْ قَدْرَ مَا تُنْحَرَ جَزُوْرٌ وَيُقَسَّمُ لَحْمُهَا حَتّٰى أَسْتَأْنِسَ بِكُمْ وَأَعْلَمَ مَاذَا أُرَاجِعُ بِهِ رُسُلَ رَبِّىْ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৯৪৭. হযরত আম্‌র ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি (নিজের মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হলে) বললেন আমাকে দাফন করে দেবার পর তোমরা আমার কবরের পাশে একটি উট যবেহ্ করে তার গোশ্‌ত বিলি করতে যতটুকু সময় লাগে ততটুকু সময় পর্যন্ত দাঁড়াও। এভাবে আমি তোমাদের অন্তরঙ্গতা লাভ করতে পারবো এবং আমার প্রতিপালকের দূতকে কি জবাব দিতে হবে তার আমি জেনে নিতে পারবো। (মুসলিম)

بَابُ الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَيِّتِ وَالدُّعَاءِ لَهُ

অনুচ্ছেদ ঃ মৃতের পক্ষ থেকে সাদাকা দেয়া ও তার জন্য দু'আ করা।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَالَّذِيْنَ جَاءُوْا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيْمَانِ [الحشر : ١٠]

"আর যারা তাদের পরে এসেছে, তারা বলে ঃ হে আমাদের রব। আমাদের ক্ষমা করে দাও আর আমাদের ভাইদেরকেও যারা আমাদের আগে ঈমান এনেছে।" (সূরা হাশ্‌র ঃ ১০)

٩٤٨- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِىِّ ﷺ إِنَّ أُمِّىْ اُفْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَأَرَاهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ : نَعَمْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৯৪৮. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলল, "আমার আম্মা হঠাৎ ইন্তিকাল করেছেন। আর আমার মনে হচ্ছে, তিনি কথা বলতে পারলে দান করতেন। এ অবস্থায় আমি যদি তাঁর পক্ষ থেকে দান করি তাহলে কি তিনি সাওয়াব পাবেন।"? তিনি জবাব দিলেন ঃ 'হ্যাঁ'। (বুখারী ও মুসলিম)

٩٤٩- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ان رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْلَهُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৯৪৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মানুষ মরে গেলে তার আমল বন্ধ হয়ে যায়। তবে তিনটি আমল তখনো জারী থাকে। সে তিনটি হচ্ছে ঃ সাদাকায়ে জারীয়া, অথবা এমন ইল্‌ম যা থেকে লাভবান হওয়া যায়, অথবা এমন সুসন্তান যে তার জন্য দু'আ করে। (মুসলিম)

بَابُ ثَنَاءِ النَّاسُ عَلَى الْمَيِّتِ

অনুচ্ছেদ ঃ জনগণ কর্তৃক মৃতের প্রশংসা।

٩٥٠- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : مَرُّوْا بِجَنَازَةٍ ، فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَجَبَتْ ثُمَّ مَرُّوا بِأُخْرَى فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَجَبَتْ فَقَالَ عُمَرُبْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : مَا وَجَبَتْ؟ قَالَ : هَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا فَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَهَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللّٰهِ فِي الْأَرْضِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৯৫০. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ সাহাবায়ে কেরামের একটি দল একটি জানাযার কাছ দিয়ে গেলেন। তাঁরা মৃত ব্যক্তি প্রশংসা করলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ "ওয়াজিব হয়ে গেছে।" তারপর এ দলটি আর একটি জানাযার পাশ দিয়ে গেলেন। তাঁরা মৃত ব্যক্তির দুর্নাম করলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ "ওয়াজিব হয়ে গেছে।" হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'কি ওয়াজিব হয়ে গেছে? জবাব দিলেন ঃ এই যে মৃতের তোমরা প্রশংসা করলে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে। আর যে মৃতের তোমরা দুর্নাম করলে তার জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে গেছে। তোমরা হচ্ছ পৃথিবীতে আল্লাহর সাক্ষী। (বুখারী ও মুসলিম)

٩٥١- وَعَنْ أَبِيْ الْأَسْوَدِ قَالَ : قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فَجَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَمَرَّتْ بِهِمْ جَنَازَةٌ فَأُثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرًا فَقَالَ عُمَرَ : وَجَبَتْ ثُمَّ مُرَّ بِأُخْرَى فَأُثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرًا ، فَقَالَ عُمَرَ :وَجَبَتْ ثُمَّ مُرَّ بِالثَّالِثَةِ فَأُثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا سَرًّا فَقَالَ عُمَرَ : وَجَبَتْ : قَالَ أَبُوْ

الأَسْوَد فَقُلْتُ :وَمَا وَجَبَتْ يَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِيْنَ ؟ قَالَ : قُلْتُ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ أَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ فَقُلْنَا وَثَلاَثَةٌ؟ قَالَ : وَثَلاَثَةٌ فَقُلْنَا : وَاثْنَانِ؟ قَالَ : وَاثْنَانِ ثُمَّ لَمْ نَسْأَلْهُ عَنِ الْوَاحِدِ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৯৫১. হযরত আবুল আসওয়াদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি মদীনায় এলাম। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) কাছে বসলাম। সেখান থেকে একটি জানাযা নিয়ে যাওয়া হলো। মৃত ব্যক্তিটির প্রশংসা করা হলো। হযরত উমার (রা) বললেন ঃ 'ওয়াজিব হয়ে গেছে।" এরপর আর একটি জানাযা নিয়ে যাওয়া হলো। সেই মৃত ব্যক্তিটির প্রশংসা করা হলো। হযরত উমার (রা) বললেনঃ ওয়াজিব হয়ে গেছে।" তারপর তৃতীয় একটি জানাযা নিয়ে যাওয়া হলো। সেই (তৃতীয়) মৃত ব্যক্তিটির দূর্ণাম করা হলো। হযরত উমার (রা) বললেন ঃ "ওয়াজিব হয়ে গেছে।" আবুল আসওয়াদ (র) বলেন, আমি বললাম, "হে আমীরুল মু'মিনীন! কি ওয়াজিব হয়ে গেছে?" তিনি জবাব দিলেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেমনটি বলেছিলেন আমি তোমাদের তেমনিটই বলছি ঃ 'যে কোন মুসলমানের সদগুণাবলীর সাক্ষ্য দিবে চারজন লোক আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।" আমরা বললাম ঃ 'যদি তিনজন সাক্ষ্য দেয়" জবাব দিলেন ঃ তিনজন সাক্ষ্য দিলেও। আমরা বললাম ঃ 'যদি দু'জন সাক্ষ্য দেয়? 'জবাব দিলেন ঃ 'দু'জন সাক্ষ্য দিলেও।' এরপর আমরা আর একজনের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করিনি। (বুখারী)

بَابُ فَضْلِ مَنْ مَاتَ لَهُ أَوْلاَدٌ صِغَارٌ

অনুচ্ছেদ ঃ যার শিশু সন্তান মারা যায় তার উচ্চতর মর্যাদার কথা।

٩٥٢- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوْتُ لَهُ ثَلاَثَةٌ لَمْ يَبْلُغُوْا الْحِنْثَ إِلاَّ أَدْخَلَهُ اللّٰهُ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৯৫২. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কোন মুসলমান এমন নেই যার তিনটি সন্তান বালিগ হবার আগেই মারা যায় আর আল্লাহ তাঁর রহমতের মাহাত্মগুণে ঐ সন্তানদের কারণে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না। (বুখারী ও মুসলিম)

٩٥٣- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَمُوْتُ لِاَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لاَ تَمَسُّهُ النَّارُ إِلاَّ تَحِلَّةَ الْقَسَمِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৯৫৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "যে কোন মুসলমানের তিনটি সন্তান মারা যাবে আগুন তাকে স্পর্শ করবে না। তবে কসম পূরা করার জন্য।" (বুখারী ও মুসলিম)

٩٥٤- وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ذَهَبَ الرِّجَالُ بِحَدِيْثِكَ فَاجْعَلْ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ يَوْمًا نَأْتِيكَ فِيْهِ تُعَلِّمُنَا مِمَّا عَلَّمَكَ اللّٰهُ قَالَ : اجْتَمِعْنَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا فَاجْتَمَعْنَ فَأَتَاهُنَّ النَّبِيُّ ﷺ فَعَلَّمَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَهُ اللّٰهُ ثُمَّ قَالَ : مَا مِنْكُنَّ مِن امْرَأَةٍ تُقَدِّمُ ثَلَاثَةً مِنَ الْوَلَدِ إِلاَّ كَانُوْا لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ : وَاثْنَيْنِ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاثْنَيْنِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৯৫৪. হরত আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ জনৈকা মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এসে বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! পুরুষরা তো আপনার হাদীস বর্ণনা করতে শুরু করেছে। কাজেই আমাদের জন্যও আপনার পক্ষ থেকে একটি দিন নির্ধারিত করুন। সে সময় আপনার কাছে এসে আমরা আপনার থেকে এমন সব জিনিস শিখবো যা আল্লাহ আপনাকে শিখিয়েছেন। তিনি বললেন, "তোমরা অমুক অমুক দিন সমবেত হও।"। "কাজেই সেই মহিলারা সমবেত হলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের কাছে এলেন এবং আল্লাহ তাকে যা শিখিয়েছেন তিনি তাদেরকে তা শিখিয়েছেন। তারপর বললেন ঃ "তোমাদের মধ্যে এমন কোন মেয়ে নেই যার তিনটি সন্তান ইতিপূর্বে মারা গেছে আর তারা তার জাহান্নামের পথে অন্তরাল সৃষ্টি করবে না।" একজন স্ত্রীলোক বললেন ঃ "আর যদি দুটি হয়?" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাবে বললেন ঃ 'আর যদি যদি দুটি হয় তবুও। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ الْبُكَاءِ وَالْخَوْفِ عِنْدَ الْمُرُوْرِ بِقُبُوْرِ الظَّالِمِيْنَ وَمَصَارِعِهِمْ وَاظْهَارِ الْافْتِقَارِ اِلَى اللّٰهِ تَعَالَى وَالتَّحْذِيْرِ مِنَ الْغَفْلَةِ عَنْ ذَلِكَ

অনুচ্ছেদ ঃ যালিমদের কবরের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় ভীত হওয়া ও কান্নাকাটি করা এবং মহান আল্লাহর সামনে দীনতা প্রকাশ করা ও এ সব ব্যাপারে গাফিল থাকার বিরুদ্ধে হুশিয়ারী।

٩٥٥- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِأَصْحَابِهِ يَعْنِي لَمَّا وَصَلُوْا الْحِجْرَ : دِيَارَ ثَمُوْدَ لَا تَدْخُلُوْا عَلَى هَؤُلَاءِ الْمُعَذَّبِيْنَ إِلاَّ

أَنْ تَكُوْنُوْا بَاكِيْنَ ، فَإِنْ لَمْ تَكُوْنُوْا بَاكِيْنَ فَلاَ تَدْخُلُوْا عَلَيْهِمْ لاَيُصِيْبُكُمْ مَا أَصَابَهُمْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ : لَمَّا مَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْحِجْرِ قَالَ : لاَ تَدْخُلُوْا مَسَاكِنَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا أَنْفُسَهُمْ أَنْ يُصِيْبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ إِلاَّ أَنْ تَكُوْنُوْابَاكِيْنَ ثُمَّ قَنَّعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَأْسَهُ وَأَسْرَعَ السَّيْرَ حَتّٰى أَجَازَ الْوَادِيَ -

৯৫৫. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সামূদ জাতির এলাকায় হিজ্র এলাকায় হিজ্র নামক স্থানে পৌঁছলেন, তখন তাঁর সাহাবাগণকে বললেন ঃ "তোমরা ঐ আযাবপ্রাপ্ত লোকদের কাছে যেও না, তবে হ্যাঁ কান্নাকাটি করতে করতে যেতে পার। যদি তোমরা কান্নাকাটি করতে না পার তাহলে তাদের ওখানে প্রবেশ করো না। কারণ এ অবস্থায় তাদের ওপর যে আযাব এসেছিল তা তোমাদের ওপরও আপতিত হতে পারে।" (বুখারী ও মুসলিম)

আর অন্য একটি রিওয়ায়েতে বলা হয়েছে, বর্ণনাকারী বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হিজ্র নামক স্থানটি অতিক্রম করছিলেন তখন বললেন ঃ "যে সব লোক নিজেদের ওপর যুলুম করেছে তাদের আবাসে প্রবেশ করো না। এভাবে তাদের ওপর যা আপতিত হয়েছিল তা তোমাদের ওপরও আপতিত হতে পারে। তবে হ্যাঁ কান্নারত অবস্থায় তোমরা সে স্থানটি অতিক্রম করতে পার।" তারপর তিনি নিজের মাথা ঢেকে নিয়েছিলেন এবং সাওয়ারী দ্রুত চালিয়ে দিয়েছিলেন। এভাবে তিনি উপত্যকাটি অতিক্রম করলেন।

كِتَابُ آدَابِ السَّفَرِ

অধ্যায় ঃ সফরের (ভ্রমণের) শিষ্টাচার

بَابُ اِسْتِحْبَابِ الْخُرُوْجِ يَوْمَ الْخَمِيْسِ أَوَّلَ النَّهَارِ

অনুচ্ছেদ ঃ বৃহস্পতিবার ও দিনের প্রথম দিকে সফরে রওয়ানা হওয়া মুস্তাহাব।

٩٥٦- عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ فِيْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ يَوْمَ الْخَمِيْسِ وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يَخْرُجَ يَوْمَ الْخَمِيْسِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ فِي الصَّحِيْحَيْنِ لَقَلَّمَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْرُجُ إِلاَّ فِيْ يَوْمِ الْخَمِيْسِ.

৯৫৬. হযরত কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বৃহস্পতিবার তাবুক যুদ্ধে রওয়ানা হয়েছিলেন। আর তিনি বৃহস্পতিবার সফরে বের হওয়া পসন্দ করতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

বুখারী ও মুসলিমের এক রিওয়ায়েতে বলা হয়েছে ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুব কমই বৃহস্পতিবার দিন ছাড়া অন্য দিন সফরে বের হতেন।

٩٥٧- وَعَنْ صَخْرِ بْنِ وَدَاعَةَ الْغَامِدِيِّ الصَّحَابِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: «اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لأُمَّتِيْ فِيْ بُكُوْرِهَا» وَكَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً أَوْ جَيْشًا بَعَثَهُمْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ. وَكَانَ صَخْرٌ تَاجِرًا فَكَانَ يَبْعَثُ تِجَارَتَهُ أَوَّلَ النَّهَارِ فَأَثْرَى وَكَثُرَ مَالُهُ، رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ.

৯৫৭. সাহাবী হযরত সাখ্‌র ইবন ওয়াদাআহ আল-গামেদী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "হে আল্লাহ্! আমার উম্মাতকে দিনের প্রথমাংশে বরকত দান কর।" আর তিনি যখনই কোন ছোট বা বড় সেনাদল প্রেরণ করতেন, তাদেরকে দিনের প্রথম ভাগে প্রেরণ করতেন। হযরত সাখ্‌র (রা.) ছিলেন একজন ব্যবসায়ী। তিনি নিজের ব্যবসায় পণ্য দিনের প্রথম অংশে পাঠাতেন। ফলে তাঁর ব্যবসা সমৃদ্ধ হয় এবং তাঁর ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পায়। (আবূ দাঊদ ও তিরমিযী)

بَابُ اِسْتِحْبَابِ طَلَبِ الرُّفْقَةِ وَتَأمِيرِهِمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَاحِدًا يُطِيعُوْنَهُ

অনুচ্ছেদ ঃ সফরের সংগী অনুসন্ধান করা এবং সবাই যার আনুগত্য করবে এমন ব্যক্তিকে নিজেদের মধ্য থেকে আমীর (নেতা) বানানো।

٩٥٨- عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « لَوْ أَنَّ النَّاسَ يَعْلَمُوْنَ مِنَ الْوَحْدَةِ مَا أَعْلَمُ مَا سَارَ رَاكِبٌ بِلَيْلٍ وَحْدَهُ » رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ.

৯৫৮. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ একাকী সফরের মধ্যে কি কি ক্ষতি আছে সে সম্পর্কে আমি যা জানি যদি লোকেরা তা জানত, তাহলে কোন সাওয়ার (ভ্রমণকারী) রাতে একাকী সফর করতো না। (বুখারী)

٩٥٩- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « الرَّاكِبُ شَيْطَانٌ، وَالرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ ، وَالثَّلاَثَةُ رَكْبٌ ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ وَالنَّسَائِىُّ.

৯৫৯. হযরত আমর ইব্‌ন শু'আইব (রা.) তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি তাঁর (আমরের) দাদা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ একজন সাওয়ার হচ্ছে একটি শয়তান (শয়তানের মতো), দু'জন সাওয়ার দু'টি শয়তান আর তিন জন সাওয়ার হচ্ছে কাফিলা। (আবূ দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ী)

٩٦٠- وَعَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ وَأَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالاَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « إِذَا خَرَجَ ثَلاَثَةٌ فِى سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوْا أَحَدَهُمْ » حَدِيْثٌ حَسَنٌ، رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

৯৬০. হযরত সাঈদ ও আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তিন জন সফরে বের হলে তাদের মধ্য থেকে একজনকে আমীর নিযুক্ত করা উচিত। হাদীসটি হাসান। (আবূ দাউদ)

٩٦١- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : « خَيْرُ الصَّحَابَةِ أَرْبَعَةٌ وَخَيْرُ السَّرَايَا أَرْبَعُمِائَةٍ ، وَخَيْرُ الْجُيُوْشِ أَرْبَعَةُ آلاَفٍ ، وَلَنْ يُغْلَبَ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا عَنْ قِلَّةٍ » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ.

৯৬১. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ সর্বোত্তম সাথী হচ্ছে চারজন। সর্বোত্তম ছোট সেনাদল হচ্ছে চারশ' জনের সেনাদল। আর সর্বোত্তম বড় সেনাবাহিনী হচ্ছে চার হাজার জনের সেনাদল। আর বারো হাজারের সেনাবাহিনী কখনো তার (বাহ্যিক) স্বল্পতার অভাবের কারণে পরাজিত হতে পারে না। (আবূ দাঊদ ও তিরমিযী)

بَابُ آدَابِ السَّيْرِ وَالنُّزُوْلِ وَالْمَبِيْتِ وَالنَّوْمِ فِيْ السَّفَرِ وَاسْتِحْبَابِ السُّرٰى وَالرِّفْقِ بِالدَّوَابِ وَمُرَاعَاةِ مُصْلِحَتِهَا وَامْرِ مِنْ قَصَّرَ فِي حَقِّهَا بِالْقِيَامِ بِحَقِّهَا وَجَوَازِ الْارْدَافِ عَلَى الدَّابَةِ اذَا كَانَتْ تَطِيْقُ ذٰلِكَ.

অনুচ্ছেদ ঃ চলা, অবতরণ করা, রাত্রি অতিবাহিত করা ও সফরে নিদ্রা যাওয়ার শিষ্টাচার এবং রাত্রে চলা, পশুর প্রতি কোমল ব্যবহার করা ও তাদের সুযোগ-সুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখা মুস্তাহাব। আর যে ব্যক্তি নিজের হক পুরোপুরি আদায় করে না তাকে তা পুরোপুরি আদায় করার তাকিদ দেয়া এবং সাওয়ারী পশু শক্তিশালী হলে সাওয়ারীর পিঠে নিজের সাথে অন্য কাউকে বসানোর বৈধতা।

٩٦٢- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « إِذَا سَافَرْتُمْ فِى الْخِصْبِ فَأَعْطُوْا الْإِبِلَ حَظَّهَا مِنَ الْأَرْضِ ، وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِى الْجَدْبِ فَأَسْرِعُوْا عَلَيْهَا السَّيْرَ ، وَبَادِرُوْا بِهَا نِقْيَهَا ، وَإِذَا عَرَّسْتُمْ ، فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيْقَ فَإِنَّهَا طُرُقُ الدَّوَابِ وَمَأْوَى الْهَوَامِّ بِاللَّيْلِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৯৬২. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা শ্যামলাচ্ছাদিত ভূমিতে সফর করলে উটকে জমিতে তার অংশ দেবে, (চরতে দেবে) আর অনুর্বর ও অনাবাদী জমিতে সফর করার সময় দ্রুত সফর করবে, যাতে তাদের শক্তি অক্ষুণ্ন থাকে। রাত্রি যাপন করতে চাইলে চলার পথ থেকে সরে যাও। কারণ রাত্রে পথদিয়ে চতুষ্পদ জন্তুরা চলাচল করে এবং সেখানে কীট ও সরীসৃপের আবাস। (মুসলিম)

٩٦٣- وَعَنْ أَبِىْ قَتَادَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ ، قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ، إِذَا كَانَ فِىْ سَفَرٍ ، فَعَرَّسَ بِلَيْلٍ اضْطَجَعَ عَلَى يَمِيْنِهِ وَإِذَا عَرَّسَ قُبَيْلَ الصُّبْحِ نَصَبَ ذِرَاعَهُ ، وَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى كَفِّهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৯৬৩. হযরত কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সফরে থাকতেন এবং রাতে অবস্থান করতেন, তখন তিনি ডান কাতে শয়ন

করতেন। আর যখন সকাল হবার পূর্ব মুহূর্তে কোথাও অবস্থান করতেন, তখন নিজের হাত খাড়া করে নিতেন এবং হাতের তালুর ওপর মাথা রাখতেন। (মুসলিম)

٩٦٤– عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « عَلَيْكُمْ بِالدُّلْجَةِ فَإِنَّ الاَرْضَ تُطْوَىٰ بِاللَّيْلِ » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

৯৬৪. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "তোমরা রাত্রে সফর করা নিজেদের জন্য অপরিহার্য করে নাও। কারণ রাতে যমীনকে গুটিয়ে নেয়া হয়।" (আবূ দাউদ)

٩٦٥– وَعَنْ أَبِيْ ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ، قَالَ : كَانَ النَّاسُ إِذَا نَزَلُوْا مَنْزِلاً تَفَرَّقُوْا فِيْ الشِّعَابِ وَالْأَوْدِيَةِ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « إِنَّ تَفَرُّقَكُمْ فِيْ هٰذِهِ الشِّعَابِ وَالْأَوْدِيَةِ إِنَّمَا ذٰلِكُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ ! » فَلَمْ يَنْزِلُوْا بَعْدَ ذٰلِكَ مَنْزِلاً إِلاَّ انْضَمَّ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

৯৬৫. হযরত সা'লাবা আল-খুশানী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ লোকেরা (সফর অবস্থায়) কোন মন্‌যিলে অবতরণ করলে, (সাধারণত) গিরিপথ বা উপত্যকাগুলিতে বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে পড়তো। (এ অবস্থা দেখে) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ "এইসব গিরিপথ ও উপত্যকাগুলিতে তোমাদের বিচ্ছিন্নভাবে চড়িয়ে পড়া আসলে শয়তানের কারসাজি।" এরপর থেকে সাহাবা কিরাম কোথাও অবতরণ করলে, তাঁরা পরস্পর মিলেমিশে থাকতেন। (আবূ দাঊদ)

٩٦٦– وَعَنْ سَهْلِ بْنِ عَمْرٍو وَقِيْلَ سَهْلِ بْنِ الرَّبِيْعِ بْنِ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيِّ الْمَعْرُوْفِ بِابْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : مَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِبَعِيْرٍ قَدْ لَحِقَ ظَهْرُهُ بِبَطْنِهِ ؛ فَقَالَ : « اتَّقُوْا اللّٰهَ فِيْ هٰذِهِ الْبَهَائِمِ الْمُعْجَمَةِ فَارْكَبُوْهَا صَالِحَةً وَكُلُوْهَا صَالِحَةً » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

৯৬৬. হযরত সাহ্‌ল ইব্‌ন আম্‌র, আর বলা হয়ে থাকে তিনি 'সাহল ইব্‌ন রাবী' ইব্‌ন আম্‌র আনসারী, যিনি 'ইবনুল হানযালীয়াহ' নামে প্রসিদ্ধ এবং তিনি বাইয়াতুর রিদ্‌ওয়ান এ অন্তর্ভুক্ত, (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি উটের পাশ দিয়ে গেলেন। উটটির পিঠটি তার পেটের সাথে ঠেকে গিয়েছিল (অনাহারের কারণে) তিনি বললেনঃ এই বাকহীন পশুদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। কাজেই সুস্থ ও সবল অবস্থায় এদের পিঠে সাওয়ার হও আর সুস্থ অবস্থায় এদেরকে আহার কর। (আবূ দাঊদ)

٩٦٧- وَعَنْ أَبِيْ جَعْفَرٍ عَبْدِ اللّٰهِ بنِ جَعْفَرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَرْدَفَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ خَلْفَهُ ، وَأَسَرَّ إِلَيَّ حَدِيْثًا لاَ أُحَدِّثُ بِهِ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ وَكَانَ أَحَبَّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِحَاجَتِهِ هَدَفٌ أَو حَائِشُ نَخْلٍ. يَعْنِيْ : حَائِطَ نَخْلٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৯৬৭. হযরত আবু জাফর আবদুল্লাহ্ ইব্ন জাফর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ একদিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে সাওয়ারীর ওপর তাঁর পিছনে বসালেন এবং আমার কানে কানে একটি কথা বললেন। কথাটি আমি কাউকে বলবো না। আর রাবী আবদুল্লাহ ইব্ন জাফর (রা.) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার সময় যে জিনিস দ্বারা পর্দা বা আড়াল করা পসন্দ করতেন তা হল দেয়াল বা খেজুরের ডাল বা ঝোপ। (মুসলিম)

٩٦٨- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا إِذَا نَزَلْنَا مَنْزِلاً لاَ نُسَبِّحُ حَتَّى نَحُلَّ الرِّحَالَ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ .

৯৬৮. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ সফরে আমরা কোন মনযিলে অবতরণ করলে হাওদা না খোলা পর্যন্ত নামায পড়তাম না। (আবূ দাঊদ)

بَابُ إِعَانَةِ الرَّفِيْقِ

অনুচ্ছেদ ঃ সফর অবস্থায় সাথীকে সাহায্য করা।

فِيْ الْبَابِ أَحَادِيْثُ كَثِيْرَةٌ تَقَدَّمَتْ كَحَدِيْثِ : « وَاللّٰهُ فِيْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَاكَانَ الْعَبْدُ فِيْ عَوْنِ أَخِيْهِ » وَحَدِيْثُ : « كُلُّ مَعْرُوْفٍ صَدَقَةٌ » وَأَشْبَاهِهِمَا.

এই অনুচ্ছেদের আওতায় ইতিপূর্বে অনেক হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে। যেমন ঃ " মহান আল্লাহ্ বান্দাকে সাহায্য করেন যতক্ষণ সে তার ভাইকে সাহায্য করে"। এবং " প্রত্যেকটি সৎকাজই একটি সাদাকা"। আর এ ধরণের আরো বিভিন্ন হাদীস।

٩٦٩- وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ فِيْ سَفَرٍ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَةٍ لَهُ فَجَعَلَ يَصْرِفُ بَصَرَهُ يَمِيْنًا وَشِمَالاً ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لاَظَهْرَ لَهُ وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ زَادَ لَهُ » فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَكَرَهُ حَتَّى رَأَيْنَا : أَنَّهُ لاَ حَقَّ لأَحَدٍ مِنَّا فِيْ فَضْلٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৯৬৯. হযরত আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমরা সফরে ছিলাম এমন সময় অকস্মাৎ এক ব্যক্তি তার সাওয়ারীর পিঠে চড়ে এলো। সে তার চোখ ডাইনে বাঁয়ে ঘোরাতে লাগলো। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ "যে ব্যক্তির কাছে একটির বেশী সাওয়ারী আছে, তার সেটি (অতিরিক্ত সাওয়ারীটি) এমন এক ব্যক্তিকে দিয়ে দেয়া উচিত যার একটিও সাওয়ারী নেই। আর যে ব্যক্তির কাছে খাদ্য অতিরিক্ত আছে তা এমন ব্যক্তিকে দিয়ে দেয়া উচিত যার কাছে কোন খাবার নেই।" এরপর তিনি বিভিন্ন ধরণের সম্পদের কথা বলতে লাগলেন। এমন কি আমরা মনে করতে থাকলাম কোন ব্যক্তির প্রয়োজনের অতিরিক্ত বস্তুর ওপর তার কোন অধিকার নেই। (মুসলিম)

٩٧٠- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَغْزُوَ فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ ! إِنَّ مِنْ إِخْوَانِكُمْ قَوْمًا ، لَيْسَ لَهُمْ مَالٌ وَلاَ عَشِيْرَةٌ فَلْيَضُمَّ أَحَدُكُمْ إِلَيْهِ الرَّجُلَيْنِ أَوِ الثَّلاَثَةَ فَمَا لِأَحَدِنَا مِنْ ظَهْرٍ يَحْمِلُهُ إِلاَّ عُقْبَةٌ كَعُقْبَةٍ يَعْنِيْ أَحَدِهِمْ. قَالَ : فَضَمَمْتُ إِلَيَّ اثْنَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً مَا لِيْ إِلاَّ عُقْبَةٌ كَعُقْبَةِ أَحَدِهِمْ مِنْ جَمَلِيْ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

৯৭০. হযরত জাবির (রা.) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি একটি যুদ্ধের সংকল্প করলেন। তিনি বললেন ঃ "হে মুহাজির ও আনসারগণ! তোমাদের ভাইদের মধ্যে এমন একটি দল রয়েছে যাদের কোন অর্থ-সম্পদ নেই এবং কোন জাতি-গোষ্ঠিও নেই। তোমাদের প্রত্যেকে দু'জন ও তিনজন লোক নিজেদের সাথে শামিল কর। কারণ আমাদের কারোর এমন কোন সাওয়ারী নেই, যা তারা নিয়ে যাচ্ছে, তবে পালাক্রমে সাওয়ার হবার (সুযোগ রয়ে গেছে)। হযরত জাবির (রা.) বলেন ঃ আমি নিজের সাথে দু'জন বা তিনজনকে শামিল করে নিলাম। আমার উটের পিঠে তাদের একজনের মত আমি পালাক্রমে সাওয়ার হতাম। (আবূ দাউদ)

٩٧١- وَعَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ، يَتَخَلَّفُ فِيْ الْمَسِيْرِ فَيُزْجِي الضَّعِيْفُ وَيُرْدِفُ وَيَدْعُوْا لَهُ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

৯৭১. হযরত জাবির (রা.) থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সফরে পিছনে চলতেন, যাতে দুর্বল সাওয়ারীদেরকে হাঁকিয়ে নিয়ে যেতে আর যে ব্যক্তি পায়ে হেঁটে চলে তাকে নিজের পিছনে সাওয়ার করিয়ে নিতে এবং তার জন্য দু'আ করতে পারেন। (আবূ দাউদ)

بَابُ مَا يَقُوْلُ إِذَا رَكَبَ الدَّابَّـةَ لِلسَّفَرِ

অনুচ্ছেদ ঃ সাওয়ারীর পিঠে চড়ে সফর করার সময় যে দু'আ পড়তে হবে।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُوْنَ. لِتَسْتَوُا عَلَى ظُهُوْرِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوْا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُوْلُوْا سُبْحٰنَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ. وَإِنَّآ إِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ. (الزخرف : ١٢ ، ١٤)

"আর তৈরী করেছেন তিনি তোমাদের জন্য নৌযান ও চতুষ্পদ প্রাণী যাদের ওপর তোমরা আরোহণ, যাতে তোমরা তার পিঠে স্থির হয়ে বসতে পার তারপর তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ স্মরণ করবে যখন তোমরা তার উপর স্থির হয়ে বস, আর বল, পবিত্র ও মহান হচ্ছেন সে সত্তা যিনি আমাদের জন্য একে বশীভূত করে দিয়েছেন। আমরা একে বশীভূত করার ছিলাম না আর আমাদের প্রতিপালকের কাছে আমাদের অবশ্যই যেতে হবে।" - (সূরা যুখ্‌রুফ ১২-১৪)

٩٧٢- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ، كَانَ إِذَا اسْتَوٰى عَلَى بَعِيْرِهِ خَارِجًا إِلَى سَفَرٍ كَبَّرَ ثَلَاثًا ، ثُمَّ قَالَ : « سُبْحٰنَ الَّذِىْ سَخَّرَلَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ ، وَإِنَّآ إِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ. اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِىْ سَفَرِنَا هٰذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوٰى ، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضٰى. اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هٰذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ. اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِىْ السَّفَرِ ، وَالْخَلِيْفَةُ فِىْ الْأَهْلِ. اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ ، وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ ، وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِىْ الْمَالِ وَالْأَهْلِ وَالْوَلَدِ » وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ وَزَادَ فِيْهِنَّ : « آيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৯৭২. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সফরে যাওয়ার জন্য উটের পিঠে সাওয়ার হতেন, তখন তিনবার তাক্‌বীর (আল্লাহ্ আক্‌বর) পড়তেন তারপর বলতেন ঃ "সুব্‌হানাল্‌লাযী সাখ্‌খরা লানা হা-যা ওয়া মাকুন্না লাহু মুক্‌রিনীন ওয়া ইন্না ইলা রাব্বিনা লামুন কালিবূন। আল্লাহুম্মা ইন্না নাস্‌আলুকা ফী সাফারিনা হা-যাল বির্‌রা ওয়াত্ তাক্‌ওয়া ওয়া মিনাল আমালি মা তারযা। আল্লাহুম্মা হাওয়েন আলাইনা সাফারানা হা-যা ওয়াত্‌বি আন্না বু'দাহ্। আল্লাহুম্মা আনতাস সা-হিবু ফিস্‌সাফারি ওয়াল খালীফাতু ফিল্ আহলে। আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযূবিকা মিন ওয়া সা-ইস্ সাফারি ওয়া

কা'বাতিল মানযারি ওয়া সুইল মুনকালাবি ফিল মালি ওয়াল আহ্লি ওয়াল ওয়ালাদ।" পবিত্র ও মহান সেই সত্তা যিনি এটিকে অধীন করে দিয়েছেন আমাদের জন্য অথচ আমাদের এর শক্তি ছিল না একে বশীভূত করা। আর আমরা অবশ্যই আমাদের প্রভূর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। হে আল্লাহ! আমাদের এই সফরে আমরা তোমার কাছে নেকী ও তাক্ওয়ার কামনা করছি এবং সেই আমল চাচ্ছি যার প্রতি তুমি সন্তুষ্ট। হে আল্লাহ্! আমাদের এই সফরকে আমাদের জন্য সহজ করে দাও এবং এর দূরত্বকে আমাদের জন্য কমিয়ে দাও। হে আল্লাহ! সফরে তুমিই আমাদের রক্ষণাবেক্ষণকারী এবং আমাদের পরিবারের তুমিই অভিভাবক। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই সফরের কষ্ট ও কাঠিন্য থেকে, মর্মান্তিক দৃশ্যের উদ্ভব থেকে এবং নিজেদের ধন-সম্পদ, পরিবার পরিজন ও সন্তান-সন্ততির মধ্যে মন্দভাবে ফিরে আসা থেকে।" আর সফর থেকে ফিরে এসেও তিনি এই একই দু'আ পড়তেন। তবে তখন এর ওপর এতটুকু বৃদ্ধি করতেনঃ "আ-য়িবুনা তা-য়িবুনা আ-বিদুনা লিরাব্বিনা হা-মিদুন।" –আমরা প্রত্যাবর্তনকারী নিরাপত্তার সাথে, আমরা তাওবাকারী, আমরা নিজেদের প্রভূর ইবাদতকারী ও প্রসংসাকারী। (মুসলিম)

٩٧٣- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بِنِ سَرْجِسَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا سَافَرَ يَتَعَوَّذُ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ ، وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ وَالْحُوْرِ بَعْدَ الْكَوْنِ وَدَعْوَةِ الْمَظْلُوْمِ وَسُوْءِ الْمَنْظَرِ فِيْ الْأَهْلِ وَالْمَالِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৯৭৩. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন সারজিস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সফর করতেন, সফরের কষ্ট ও কাঠিন্য থেকে, খারাপ অবস্থায় ফিরে আসা থেকে, বৃদ্ধির পর ক্ষতি থেকে, মযলমের বদদু'আ থেকে এবং খারাপ দৃশ্য দেখা থেকে (আল্লাহ্র কাছে) আশ্রয় চাইতেন। (মুসলিম)

٩٧٤- وَعَنْ عَلِيِّ بِنِ رَبِيْعَةَ قَالَ : شَهِدْتُ عَلِيَّ بِنِ أَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أُتِيَ بِدَابَّةٍ لِيَرْكَبَهَا فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الرِّكَابِ قَالَ : بِسْمِ اللّٰهِ ، فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَى ظَهْرِهَا قَالَ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّ لَهُ مُقْرِنِيْنَ. وَإِنَّا إِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ ، ثُمَّ قَالَ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ قَالَ : اَللّٰهُ أَكْبَرُ ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ قَالَ : سُبْحَانَكَ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَاغْفِرْلِيْ إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ ، ثُمَّ ضَحِكَ ، فَقِيْلَ : يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ، مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ضَحِكْتَ ؟ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَعَلَ كَمَا فَعَلْتُ ، ثُمَّ ضَحِكَ ، فَقُلْتُ. يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ضَحِكْتَ ؟ قَالَ :

«إِنَّ رَبَّكَ سُبْحَانَهُ يَعْجَبُ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا قَالَ : اغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ ، يَعْلَمُ أَنَّهُ لَايَغْفِرُ الذُّنُوْبَ غَيْرِيْ ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِيُّ.

৯৭৪. হযরত আলী ইব্‌ন রাবীআ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি হযরত আলী ইব্‌ন আবু তালিব (রা.)-এর কাছে হাজির হলাম। সাওয়ার জন্য তাঁর কাছে একটি সাওয়ারী আনা হল। তিনি রেকাবে পা রেখে বললেন ঃ বিস্‌মিল্লাহ (আল্লাহর নামে শুরু করছি)। তারপর তার পিঠে চড়ে বললেন ঃ "আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী সাখ্‌খারা লানা হা-যা ওয়ামাকুন্না লাহু মুক্‌রিনীন ওয়া ইন্না ইলা রাব্বিনা লামুনকালিবূন" –সমস্ত প্রশংসা সেই সত্তার, যিনি আমাদের জন্য এটিকে বশীভূত করে দিয়েছেন, অথচ আমরা তার শক্তি রাখতাম না একে বশীভূত করতে। আর অবশ্যই আমরা সবাই আমাদের প্রতিপালকের দিকে ফিরে যাবো। তারপর "আল-হামদুলিল্লাহ্‌" বললেন তিনবার। তারপর "আল্লাহু আকবর" বললেন তিনবার। তারপর বললেন ঃ "সুবহা-নাকা ইন্নী যালামতু নাফ্‌সী ফাগফিরলী ইন্নাহু লা ইয়াগফিরুয্‌ যুনূবা ইল্লা আনতা" –তুমি পবিত্র মহান অবশ্যই আমি আমার নিজের ওপর যুল্‌ম করেছি। তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও, তুমি ছাড়া গুনাহ মাফ করার আর কেউ নেই। তারপর হেসে ফেললেন। তাকে বলা হল ঃ হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি হাসলেন কেন? তিনি জবাব দিলেন ঃ "আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ঠিক এমনটি করতে দেখেছিলাম যেমনটি আমি করলাম, তারপর তিনি হেসে ফেলেছিলেন।" আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম "ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌ ! আপনি হাসলেন কেন?" তিনি জবাব দিয়েছিলেন ঃ "তোমার মহান ও পবিত্র প্রতিপালক নিজের বান্দার প্রতি আনন্দ প্রকাশ করেন যখন সে বলে ঃ আমার গুনাহ মাফ করে দাও। সে এ কথা এটা জেনেই বলে যে, আমি ছাড়া গুনাহ ক্ষমা করার আর কেউ নেই।"

بَابُ تَكْبِيْرُ الْمُسَافِرِ إِذَا صَعَدَ الثَّنَايَا وَشَبْهِهَا وَتَسْبِيْحُهُ إِذَا هَبَطَ الْأَوْدِيَةِ وَنَحْوَهَا وَالنَّهِيُ عَنِ الْمُبَالَغَةِ بِرَفْعِ الصَّوْتَ بِالتَّكْبِيْرِ وَنَحْوَهُ

অনুচ্ছেদ ঃ উচ্চস্থানে চড়ার সময় মুসাফিরের 'আল্লাহু আক্‌বার' বলা, উপত্যকায় নামার সময় 'সুবহানাল্লাহ' বলা এবং তাক্‌বীর বলার সময় আওয়াজ বুলন্দ করার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি না করা।

٩٧٥– عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا إِذَا صَعِدْنَا كَبَّرْنَا وَإِذَا نَزَلْنَا سَبَّحْنَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

৯৭৫. হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমরা যখন উপরের দিকে উঠতাম তখন 'আল্লাহু আক্‌বার' –আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ বলতাম আর যখন নিচের দিকে নামতাম তখন বলতাম 'সুবহানাল্লাহ।' (বুখারী)

٩٧٦– وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَجُيُوْشُهُ إِذَا عَلَوُا الثَّنَايَا كَبَّرُوْا ، وَإِذَا هَبَطُوْا سَبَّحُوْا. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

৯৭৬. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সেনাবাহিনী যখন উঁচু স্থানে চড়তেন 'আল্লাহু আকবর' বলতেন এবং যখন নিচের দিকে নামতেন 'সুবহানাল্লাহ' বলতেন। (আবূ দাঊদ)

٩٧٧- وَعَنْهُ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَفَلَ مِنَ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ كُلَّمَا أَوْفَى عَلَى ثَنِيَّةٍ أَوْ فَدْفَدٍ كَبَّرَ ثَلاَثًا ، ثُمَّ قَالَ : « لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيْرٌ. آيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ سَاجِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ. صَدَقَ اللّٰهُ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمْ : إِذَا قَفَلَ مِنَ الْجُيُوْشِ أَوِ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ.

৯৭৭. হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন উমার (রা.) থেকে আরো বর্ণিত আছে। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজ্জ বা উমরা থেকে ফেরার পথে যখনই কোন বেশী উঁচু জায়গায় চড়তেন তিনবার 'আল্লাহু আকবার' বলতেন। তারপর বলতেনঃ "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা-শারীকালাহু, লাহুল মুল্কু ওয়া লাহুল হাম্দু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর। আ-য়িবূনা তা-য়িবূন আ-বিদূনা সা-জিদূনা লিরাব্বিনা হা-মিদূন। সাদাকাল্লাহু ওয়াদাহু ওয়া নাসারা আবদাহু ওয়া হাযামাল আহযাবা ওয়াহ্দাহু।" –আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তিনি একক। তাঁর কোন শরীক নেই। রাজ্য তাঁরই এবং প্রশংসা তাঁরই জন্য। তিনি সব কিছুর উপর শক্তিমান। আমরা সফর থেকে প্রত্যাবর্তনকারী, আমরা তাওবাকারী, আমরা ইবাদতকারী, আমরা সিজ্দাকারী, আমরা আমাদের রবের প্রশংসাকারী। আল্লাহ্ তাঁর ওয়াদাকে সত্যে পরিণত করেছেন, তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং তিনি একাই সেনাদলকে পরাজিত করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

আর মুসলিমের বর্ণনায় বলা রয়েছে ঃ "যখন তিনি বড় সেনাদল বা ছোট সেনাদল, বা হজ্জ অথবা উমরা থেকে ফিরতেন"।

٩٧٨- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً قَالَ : يَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ، إِنِّي أُرِيْدُ أَنْ أُسَافِرَ فَأَوْصِنِيْ ، قَالَ : « عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللّٰهِ وَالتَّكْبِيْرِ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ » فَلَمَّا وَلَّى الرَّجُلُ قَالَ : « اَللّٰهُمَّ اطْوِ لَهُ الْبُعْدَ وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

৯৭৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি আরয করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি সফর করতে মনস্থ করেছি। কাজেই আমাকে অসিয়্যত করুন। তিনি বললেনঃ তুমি অবশ্যই তাক্ওয়া অবলম্বন কর, আর প্রত্যেক উঁচু জায়গায় (ওঠার সময়)

তাক্‌বীর (আল্লাহু আকবার) বল। লোকটি যখন সেখান থেকে ফিরে চলল তখন বললেন ঃ "হে আল্লাহ্‌,! তার দূরত্বকে গুটিয়ে দাও এবং সফরকে তার জন্য সহজ করে দাও।" (তিরমিযী)

٩٧٩- وَعَنْ أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ سَفَرٍ فَكُنَّا إِذَا أَشْرَفْنَا عَلَى وَادٍ هَلَّلْنَا وَكَبَّرْنَا وَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُنَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « يَاأَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوْا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَإِنَّكُمْ لاَتَدْعُوْنَ أَصَمَّ وَلاَ غَائِبًا. إِنَّهُ مَعَكُمْ ، إِنَّهُ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৯৭৯. হযরত আবু মূসা আল আশ'আরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমরা এক সফরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সংগে ছিলাম। যখন আমরা কোন উপত্যকায় চড়তাম, লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ্ বলতাম ও তাক্‌বীর বলতাম এবং আমাদের আওয়াজ বুলন্দ হয়ে যেত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন ঃ "হে লোকেরা! তোমরা নিজেদের প্রতি কোমলতা প্রদর্শন কর। কারণ তোমরা এমন কোন সত্তাকে (আল্লাহকে) আহ্বান করছ না যিনি বধির এবং অনুপস্থিত। তিনি তোমাদের সংগেই আছেন, তিনি (সবকিছু) শুনেন এবং অতি নিকটে অবস্থান করেন। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ فِيْ السَّفَرِ

অনুচ্ছেদ ঃ সফরে দু'আ করা মুস্তাহাব।

٩٨٠- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ : « ثَلاَثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لاَ شَكَّ فِيْهِنَّ : دَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ.

৯৮০. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তিনটি দু'আ কবুল হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। সেগুলো হচ্ছে ঃ মযলূমের (অত্যাচারীতের দু'আ, মুসাফিরের দু'আ এবং পুত্রের জন্য পিতার দু'আ। (আবূ দাঊদ ও তিরমিযী)

بَابُ مَا يَدْعُوا بِهِ إِذَا خَافَ نَاسًا أَوْ غَيْرِهِمْ

অনুচ্ছেদ ঃ কোন মানুষ বা অন্য কিছুর ভয় হলে যে দু'আ পড়তে হবে।

٩٨١- عَنْ أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا خَافَ قَوْمًا قَالَ : « اَللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنِّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ.

৯৮১. হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রা.) বর্ণনা করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কোন গোষ্ঠি বা জাতির ভয় করতেন তখন বলতেন ঃ "আল্লাহুম্মা ইন্না নাজ'আলুকা ফী নুহূরিহিম ওয়া নাউযুবিকা মিন শুরুরিহিম" –হে আল্লাহ! আমরা তোমাকে তাদের মুখোমুখি করছি এবং তাদের অনিষ্টকারিতা থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। আবূ দাউদ ও নাসায়ী সহীহ্ সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَا يَقُوْلُ إِذَا نَزَلَ مَنْزِلاً

অনুচ্ছেদ ঃ কোন স্থানে অবতরণ করলে যে দু'আ পড়তে হবে।

৯৮২– عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيْمٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : « مَنْ نَزَلَ مَنْزِلاً ثُمَّ قَالَ : أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ : لَم يَضُرَّهُ شَىْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَالِكَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৯৮২. হযরত খাওলা বিনতে হাকীম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি কোন স্থানে অবস্থান করতে অবতরণ করে এবং তারপর বলে ঃ "আউযূ বিকালিমাতিল্লাহিত তাম্মা-তি মিন শার্রি মা খালাকা" –আমি আল্লাহর পূর্ণাংগ কালেমাগুলোর সহায়তায় সেই বস্তুর অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাচ্ছি, যা তিনি সৃষ্টি করেছেন। তাকে সেই স্থানে থেকে চলে যাওয়া পর্যন্ত কোন বস্তু ক্ষতি করতে পারে না। (মুসলিম)

৯৮৩– وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا سَافَرَ فَأَقْبَلَ الَّيلُ قَالَ : « يَا أَرْضُ رَبِّىْ وَرَبُّكِ اللّٰهُ أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّكِ وَشَرِّ مَا فِيْكِ ، وَشَرِّ مَا خُلِقَ فِيْكِ وَشَرِّ مَا يَدِبُّ عَلَيْكِ أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّ أَسَدٍ وَأَسْوَدٍ ، وَمِنَ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ ، وَمِنْ سَاكِنِ الْبَلَدِ ، وَمِنْ وَالِدٍ وَمَا وَلَدَ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ .

৯৮৩. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সফর করতেন এবং সফরে রাত হয়ে যেত, তখন তিনি বলতেন ঃ "ইয়া আরদু রাব্বী ও রাব্বু কিল্লাহ, আউযূ বিল্লাহে মিন শাররি মা-ফীকে ওয়া মিন শাররি মা খুলিকা ফীকে, ওয়া শাররি মা-ইয়াদিব্বু আলাইকে, আউযূ বিকা মিন শাররি আসাদিন ওয়া আসওয়াদা ওয়ামিনাল হাইয়াতে ওয়াল আকরাবি, ওয়া মিন সা-কিনিল বালাদি ওয়া মিউ ওয়ালিদিন ওয়া মা ওয়ালাদ " –হে স্থান, তোমার ও আমার রব হচ্ছেন আল্লাহ। আমি আশ্রয় চাই তোমার অনিষ্ট থেকে, তোমার ভিতরে যা আছে তার অনিষ্ট থেকে এবং তোমার ওপরে যা কিছু চড়ে বেড়ায় তার অনিষ্ট থেকে। আর আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই বাঘ ও কাল সাপ থেকে এবং সব রকমের সাপ, বিচ্ছু থেকে আর শহরবাসীদের অনিষ্ট থেকে এবং জন্মদানকারী ও যা জন্ম লাভ করেছে তার অনিষ্ট থেকে। (আবূ দাউদ)

بَابُ اِسْتِحْبَابِ تَعْجِيْلِ الْمُسَافِرِ الرُّجُوْعِ إِلَى أَهْلِهِ إِذَا قَضَى حَاجَتَهُ

অনুচ্ছেদ ঃ প্রয়োজন পূর্ণ হওয়ার পর মুসাফিরের অনতিবিলম্বে ঘরে ফিরা মুস্তাহাব।

٩٨٤– عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ ، وَشَرَابَهُ وَنَوْمَهُ فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ مِنْ سَفَرِهِ ، فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৯৮৪. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ "সফর হচ্ছে আযাবের (কষ্ট) একটি অংশ। সফর তোমাদের পানাহার ও নিদ্রায় বাধা দেয়। কাজেই তোমাদের কারোর সফরের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে গেলেই তাকে তাড়াতাড়ি নিজের পরিবার পরিজনদের কাছে ফিরে আসা উচিত"। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ اِسْتِحْبَابِ الْقُدُوْمِ عَلَى أَهْلِهِ نَهَارًا وَكَرَاهَتِهِ فِىْ الَّيْلِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ

অনুচ্ছেদ ঃ দিনের বেলা নিজের পরিবারের কাছে আসা মুস্তাহাব এবং প্রয়োজন ছাড়া রাতে আসা অপসন্দনীয়।

٩٨٥– عَنْ جَابِرْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « إِذَا أَطَالَ أَحَدُكُمْ الْغَيْبَةَ فَلاَ يَطْرُقَنَّ أَهْلَهُ لَيْلاً ».

وَفِى رِوَايَةٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৯৮৫. হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "তোমাদের কেউ সফরে দীর্ঘদিন অতিবাহিত করার পর রাত্রিবেলা যেন পরিবারবর্গের কাছে ফিরে না আসে"।

অন্য এক রিওয়ায়েতে আছে ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাত্রিবেলা পরিবারবর্গের কাছে (সফর থেকে) ফিরে এসে নামতে নিষেধ করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٩٨٦– وَعَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَطْرُقُ أَهْلَهُ لَيْلاً وَكَانَ يَأْتِيْهِمْ غُدْوَةً أَوْ عَشِيَّةً. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৯৮৬. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (সফর থেকে ফিরে) রাতে নিজের পরিবারবর্গের কাছে যেতেন না। বরং তিনি সকালে বা বিকালে তাদের কাছে আসতেন। (বুখারী ও তিরমিযী)

بَابُ مَا يَقُوْلُهُ إِذَا رَجَعَ وَإِذَا رَأَى بَلَدَتَهُ

অনুচ্ছেদ ঃ সফর থেকে ফিরে নিজের শহর দেখার পর যে দু'আ পড়তে হবে।

٩٨٧- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : أَقْبَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِظَهْرِ الْمَدِيْنَةِ قَالَ : « آيِبُوْنَ ، تَائِبُوْنَ ، عَابِدُوْنَ ، لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ » فَلَمْ يَزَلْ يَقُوْلُ ذَالِكَ حَتَّى قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৯৮৭. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কোন এক সফর থেকে ফিরে এলাম। এমন কি যখন আমরা এমন জায়গায় এলাম যেখান থেকে মদীনা দেখা যায় তখন তিনি বললেন ঃ "আ-য়িবূনা তা-য়িবূনা আ-বিদূনা লিরাব্বিনা হা-মিদূন" আমরা সফর থেকে প্রত্যাবর্তনকারী, আমরা তাওবাকারী, আমরা ইবাদতকারী, আমরা আমাদের প্রভূর প্রশংসাকারী"। আমরা মদীনায় প্রবেশ করা পর্যন্ত তিনি এ দু'য়াটি বারবার পড়তে থাকলেন। (মুসলিম)

بَابُ اسْتِحْبَابِ ابْتِدَاءِ الْقَادِمِ بِالْمَسْجِدِ الَّذِيْ فِيْ جِوَارِهُ وَصَلَاتَهُ فِيْهِ رَكْعَتَيْنَ

অনুচ্ছেদ ঃ সফর থেকে প্রত্যাবর্তনকারীর নিজের মহল্লার মসজিদ থেকে শুরু করা এবং সেখানে দু'রাকা'আত নফল নামায পড়া মুস্তাহাব।

٩٨٨- عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَرَكَعَ فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৯৮৮. হযরত কা'ব ইব্ন মালিক (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সফর থেকে ফিরে আসতেন, প্রথমে মসজিদে আসতেন। সেখানে দু'রাকা'আত নামায পড়তেন। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ تَحْرِيْمِ سَفَرِ الْمَرْأَةِ وَحْدَهَا

অনুচ্ছেদ ঃ মহিলাদের একাকী সফর করা হারাম।

٩٨٩- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « لَايَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْأٰخِرِ تُسَافِرُ مَسِيْرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا مَعَ ذِيْ مَحْرَمٍ عَلَيْهَا » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৯৮৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে মহিলা আল্লাহ্ ও আখিরাতের ওপর ঈমান এনেছে তার জন্য মাহররাম পুরুষ সাথী ছাড়া একদিন ও এক রাতের দূরত্বে সফর করা জায়িয নয়। (বুখারী ও মুসলিম)

٩٩٠- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ : «لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ ، وَلاَ تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِى مَحْرَمٍ» فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ امْرَأَتِى خَرَجَتْ حَاجَّةً ، وَإِنِّى اكْتُتِبْتُ فِى غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا ؟ قَالَ : «انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৯৯০. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ কোন মাহররাম পুরুষ সাথী ছাড়া কোন ব্যক্তি কখনো কোন মহিলার সাথে একান্তে সাক্ষাত করবে না। আর কোন মেয়ে নিজের সাথে মাহররাম পুরুষ সাথী ছাড়া সফর করবে না। এক ব্যক্তি বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার স্ত্রী তো হজ্জে যাচ্ছে, আর ওদিকে অমুক অমুক জিহাদে অংশগ্রহণ করার জন্য আমার নাম লেখা হয়ে গেছে? জবাবে তিনি বললেন ঃ যাও, নিজের স্ত্রীর সাথে হজ্জ কর। (বুখারী ও মুসলিম)

كِـــتَـابُ الْـفَـضَـائِـــلِ

অধ্যায় ঃ ফযীলতসমূহ - মর্যাদাবলী

بَابُ فَضْلِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

অনুচ্ছেদ ঃ পবিত্র কুরআন পাঠের ফযীলত।

٩٩١- عَنْ أَبِى أُمَامَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: « اقْرَؤُوْا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيْعًا لِأَصْحَابِهِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৯৯১. হযরত আবু উমামাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কুরআন পড়। কারণ, কিয়ামতের দিন কুরআন তার পাঠকারীর জন্য শাফা'আতকারী হিসেবে আবির্ভূত হবে। (মুসলিম)

٩٩٢- وَعَنْ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : « يُؤْتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِالْقُرْآنِ وَأَهْلِهِ الَّذِيْنَ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ بِهِ فِىْ الدُّنْيَا تَقْدُمُهُ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانَ تُحَاجَّانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৯৯২. হযরত ইব্‌ন সাম'আন (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কিয়ামতের দিন কুরআনকে এবং যারা দুনিয়ায় পবিত্র কুরআন অনুযায়ী আমল করত তাদেরকে আনা হবে। কুরআনের আগে আগে থাকবে সূরা বাকারা ও সূরা আলে-ইমরান। আর এ সূরা দু'টি তাদের পাঠকারীদের পক্ষ থেকে জবাবদিহি করবে। (মুসলিম)

٩٩٣- وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ » رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ.

৯৯৩. হযরত উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "তোমাদের সেই ব্যক্তি উত্তম যে নিজে কুরআন শিখে এবং অন্যদেরকে তা শিখায়।" (বুখারী)

٩٩٤- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « الَّذِىْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ مَاهِرٌ بِهِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ ، وَالَّذِىْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيْهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْرَانِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৯৯৪. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত করে এবং তিলাওয়াতে পারদর্শী হয়, (কিয়ামতের দিন) সে ব্যক্তি অনুগত সম্ভ্রান্ত ফিরিশ্‌তাদের সাথে থাকবে। আর যে ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত করে এবং তা পড়তে পড়তে আটকে যায় আর তা পড়া তার জন্য কঠিন হয়, তার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ সাওয়াব। (বুখারী ও মুসলিম)

٩٩٥- وَعَنْ أَبِىْ مُوْسَى الْأَشْعَرِىُّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِىْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الْأُتْرُجَّةِ : رِيْحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ ، وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِىْ لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ : لاَ رِيْحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلْوٌ ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِىْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ : رِيْحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِىْ لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ لَيْسَ لَهَا رِيْحٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৯৯৫. হযরত আবু মূসা আল-আশ'আরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে মু'মিন ব্যক্তি কুরআন পড়ে তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে কমলা লেবু। তার খুশবু মনোরম এবং স্বাদ চমৎকার। আর যে মু'মিন ব্যক্তি কুরআন পড়ে না সে খুরমার মতো। তাতে খুশবু নেই কিন্তু তার স্বাদ মিঠা। আর যে মুনাফিক কুরআন পড়ে তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে রাইহান ঘাস। খুশবু তার মনোরম কিন্তু স্বাদ তিক্ত। আর যে মুনাফিক কুরআন পড়ে না সে মাকাল ফলের মত। তাতে কোন খুশবু নেই এবং তার স্বাদও তিক্ত। (বুখারী ও মুসলিম)

٩٩٦- وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : « إِنَّ اللّٰهَ يَرْفَعُ بِهٰذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِيْنَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৯৯৬. হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) বর্ণনা করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ এই কিতাবের (কুরআন মজীদ) মাধ্যমে আল্লাহ বহু জাতির উত্থান ঘটান (তাদেরকে উচ্চমর্যাদা দান করেন) আবার এই কিতাবের মাধ্যমে (আদেশে নিষেধ অমান্য করার কারণে) বহু জাতির পতন ঘটান। (মুসলিম)

٩٩٧- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « لاَ حَسَدَ إلاَّ فِى اثْنَتَيْنِ : رَجُلٌ آتَاهُ اللّٰهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُوْمُ بِهِ آنَاءَ الَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللّٰهُ مَالاً فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ الَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৯৯৭. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ দু'টি বিষয় ছাড়া আর কিছুই ঈর্ষাযোগ্য নয়। প্রথম হচ্ছে সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ্ কুরআনের সম্পদ দান করেছেন এবং সে দিবা-রাত্র তা তিলাওয়াত করে। দ্বিতীয় হচ্ছে সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ ধন-সম্পদ দান করেছেন এবং সে দিন-রাতের বিভিন্ন সময় তা (আল্লাহর পথে) ব্যয় করে। (বুখারী ও মুসলিম)

٩٩٨- وَعَنِ الْبَرَاءِ بنِ عَازِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ رَجُلٌ يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْكَهْفِ وَعِنْدَهُ فَرَسٌ مَرْبُوْطٌ بِشَطَنَيْنِ ، فَتَغَشَّتْهُ سَحَابَةٌ فَجَعَلَتْ تَدْنُوْا ، وَجَعَلَ فَرَسُهُ يَنْفِرُ مِنْهَا. فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ ، فَذَكَرَ ذَالِكَ لَهُ فَقَالَ : « تِلْكَ السَّكِيْنَةُ تَنَزَّلَتْ لِلْقُرْآنِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৯৯৮. হযরত বারায়া ইব্‌ন আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ এক ব্যক্তি (নফল নামাযে) সূরা কাহ্‌ফ পড়ছিলেন এবং তার কাছে তাঁর ঘোড়াটি দু'টি রশি দিয়ে বাঁধা ছিল। একখণ্ড মেঘ তার ওপর ছেয়ে গেল। মেঘ খণ্ড ক্রমেই তার নিকটবর্তী হচ্ছিল আর তা দেখে ঘোড়াটি লাফালাফি শুরু করে দিল। সকাল হলে লোকটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে তাঁকে ঘটনাটি শুনাল। তিনি জবাব দিলেন ঃ ওটা ছিল 'সাকীনাহ' বা প্রশান্তি। কুরআন পাঠের কারণে নাযিল হয়েছিল। (বুখারী ও মুসলিম)

٩٩٩- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ فَلَهُ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لاَ أَقُوْلُ : آلَمّ حَرْفٌ وَلٰكِنْ : أَلِفٌ حَرْفٌ وَلاَمٌ حَرْفٌ وَمِيْمٌ حَرْفٌ » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

৯৯৯. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাবের (কুরআন) একটি হরফ পাঠ করে সে তার বদ্‌লায় একটি নেকী (পূণ্য) পাবে। আর একটি নেকী হবে দশটি নেকীর সমান। আমি (এ থেকে) আলিফ-লাম-মীমকে একটি হরফ বলছি না বরং 'আলিফ' একটি হরফ, 'লাম' একটি হরফ এবং 'মীম' একটি হরফ। (তিরমিযী)

١٠٠٠- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : «إِنَّ الَّذِيْ لَيْسَ فِيْ جَوْفِهِ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১০০০. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তির পেটে কুরআনের কোন অংশই নেই সে বিরান ঘরের মত। (তিরমিযী)

١٠٠١- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ : اقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَؤُهَا » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ.

১০০১. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আম্‌র ইবনুল আস (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ (কিয়ামতের দিন) কুরআন তিলাওয়াতকারীকে বলা হবে, কুরআন পড় ও জান্নাতের মনযিলে আরোহণ কর এবং থেমেথেমে ও ধীরেধীরে কুরআন পড়তে থাক যেমন তুমি দুনিয়ায় পড়তে। কারণ জান্নাতে তোমার স্থান হবে সেই শেষ আয়াতটি শেষ করা পর্যন্ত যা তুমি পড়ছ। (আবূ দাউদ ও তিরমিযী)

بَابُ الْأَمْرِ بِتَعَهُّدِ الْقُرْآنَ وَالتَّحْزِيْرِ مِنْ تَعْرِيْضِهِ لِلنِّسْيَانِ

অনুচ্ছেদ ঃ কুরআন মজীদের রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং তা ভুলে যাওয়ার সতর্কতা অবলম্বন করা

١٠٠٢- عَنْ أَبِيْ مُوْسَى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : تَعَاهَدُوْا هٰذَا الْقُرْآنَ فَوَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَلُّتًا مِنَ الْإِبِلِ فِيْ عُقُلِهَا » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১০০২. হযরত আবু মূসা (রা.) সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ এই কুরআনের রক্ষণাবেক্ষণ কর (কুরআন তিলাওয়াত করতে থাক) সেই সত্তার কসম, যাঁর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে মুহাম্মাদের প্রাণ, নিঃসন্দেহের উট তার দড়ি থেকে যেমন দ্রুত সরে যায় তার চাইতেও অনেক বেশী দ্রুত সে স্মৃতি থেকে মুছে যায়। (বুখারী ও মুসলিম)

١٠٠٣- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ كَمَثَلِ الْإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১০০৩. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কুরআনের হাফিযের দৃষ্টান্ত হচ্ছে বাঁধা উট। (মালিক) যদি তার রক্ষণাবেক্ষণ করে তাহলে সে ঠিক বাঁধা থাকে আর যদি তাকে ছেড়ে দেয় তাহলে সে চলে যায়। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ اِسْتِحْبَاب تَحْسِيْنِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ وَطَلَبِ الْقِرَاءَةَ مِنْ حُسْنِ الصَّوْتِ وَالإِسْتِمَاعُ لَهَا

অনুচ্ছেদ ঃ সুললিত কণ্ঠে কুরআন পাঠ করা মুস্তাহাব এবং মধুর কণ্ঠে কুরআন পড়ানো ও তা শুনার ব্যবস্থা করা।

١٠٠٤- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : « مَا أَذِنَ اللّٰهُ لِشَىْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ حَسَنِ الصَّوْتِ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১০০৪. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ মহান আল্লাহ নবীর সুললিত কণ্ঠে ও সুউচ্চ স্বরে কুরআন পড়ার প্রতি যত বেশী মনোযোগী হন আর কোন বিষয় শোনার প্রতি তিনি এর চাইতে বেশী মনোযোগী হন না। (বুখারী ও মুসলিম)

١٠٠٥- وَعَنْ أَبِى مُوْسَى الْأَشْعَرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَهُ : « لَقَدْ أُوْتِيْتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيْرِ آلِ دَاوُدَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِىْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَهُ : « لَوْ رَأَيْتَنِىْ وَأَنَا أَسْتَمِعُ لِقِرَاءَتِكَ الْبَارِحَةَ ».

১০০৫. হযরত আবু মূসা আল আশ'আরী (রা.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি তাঁকে বলেছেন ঃ তোমাকে দাউদের বাদ্যযন্ত্রের মধ্য থেকে একটি বাদ্যযন্ত্র (অর্থাৎ সুর) দান করা হয়েছে। (বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিম এক বর্ণনায় রয়েছে ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বললেনঃ "যদি তুমি রাতে আমাকে তোমার কুরআন পড়া শুনতে দেখতে পেতে" (তাহলে বড়ই খুশী হতে)।

١٠٠٦- وَعَنِ الْبُرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ قَرَأَ فِى الْعِشَاءِ بِالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ صَوْتًا مِنْهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১০০৬. হযরত বারায়া ইব্‌ন আযিব (রা.) বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এশার নামাযে 'ওয়াত্‌তীনে ওয়ায্‌ যাইতূন' সূরাটি পড়তে শুনেছি। তাঁর চাইতে সুললিত কণ্ঠে আর কাউকে পড়তে আমি শুনিনি। (বুখারী ও মুসলিম)

١٠٠٧- وَعَنْ أَبِيْ لُبَابَةَ بَشِيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : « مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ فَلَيْسَ مِنَّا » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

১০০৭. হযরত আবু লুবাবা বশীর ইব্‌ন আবদুল মুনযির (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ যে সুললিত কণ্ঠে কুরআন পাঠ করে না সে আমার দলভুক্ত নয়। (আবু দাউদ)

١٠٠٨- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ لِيْ النَّبِيُّ ﷺ : « اقْرَأْ عَلَيَّ الْقُرْآنَ » ، فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، أَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ ؟! قَالَ : « إِنِّيْ أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِيْ » فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ سُوْرَةَ النِّسَاءِ حَتَّى جِئْتُ إِلَى هَذِهِ الْآيَةِ : فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيْدًا قَالَ : « حَسْبُكَ الْآنَ » فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِ ، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১০০৮. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন ঃ আমাকে কুরআন পড়ে শুনাও। আমি জবাব দিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! আমি আপনাকে কুরআন পড়ে শুনাব অথচ কুরআন আপনার ওপর নাযিল করা হয়েছে? তিনি বললেন ঃ আমি নিজের ছাড়া অন্যের মুখ থেকে কুরআন শুনতে ভালবাসি। কাজেই আমি তাঁর সামনে সূরা নিসা পড়লাম। এ সূরাটি পড়তে পড়তে যখন আমি এ আয়াতটিতে আসলাম, "ফা কাইফা ইযা জিয়্‌না মিন কুল্লি উম্মাতিন .... " –তারপর চিন্তা কর, যখন আমি প্রত্যেক উম্মাতের মধ্য থেকে একজন করে সাক্ষী হাযির করব এবং এসব সম্পর্কে তোমাকেও (হে মুহাম্মাদ) এই উম্মতের সাক্ষী হিসেবে পেশ করব, তখন তারা কি বলবে? (সূরা নিসা ঃ ৪১) তখন তিনি বললেন ঃ এখন যথেষ্ট হয়েছে। আমি তাঁর দিকে ফিরে দেখলাম তাঁর মুবারক চোঁখ দু'টি থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ الْحَثِّ عَلَى سُوَرٍ وَآيَاتٍ مَخْصُوْصَةٍ

অনুচ্ছেদ ঃ কয়েকটি সূরা ও নির্দিষ্ট আয়াতসমূহ তিলাওয়াতের প্রতি উৎসাহ দেয়া।

١٠٠٩- عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ رَافِعِ بْنِ الْمُعَلَّى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « أَلا أُعَلِّمُكَ أَعْظَمَ سُوْرَةٍ فِيْ الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ ؟ فَأَخَذَ بِيَدِيْ ، فَلَمَّا أَرَدْنَا أَنْ نَخْرُجَ قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّكَ

قُلْتَ : لأُعَلِّمَنَّكَ أَعْظَمَ سُوْرَةٍ فِيْ الْقُرْآنِ ؟ قَالَ : « اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِيْ وَالْقُرْآنُ الْعَظِيْمُ الَّذِيْ أُوْتِيْتُهُ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১০০৯. হযরত আবু সাঈদ রাফি, ইবন মু'আল্লা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন ঃ মসজিদ থেকে বের হবার আগে কুরআনের শ্রেষ্ঠ মর্যাদা সম্পন্ন সূরাটি কি আমি তোমাকে জানিয়ে দেব না? একথা বলে তিনি আমার হাত ধরলেন। তারপর যখন আমরা মসজিদ থেকে বের হতে যাচ্ছিলাম, আমি বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি না বলেছিলেন, আমি অবশ্য তোমাকে কুরআনের শ্রেষ্ঠ মর্যাদা সম্পন্ন সূরাটি জানিয়ে দেব। জবাবে তিনি বললেন ঃ সূরা ফাতিহা। এতে সাতটি আয়াত রয়েছে। (যা নামাযে বারবার পড়া হয়ে থাকে) আর এটি হচ্ছে উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন কুরআন, যা আমাকে দেয়া হয়েছে। (বুখারী)

١٠١٠- وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فِيْ: قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ « وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ ، إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ ».

وَفِيْ رِوَايَةٍ :.أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِأَصْحَابِهِ : « أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ بِثُلُثِ الْقُرْآنِ فِيْ لَيْلَةٍ » فَشَقَّ ذَالِكَ عَلَيْهِمْ ، وَقَالُوْا : أَيُّنَا يُطِيْقُ ذَالِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ : فَقَالَ : « قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ ، اَللّٰهُ الصَّمَدُ : ثُلُثُ الْقُرْآنِ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১০১০. হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি সূরা ইখ্‌লাস-এর ব্যাপারে বলেনঃ "যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম, নিঃসন্দেহে এ সূরাটি কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান"।

অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবা কিরামকে বলেন ঃ তোমাদের কেউ কি রাতে এক তৃতীয়াংশ কুরআন পড়তে অক্ষম? সাহাবাদের এটা বড় কঠিন লাগল। তাঁরা বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি এর ক্ষমতা রাখে? তিনি বললেন ঃ 'কুল হু আল্লাহু আহাদ, আল্লাহুস্ সামাদ' (সূরা ইখ্‌লাস) হচ্ছে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ। (বুখারী)

١٠١١- وَعَنْهُ أَنَّ رَجُلاً سَمِعَ رَجُلاً يَقْرَأُ : « قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ » يُرَدِّدُهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ جَاءَ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ، فَذَكَرَ ذَالِكَ لَهُ وَكَانَ الرَّجُلُ يَتَقَالُّهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ ، إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১০১১. হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা.) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তিকে 'কুল হু আল্লাহু আহাদ' (সূরা ইখ্‌লাস) পড়তে শুনল। সে বারবার সেটা পড়ছিল। সকাল হবার পর প্রথম ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে এ ঘটনা বর্ণনা করল। আর লোকটি যেন এ আমলটিকে সামান্য মনে করছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম, এ সূরাটি কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান। (বুখারী)

١٠١٢- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فِيْ : قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ : « إِنَّهَا تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১০১২. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম "কুল হু আল্লাহু আহাদ" (সূরা ইখ্‌লাস) সম্পর্কে বলেছেন ঃ এ সূরাটি কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান। (মুসলিম)

١٠١٣- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً قَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّيْ أُحِبُّ هَذِهِ السُّوْرَةَ : قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ، قَالَ : « إِنَّ حُبَّهَا أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১০১৩. হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেছেন। এক ব্যক্তি বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই "কুল হু আল্লাহু আহাদ" ইখ্‌লাস সূরাটি ভালোবাসি"। জবাবে তিনি বললেন ঃ "তোমার এই সূরাটির প্রতি ভালোবাসা তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে"। (তিরমিযী)

١٠١٤- وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « أَلَمْ تَرَ آيَاتٍ أُنْزِلَتْ هَذِهِ اللَّيْلَةَ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ قَطُّ ؟ قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. وَقُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১০১৪. হযরত উকবা ইব্‌ন আমির (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা কি জান না, আজ রাতে এমন কতিপয় আয়াত নাযিল হয়েছে যার কোন নযীর ইতিপূর্বে ছিল না? (সে আয়াতগুলি হচ্ছে) 'কুল আ'উযূ বিরাব্বিল ফালাক' ও 'কুল আ'উযূ বিরাব্বিল নাস' অর্থাৎ সূরা ফালাক ও নাস।' (মুসলিম)

١٠١٥- وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنَ الْجَانِّ، وَعَيْنِ الْإِنْسَانِ، حَتَّى نَزَلَتِ الْمُعَوِّذَتَانِ، فَلَمَّا نَزَلَتَا، أَخَذَ بِهِمَا وَتَرَكَ مَا سِوَاهُمَا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১০১৫. হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিন্‌ ও মানুষের নজর লাগা থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। এমনকি শেষ পর্যন্ত 'কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক' (সূরা ফালাক) ও 'কুল আউযু বিরাব্বিল নাস' (সূরা নাস) সূরা দু'টি নাযিল হয়। এ সূরা দু'টি নাযিল হওয়ার পর তিনি এ দু'টিকে ঐ উদ্দেশ্যে গ্রহণ করে নিলেন এবং অন্য কিছু পরিহার করলেন। (তিরমিযী)

١٠١٦– وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « مِنَ الْقُرْآنِ سُوْرَةٌ ثَلَاثُوْنَ آيَةً شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتّٰى غُفِرَ لَهُ ، وَهِىَ : تَبَارَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ.

১০১৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কুরআনের একটি সূরায় তিরিশটি আয়াত রয়েছে। সূরাটি এক ব্যক্তির শাফা'আত (সুপারিশ) করল, শেষ পর্যন্ত (এর ফলে) ঐ ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দেয়া হল। আর এ সূরাটি হচ্ছে"তাবারাকাল্লাযী বি-ইয়দিহিল মুল্‌ক"(সূরা মুল্‌ক)। (আবূ দাঊদ ও তিরমিযী)

١٠١٧– وَعَنْ أَبِىْ مَسْعُوْدٍ الْبَدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : « مَنْ قَرَأَ بِالْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فِىْ لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১০১৭. হযরত আবু মাসঊদ আল-বাদ্‌রী (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি এক রাতে সূরা বাকারার শেষ দু'টি আয়াত (আ-মানার রাসূলু বিমা উনযিলা .... ২৮৫, লা-ইউ কাল্লিফুল্লাহু নাফসান ইল্লা উসয়াহা .... ২৮৬ আয়াত) পাঠ করে তা তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়। (বুখারী ও মুসলিম)

١٠١٨– وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « لَاتَجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ مَقَابِرَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِىْ تُقْرَأُ فِيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১০১৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের ঘরগুলোকে কবরে পরিণত করো না। অবশ্য যে ঘরে সূরা বাকারা পড়া হয় সে ঘর থেকে শয়তান পালিয়ে যায়। (মুসলিম)

١٠١٩– وَعَنْ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « يَا أَبَا الْمُنْذِرِ أَتَدْرِىْ أَىُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ مَعَكَ أَعْظَمُ ؟ قُلْتُ : اَللّٰهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ ، فَضَرَبَ فِىْ صَدْرِىْ وَقَالَ : « لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ أَبَا الْمُنْذِرِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১০১৯. হযরত উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "হে আবুল মুনযির! তুমি কি জান, তোমার সংগে যে আল্লাহর কিতাব আছে তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ আয়াত কোনটি? আমি বললাম, সে আয়াতটি হচ্ছে ঃ "আল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইউল কাইউম ...." (আয়াতুল কুরসী) তিনি আমার বুক চাপড়িয়ে বললেনঃ হে আবুল মুনযির! ইল্‌ম তোমার জন্য মুবারক হোক। (মুসলিম)

١٠٢٠- وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : وَكَّلَنِي رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ ، فَأَتَانِي آتٍ ، فَجَعَلَ يَحْثُوْ مِنَ الطَّعَامِ ، فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ : لأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ، قَالَ : إِنِّيْ مُحْتَاجٌ وَعَلَيَّ عِيَالٌ ، وَبِيْ حَاجَةٌ شَدِيْدَةٌ ، فَخَلَّيْتُ عَنْهُ ، فَأَصْبَحْتُ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، مَا فَعَلَ أَسِيْرُكَ الْبَارِحَةَ ؟ » قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ شَكَا حَاجَةً وَعِيَالاً فَرَحِمْتُهُ ، فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهُ. فَقَالَ : « أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُوْدُ » فَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيَعُوْدُ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَرَصَدْتُهُ، فَجَاءَ يَحْثُوْ مِنَ الطَّعَامِ فَقُلْتُ : لأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ، قَالَ : دَعْنِيْ فَإِنِّيْ مُحْتَاجٌ، وَعَلَيَّ عِيَالٌ لاَ أَعُوْدُ ، فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهُ ، فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، مَا فَعَلَ أَسِيْرُكَ الْبَارِحَةَ ؟ » قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ شَكَا حَاجَةً وَعِيَالاً فَرَحِمْتُهُ ، فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهُ ، فَقَالَ : « إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُوْدُ » فَرَصَدْتُهُ الثَّالِثَةَ. فَجَاءَ يَحْثُوْ مِنَ الطَّعَامِ ، فَأَخَذْتُهُ ، فَقُلْتُ : لأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ، وَهٰذَا آخِرُ ثَلاَثِ مَرَّاتٍ أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّكَ لاَ تَعُوْدُ ثُمَّ تَعُوْدُ ! فَقَالَ : دَعْنِيْ فَإِنِّيْ أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللّٰهُ بِهَا ، قُلتُ : مَا هُنَّ ؟ قَالَ : إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ ، فَإِنَّهُ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللّٰهِ حَافِظٌ ، وَلاَ يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ ، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ فَأَصْبَحْتُ ، فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَا فَعَلَ أَسِيْرُكَ الْبَارِحَةَ ؟ » قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ زَعَمَ أَنَّهُ يُعَلِّمُنِيْ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُنِيْ اللّٰهُ بِهَا ، فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهُ قَالَ : « مَا هِيَ ؟ » قُلْتُ : قَالَ لِيْ : إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ مِنْ أَوَّلِهَا حَتَّى تَخْتِمَ الآيَةَ : (اَللّٰهُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ)

وَقَالَ لِي : لاَ يَزَالُ عَلَيْكَ مِنَ اللّٰهِ حَافِظٌ ، وَلَنْ يَقْرَبَكَ شَيْطَانٌ حَتّٰى تُصْبِحَ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوْبٌ ، تَعْلَمُ مَنْ تُخَاطِبُ مُنْذُ ثَلاَثٍ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ »؟ قُلْتُ : لاَ ، قَالَ : « ذَاكَ شَيْطَانٌ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১০২০. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে রমযানের যাকাত (সাদাকায়ে ফিত্‌র) সংরক্ষণ ও পাহারা দেবার দায়িত্ব দিলেন। এ দায়িত্ব পালনকালে এক ব্যক্তি আমার কাছে আসল এবং খাদ্য বস্তু তুলে নিতে লাগল। আমি তাকে ধরে ফেললাম। তাকে বললাম ঃ আমি তোমাকে অবশ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদ্‌মতে পেশ করব। সে বলল ঃ "আমি একজন অভাবী, সন্তানদের বোঝাও আমার ঘাড়ে আছে এবং প্রয়োজনও আমার খুব বেশী।" আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। সকাল হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ "হে আবূ হুরায়রা! গত রাতে তোমার কয়েদী কি করল?" আমি বললাম ঃ "ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে তার অভাব ও সন্তানদের কথা বলল, তাই আমি দরাপরবশ হয়ে তাকে ছেড়ে দিয়েছি।" তিনি বললেন ঃ সে অবশ্য তোমাকে মিথ্যা বলেছে। তবে আবার সে আসবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথায় আমি জানতে পারলাম, সে আবার আসবে। কাজেই আমি তার জন্য আঁড়ি পেতে থাকলাম। সে এসে খাদ্য বস্তু নিতে লাগল। আমি বললাম ঃ "তোমাকে আমি অবশ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উপস্থিত করব।" সে বলল "আমাকে ছেড়ে দাও, কারণ আমি অভাবী আর সন্তানদের বোঝাও আমার ওপর আছে। এরপর আমি আর চুরি করতে আসব না।" তার কথায় দয়াপরবশ হয়ে আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। পরদিন সকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "হে আবু হুরায়রা! গতরাতে তোমার বন্দী কি করল।" আমি বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে অভাব ও সন্তান পালনের ব্যয় ভারের অভিযোগ করল। কাজেই আমি দয়া পরবশ হয়ে তাকে ছেড়ে দিলাম।" তিনি বললেন ঃ অবশ্য সে তোমাকে মিথ্যা বলেছে। তবে সে আবার আসবে।" এরপর আমি তৃতীয়বার তার জন্য আঁড়ি পেতে থাকলাম। সে এসে খাদ্য বস্তু সরাতে লাগল। আমি তাকে ধরে ফেললাম। আমি বললাম ঃ "আমি অবশ্য তোমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পেশ করব। কারণ এই নিয়ে তিন বার তুমি বলেছ যে, তুমি আর ফিরবে না। কিন্তু প্রত্যেকবারেই তুমি ফিরে এসেছে।" সে বললো "আমাকে ছেড়ে দিন। আমি আপনাকে এমন কিছু কালেমা শিখিয়ে দিব যার ফলে আল্লাহ্ আপনাকে লাভবান করবেন।" আমি বললাম ঃ "সেগুলো কি?" সে বলল "যখন বিছানায় ঘুমুতে যাবেন আয়াতুল কুরসী পড়বেন এর ফলে আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনার ওপর সব সময় একজন হিফাযতকারী নিযুক্ত থাকবে এবং শয়তান আপনার ধারে কাছে ঘেঁসতে পারবে না। এভাবে সকাল হয়ে যাবে।" একথা শুনে আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। পরদিন সকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম এসে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "গত রাতে তোমার কয়েদী কি করল?" আমি বললামঃ "ইয়া রাসূলাল্লাহ!" সে ওয়াদা করল যে, সে এমন কিছু কালেমা শিখিয়ে দিবে যার ফলে আল্লাহ্ আমাকে লাভবান করবেন। ফলে আমি তাকে ছেড়ে দিলাম।" তিনি জিজ্ঞেসা করলেন ঃ সেগুলো কি? আমি বললাম ঃ সে আমাকে বললো, আপনি বিছানায় ঘুমুতে যাবার সময় 'আয়াতুল কুরসী' পড়বেন– اَللّٰهُ لَآ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ প্রথম থেকে শুরু করে শেষ আয়াত পর্যন্ত। আর সে আমাকে এও বলেছে এর ফলে আল্লাহ্ পক্ষ থেকে একজন হিফাযতকারী সব সময় আপনার ওপর নিযুক্ত থাকবে এবং শয়তান আপনার কাছেও ঘেঁসতে পারবে না এবং এভাবে সকাল হয়ে যাবে। একথা শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ এ কথাটা সে অবশ্য তোমাকে সত্য বলেছে। তবে সে নিজে হচ্ছে মিথ্যুক। কিন্তু হে আবু হুরায়রা! তুমি কি জান গত তিন দিন থেকে তুমি কার সাথে কথা বলছ ? আমি বললাম ঃ না, আমি জানি না। তিনি বললেন ঃ সে হচ্ছে শয়তান। (বুখারী)

١٠٢١- وَعَنْ أَبِيْ الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُوْرَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ ». وَفِيْ رِوَايَةٍ : « مِنْ آخِرِ سُوْرَةِ الْكَهْفِ » رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ.

১০২১. হযরত আবু দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সূরা কাহফের প্রথম দশটি আয়াত মুখস্থ করবে সে দাজ্জালের হাত থেকে বেঁচে যাবে। অন্য এক বর্ণনাতে আছে, সূরা কাহফের শেষ দশটি আয়াত। (মুসলিম)

١٠٢٢- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : بَيْنَمَا جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَاعِدٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ سَمِعَ نَقِيْضًا مِنْ فَوْقِهِ ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ : هٰذَا بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ فُتِحَ الْيَوْمَ وَلَمْ يُفْتَحْ قَطُّ إِلاَّ الْيَوْمَ ، فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكٌ فَقَالَ : هٰذَا مَلَكٌ نَزَلَ إِلَى الْأَرْضِ لَمْ يَنْزِلْ قَطُّ إِلاَّ الْيَوْمَ ، فَسَلَّمَ وَقَالَ : أَبْشِرْ بِنُوْرَيْنِ أُوْتِيْتَهُمَا ، لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيٌّ قَبْلَكَ : فَاتِحَةُ الْكِتَابِ ، وَخَوَاتِيْمُ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ ، لَنْ تَقْرَأَ بِحَرْفٍ مِنْهَا إِلاَّ أُعْطِيْتَهُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১০২২. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদিন হযরত জিব্রীল (আ.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বসেছিলেন। তিনি ওপর থেকে কিছু আওয়াজ শুনে মাথা উঠিয়ে দেখলেন এবং বললেন ঃ এটি হচ্ছে আকাশের একটি দরজা। আজকের দিনের এটা খোলা হয়েছে। কিন্তু ইতিপূর্বে আর কোনদিন এটা খোলা হয়নি। তারপর এই দরজা দিয়ে একজন ফিরিশ্তা অবতরণ করলেন। হযরত জিব্রীল (আ.) বললেনঃ এই ফিরিশ্তাটি পৃথিবীতে অবতরণ করেছে। ইতিপূর্বে আর কখনো সে পৃথিবীতে অবতরণ করেনি। ফিরিশ্তাটি তাঁকে (নবী সা) সালাম করলেন এবং বললেন ঃ সংসংবাদ গ্রহণ

করুন, এমন দু'টি নূরের সুসংবাদ গ্রহণ করুন যা আপনাকে দেয়া হয়েছে এবং আপনার পূর্বে আর কোন নবীকে দেয়া হয়নি। সে দু'টি হচ্ছে ঃ সূরা ফাতিহা ও সূরা বাকারার শেষ আয়াত। সেগুলির কোন একটি হরফ পড়লেই আপনাকে তার সাওয়াব দেয়া হবে। (মুসলিম)

بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِجْتِمَاعِ عَلَى الْقِرَاءَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ কুরআন মজীদ তিলাওয়াতের জন্য এক'ত্র হওয়া মুস্তাহাব।

١٠٢٣- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِى بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِ اللّٰهِ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللّٰهِ ، وَيَتَدَارَسُوْنَهُ بَيْنَهُمْ إِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ ، وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১০২৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কোন একটি দল আল্লাহর কোন ঘরে সমবেত হয়ে আল্লাহ্ কিতাব (পবিত্র কুরআন) তিলাওয়াত করলে এবং নিজেদের মধ্যে তার আলোচনা করলে অবশ্যম্ভাবী রূপে তাদের ওপর প্রশান্তি নাযিল হয় এবং রহমত তাদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। আর ফিরিশ্‌তারা নিজেদের ডানা মেলে তাদের ওপর ছায়া বিস্তার করে এবং আল্লাহর নিকটে যাঁরা থাকেন তাঁদের মধ্যে তিনি তার আলোচনা করেন। (মুসলিম)

بَابُ فَضْلِ الْوُضُوْءِ

অনুচ্ছেদ ঃ অযূর ফযীলত

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ .... مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلٰكِنْ يُرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ (المائدة : ٦)

"হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা নামযের জন্য উঠবে, তোমাদের নিজেদের মুখমণ্ডল .... আল্লাহ্ তোমাদের জীবনকে সংকীর্ণ করে দিতে চান না। তিনি চান তোমাদেরকে পবিত্র করতে এবং তাঁর নিয়ামত তোমাদের ওপর সম্পূর্ণ করে দিতে।" (সূরা মায়িদাঃ ৬)

١٠٢٤- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : « إِنَّ أُمَّتِى يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوْءِ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيْلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১০২৪. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আমার উম্মাতকে কিয়ামতের দিন "গুররান মুহাজ্জালীন" –উজ্জল কপাল ও শুভ্র অংশের (কপাল চাঁদা) অধিকারী বলে ডাকা হবে। অযূ করার সময় যে সব অংগ ধোয়া হয় সেখান থেকেই এর নিদর্শন ফুটে বের হবে। কাজেই তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি নিজের ঔজ্জল্য বাড়াবার ক্ষমতা রাখে তার তা করা উচিত অর্থাৎ যথারীতি সুন্দরভাবে পরিপূর্ণ অযূ করা। (বুখারী ও মুসলিম)

١٠٢٥– وَعَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ خَلِيْلِي ﷺ يَقُولُ : « تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوُضُوْءُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১০২৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, আমার হাবীব (রাসূলুল্লাহ) সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমি বলতে শুনেছি ঃ "মু'মিনের সৌন্দর্য সে পর্যন্ত পৌঁছে যাবে যে পর্যন্ত তার অযূর পানি পৌঁছে যাবে"। (মুসলিম)

١٠٢٦– وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১০২৬. হযরত উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি অযূ করে এবং খুব ভালোভাবে ও সুন্দর করে অযূ করে তার শরীর থেকে সমস্ত গুনাহ বের হয়ে যায়, এমনকি তার নখের নিচ থেকেও বের হয়ে যায়। (মুসলিম)

١٠٢٧– وَعَنْهُ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَوَضَّأَ مِثْلَ وَضُوْئِيْ هٰذَا ثُمَّ قَالَ : « مَنْ تَوَضَّأَ هٰكَذَا ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ، وَكَانَتْ صَلَاتُهُ وَمَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ نَافِلَةً » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১০২৭. হযরত উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখলাম অযূ করতে এই যেমন আমি অযূ করছি ঠিক এমনিভাবে। এভাবে অযূ করার পর তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি এভাবে অযূ করবে তার পিছনের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। আর তার নামায ও মসজিদ পর্যন্ত আসা নফল (বাড়তি সাওয়াব) হয়ে যাবে। (মুসলিম)

١٠٢٨– وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوِ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيْئَةٍ نَظَرَ

إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ ، أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ، خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ ، أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ ، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ ، أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১০২৮. হযরত হুরায়রা (রা.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ যখন মুসলমান বা মু'মিন বান্দা অযূ করে এবং তার মুখমণ্ডল ধুয়ে ফেলে পানির সাথে বা পানির শেষ বিন্দুটির সাথে তার চেহারা থেকে সমস্ত গুনাহ্ বের হয়ে যায় যেগুলোর দিকে সে তার চোখ দু'টির সাহায্যে দৃষ্টিপাত করেছিল। তারপর যখন সে তার হাত দু'টি ধুয়ে ফেলে, পানির সাথে বা পানির শেষ বিন্দুটির সাথে তার হাত দু'টি থেকে সমস্ত গুনাহ বের হয়ে যায় যা তার হাত দু'টি ধরে ছিল। এরপর যখন সে তার পা দু'টি ধুয়ে ফেলে, পানির সাথে বা পানির শেষ বিন্দুটির সাথে সমস্ত গুনাহ বের হয়ে যায় যার দিকে তার পা দু'টি এগিয়ে গিয়েছিল, এমনকি সে গুনাহ থেকে সম্পূর্ণ পাকসাফ হয়ে যায়। (মুসলিম)

١٠٢٩– وَعَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَتَى الْمَقْبَرَةَ فَقَالَ : « اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ ، وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا » قَالُوْا : أَوَلَسْنَا إِخْوَانَكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ : « أَنْتُمْ أَصْحَابِيْ، وَإِخْوَانُنَا الَّذِيْنَ لَمْ يَأْتُوْا بَعْدُ » قَالُوْا : كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتِ بَعْدُ مِنْ أُمَّتِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ فَقَالَ : « أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَهُ خَيْلٌ غُرٌّ مُحَجَّلَةٌ بَيْنَ ظَهْرَيْ خَيْلٍ دُهْمٍ بُهْمٍ أَلَا يَعْرِفُ خَيْلَهُ ؟ » قَالُوْا : بَلَى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، قَالَ : « فَإِنَّهُمْ يَأْتُوْنَ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنَ الْوُضُوْءِ ، وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১০২৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবর স্থানে এলেন এবং বললেন ঃ "আস্সালামু আলাইকুম দারা কাওমিম মুমিনীন, ওয়া ইন্না ইনশা আল্লাহ বিকুম লা-হিকুন" –হে মু'মিনদের আবাসস্থলের অধিবাসীরা, তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক আর আমরা ইনশা আল্লাহ তোমাদের সাথে মিলিত হব"। আমার হৃদয়ের একান্ত ইচ্ছে ছিল আমাদের ভাইদেরকে দেখব। সাহাবা কিরাম (রা.) জিজ্ঞেস করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা কি আপনার ভাই নই? জবাব দিলেন ঃ তোমরা আমার সাথী আর আমার ভাই হচ্ছে তারা যারা এখন দুনিয়ায় আসেনি। সাহাবাগণ বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার উম্মতের যে সব লোক এখন আসেনি তাদের আপনি কেমন চিনবেন? তিনি জবাব দিলেন ঃ দেখ, যদি কোন ব্যক্তির সাদা কপাল ও সাদা পাওয়ালা ঘোড়া অন্য কাল ঘোড়ার মধ্যে

মিশে থাকে তাহলে কি তার ঘোড়া চিনে নিতে পারবে না? সাহাবা কিরাম (রা.) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! কেন পারবেন না? তিনি বললেন ঃ তাহলে কিয়ামতের দিন তারা এমন অবস্থায় আসবে যখন অযূর প্রভাবে তাদের কপাল ও হাত-পা থেকে ঔজ্জল্য ঠিকরে পড়তে থাকবে এবং আমি তাদের আগেই হাউযে (কাওসার) পৌঁছে যাব। (মুসলিম)

١٠٣٠- وَعَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُوْ اللّٰهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ ؟ قَالُوْا : بَلَى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، قَالَ : إِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ عَلَى مَكَارِهِ ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ ، وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ ؛ فَذَالِكُمُ الرِّبَّاطُ ، فَذالِكُمُ الرِبَاطُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১০৩০. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমি কি তোমাদের সে জিনিসটির খবর দেব না যার সাহায্যে আল্লাহ গুনাহ মুছে ফেলেন এবং যার মাধ্যমে তোমাদের মর্যাদা উন্নত হয়? সাহাবা কিরাম (রা.) বললেন ঃ হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন ঃ সেটি হচ্ছে, কঠিন সময়ে পরিপূর্ণভাবে অযূ করা, মসজিদের দিকে গমন করা এবং এক নামাযের পর আর এক নামাযের জন্য অপেক্ষা করা। এটিই তোমাদের প্রিয় জিনিস! এটিই তোমাদের প্রিয় জিনিস। (মুসলিম)

١٠٣١- وَعَنْ أَبِيْ مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْإِيْمَانِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১০৩১. হযরত আবু মালিক আল-আশ'আরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "পবিত্রতা অর্জন করা হচ্ছে ঈমানের অর্ধাংশ"। (মুসলিম)

١٠٣٢- وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ أَوْ فَيُسْبِغُ الْوُضُوْءَ ثُمَّ قَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ، إِلاَّ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১০৩২. হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে অযূ করে পরিপূর্ণভাবে অথবা (তিনি বলেন ঃ) যথাযথভাবে তারপর বলে, "আশহাদু আল লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু" তবে তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেয়া হবে। সেগুলির যেটির মধ্য দিয়ে ইচ্ছে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। (মুসলিম)

بَابُ فَضْلِ الأَذَانِ

অনুচ্ছেদ ঃ আযানের ফযীলত।

١٠٣٣– عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِى النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ. ثُمَّ لَمْ يَجِدُوْا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوْا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوْا عَلَيْهِ ، وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِى التَّهْجِيْرِ لاَسْتَبَقُوْا إِلَيْهِ ، وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِى الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১০৩৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ লোকে যদি জানত আযান দেয়া ও নামাযের প্রথম কাতারের মধ্যে কি আছে (কি পরিমাণ সাওয়াব ও মর্যাদা আছে) তাহলে তারা লটারীর মাধ্যমে ছাড়া সেগুলো হাসিল করতে পারত না। আর যদি তারা জানত নামাযে আগে আসার মধ্যে কি আছে (কি পরিমাণ সাওয়াব ও মর্যাদা আছে) তাহলে তারা সে দিকে অগ্রবর্তী হবার জন্য প্রতিযোগিতা করত। আর যদি তারা জানত এশার ও ফজরের নামাযের মধ্যে কি আছে (কি পরিমাণ সাওয়াব ও মর্যাদা আছে) তাহলে হামাগুঁড়ি দিয়ে আসতে হলেও তারা সেদিকে আসত। (বুখারী ও মুসলিম)

١٠٣٤– وَعَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : « الْمُؤَذِّنُوْنَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১০৩৪. হযরত মু'আবিয়া (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ "কিয়ামতের দিন মুয়ায্যিনগণ লোকদের মধ্যে সবচেয়ে লম্বা হবে গাড়ের দিক দিয়ে"। (মুসলিম)

١٠٣٥– وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِىْ صَعْصَعَةَ أَنَّ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِىَّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَهُ : « إِنِّىْ أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ فَإِذَا كُنْتَ فِىْ غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ فَأَذَّنْتَ لِلصَّلاَةِ ، فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ فَإِنَّهُ لاَ يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلاَ إِنْسٌ وَلاَ شَىْءٌ إِلاَّ شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » قَالَ أَبُوْ سَعِيْدٍ : سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ. رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ

১০৩৫. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন আবু সা'সা'আ (রা.) থেকে বর্ণিত। আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা.) তাঁকে বলেছেন ঃ আমি দেখছি তুমি ছাগল ও বনভূমি ভালবাস। কাজেই যখন তুমি নিজের ছাগলগুলির সাথে বা বনভূমির মধ্যে থাকবে, নামাযের জন্য আযান দেবে এবং উচ্চস্বরে আযান দিবে। কারণ আযানদাতার সুউচ্চ স্বর জিন্‌, মানুষ ও বস্তু সমষ্টির মধ্যে যারাই শুনবে কিয়ামতের দিন তারাই তার জন্য সাক্ষ্য দিবে। আবু সাঈদ (রা.) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে আমি একথা শুনেছি। (বুখারী)

١٠٣٦- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «إِذَا نُوْدِيَ بِالصَّلَاةِ ، أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ ، لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعُ التَّأْذِيْنَ ، فَإِذَا قُضِيَ النِّدَاءُ أَقْبَلَ ، حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ لِلصَّلَاةِ أَدْبَرَ ، حَتَّى إِذَا قُضِيَ التَّثْوِيْبُ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُوْلُ : اذْكُرْ كَذَا ، وَاذْكُرْ كَذَا لِمَا لَمْ يَذْكُرْ مِنْ قَبْلُ حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ مَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১০৩৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যখন নামাযের জন্য আযান দেয়া হয়, শয়তান ছুটে পালিয়ে যেতে থাকে। এবং তখন সে এমন জোরে বাতকর্ম করতে থাকে যার ফলে আযানের আওয়াজ শুনতে পায় না। তারপর আযান শেষ হয়ে গেলে সে ফিরে আসে। আবার যখন নামাযের জন্য ইকামত দেয়া হয় সে দৌড়িয়ে পালিয়ে যায়। এমনকি ইকামত শেষ হয়ে গেলে সে আবার ফিরে আসে যাতে মানুষ ও তার নফসের মধ্যে ওয়াসওয়াসা সৃষ্টি করতে পারে। শয়তান বলে ঃ অমুক জিনিসটা স্মরণ কর, অমুক জিনিসটা মনে কর, যা ইতিপূর্বে তার স্মরণ ছিল না। এমনকি এভাবে মানুষ এমন অবস্থায় পৌঁছে যায় যে, তার মনে থাকে না, সে কয় রাকা'আত নামায পড়েছে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٠٣٧- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : « إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ ، ثُمَّ صَلُّوْا عَلَيَّ ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ، ثُمَّ سَلُوْا اللّٰهَ لِيَ الْوَسِيْلَةَ ، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِيْ إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللّٰهِ وَأَرْجُوْ أَنْ أَكُوْنَ أَنَا هُوَ ، فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوَسِيْلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَتِيْ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১০৩৭. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহা আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ যখন তোমরা আযান দিতে শুন তখন তার পুনরাবৃত্তি কর যা মুয়ায্যিন বলে। তারপর আমার ওপর দরূদ পড়। কারণ যে ব্যক্তি আমার ওপর একবার দরূদ পড়ে আল্লাহ এর বদ্লায় তার ওপর দশবার রহমত বর্ষণ করেন। তারপর আল্লাহর কাছে আমার জন্য অসীলার প্রার্থনা কর। কারণ জান্নাতে একটি স্থান আছে, তা আল্লাহর সমস্ত বান্দাদের মধ্যে মাত্র একটি বান্দার উপযোগী। আর আমি আশা করি আমিই সেই বান্দা। কাজেই যে ব্যক্তি আমার জন্য অসীলার প্রার্থনা করবে তার জন্য আমার শাফা'আত ওয়াজিব হয়ে যাবে। (মুসলিম)

١٠٣٨- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ ، فَقُولُوا كَمَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১০৩৮. হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমরা আযান শুনতে পাও তখন মুয়ায্‌যিন যা বলে তার পুনরাবৃত্তি করে যাও। (বুখারী, মুসলিম)

١٠٣٩- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ : اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১০৩৯. হযরত জাবির (রা.) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আযান শোনার সময় নিম্নোক্ত দু'আটি বলে ঃ "আল্লাহুম্মা রাব্বা হা-যিহিদ দা'ওয়াতিত তা-ম্মাতি ওয়াস্ সালাতিল কা-ইমাতি আতি মুহাম্মাদানিল অসীলাতা ওয়াল ফাদীলাতা ও'য়াবআসহু মাকা-মাম্ মাহমূদানিল্লাযী ওয়া'আদ্‌তাহু" –হে আল্লাহ! এই পূর্ণাংগ দু'আর প্রভু আর প্রতিষ্ঠা লাভকারী নামাযের প্রভু। মুহাম্মদ (সা.)-কে অসীলা ও শ্রেষ্ঠত্ব দান কর এবং তাঁকে তোমার ওয়াদাকৃত মাকামে মাহমূদে প্রশংসিত স্থানে পৌঁছাও" কিয়ামতের দিন তার শাফা'আত করা আমার জন্য ওয়াজিব হয়ে যাবে। (বুখারী)

١٠٤٠- وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا ، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১০৪০. হযরত সা'দ ইব্‌ন আবু ওয়াক্‌কাস (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছন। তিনি বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মুয়ায্‌যিনের আযান শুনে বলে ঃ "আশহাদু আললা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা-শারীকালাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু রাদীতু বিল্লাহি রাব্বান, ওয়া বি মুহাম্মাদিন রাসূলান, ওয়া বিল ইসলামে দীনান" আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ্ ছাড়া আরে কোন মাবূদ নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই এবং মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল। আল্লাকে রব বা প্রভু বলে মেনে নিতে, মুহাম্মাদকে রাসূল হিসেবে এবং ইসলামকে দীন হিসেবে গ্রহণ করতে আমি সম্মত হয়েছে। তার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। (মুসলিম)

١٠٤١- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اَلدُّعَاءُ لَايُرَدُّ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ.

১০৪১. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহা আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ের দু'আ প্রত্যাখ্যাত হয় না অর্থাৎ কবুল হয়। (আবু দাঊদ ও তিরমিযী)

بَابُ فَضْلِ الصَّلَوَاتِ

অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের ফযীলত।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ (العنكبوت : ٤٥)

"নিশ্চয়ই নামায অশ্লীল ও অসৎকাজ থেকে মানুষকে বারণ করে।" (সূরা আনকাবূত ঃ ৪৫)

١٠٤٢- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : « أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ ، هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ ؟ » قَالُوا : لَا يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ ، قَالَ: « فَذَالِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ ، يَمْحُو اللّٰهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১০৪২. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা ভেবে দেখ, তোমাদের কারোর ঘরের দরজায় যদি একটি নদী প্রবাহিত হতে থাকে এবং সে তাতে প্রতিদনি পাঁচবার গোসল করতে থাকে, তাহলে তার শরীরে কোন ময়লা থাকবে কি? সাহাবা কিরাম (রা.) বললেন ঃ না, তার শরীরে কোন ময়লা থাকবে না। তিনি বললেন ঃ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের এটিই হচ্ছে দৃষ্টান্ত। এ নামাযগুলির মাধ্যমে আল্লাহ গুনাহ নিঃশেষ করে দেন। (বুখারী ও মুসলিম)

١٠٤٣- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ كَمَثَلِ نَهْرٍ جَارٍ غَمْرٍ عَلَى بَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১০৪৩. হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পাঁচটি নামাযের দৃষ্টান্ত হচ্ছে– একটি বড় নদী প্রবাহিত হয়ে গেছে

তোমাদের কারোর ঘরের দরজার সামনে দিয়ে। তাতে সে প্রতিদিন পাঁচবার করে গোসল করে। (মুসলিম)

١٠٤٤- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً أَصَابَ مِنِ امْرَأَةٍ قُبْلَةً ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالَى : (أَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ) فَقَالَ الرَّجُلُ : أَلِي هٰذَا ؟ قَالَ : « لِجَمِيعِ أُمَّتِي كُلِّهِمْ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১০৪৪. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি একটি মেয়েকে চুমো খেয়েছিল। তারপর সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাযির হয়ে তাঁকে একথা জানিয়েছিল। ফলে আল্লাহ নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল করলেন ঃ (অর্থ) "নামায কায়িম কর দিনের দুই প্রান্তভাগে আর রাতের কয়েক ঘন্টায়। নিশ্চয়ই ভাল কাজগুলো খারাপ কাজগুলোক মিটিয়ে দেয়।" লোকটি জিজ্ঞেস করলো ঃ "এ হুকুমটি আমার জন্যও?" নবী জবাব দিলেন ঃ আমার সমস্ত উম্মাতের জন্য"। (বুখারী ও মুসলিম)

١٠٤٥- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كُفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১০৪৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ পাঁচ ওয়াক্ত নামায ও এক জুমু'আ থেকে আর এক জুমু'আ পর্যন্ত পঠিত নামায এর মধ্যকার জন্য কাফ্‌ফারা যে পর্যন্ত না কবীরাগুনাহ করা হয়। (মুসলিম)

١٠٥٦- وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : « مَا مِنِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلاَةٌ مَكْتُوْبَةٌ فَيُحْسِنُ وُضُوْءَهَا وَخُشُوْعَهَا وَرُكُوْعَهَا إِلاَّ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوْبِ مَا لَمْ تُؤْتَ كَبِيْرَةٌ ، وَذٰلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১০৪৬. হযরত উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যদি কোন মুসলমান ফরয নামাযের সময় হলেই ভাল করে অযূ করে তারপর খুশু ও খুযু (মহান আল্লাহ্‌কে হাজের ও নাজের জেনে একাগ্রতার সাথে) সহকারে নামায আদায় করে, তার এ নামায তার আগের সমস্ত গুনাহের কাফ্‌ফারা হয়ে যায়। যে পর্যন্ত সে কবীরা গুনাহ থেকে দূরে থাকে। আর এ অবস্থা চলতে থাকে সমগ্র কালব্যাপী। (মুসলিম)

بَابُ فَضْلِ صَلاَةِ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ফজর ও আসরের নামাযের ফযীলত।

١٠٤٧- عَنْ أَبِيْ مُوْسَى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الجَنَّةَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১০৪৭. হযরত আবু মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি দু'টি ঠাণ্ডা (ফজর ও আসর) সময়ের নামায পড়ে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٠٤٨- وَعَنْ أَبِيْ زُهَيْرٍ عَمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : « لَنْ يَلِجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا » يَعْنِى الفَجْرَ وَالعَصْرَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১০৪৮. হযরত আবু যুহাইর আমারাহ ইব্‌ন রুওয়াইবা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি "যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে নামায (ফজর ও আসর) পড়ে সে কখনো দোযখে প্রবেশ করবে না।" (মুসলিম)

١٠٤٩- وَعَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِيْ ذِمَّةِ اللّٰهِ فَانْظُرْ يَا ابْنَ آدَمَ ، لاَ يَطْلُبَنَّكَ اللّٰهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১০৪৯. হযরত জুনদুব ইব্‌ন সুফিয়ান (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ফজরের নামায পড়ে সে আল্লাহর দায়িত্বের মধ্যে শামিল হয়ে যায়। কাজেই হে বনী আদম! চিন্তা কর মহান আল্লাহ তোমাদের কাছ থেকে নিজেদের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত কোন জিনিস চেয়ে না বসেন। (মুসলিম)

١٠٥٠- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « يَتَعَاقَبُوْنَ فِيْكُمْ مَلاَئِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةٌ بِالنَّهَارِ ، وَيَجْتَمِعُوْنَ فِيْ صَلاَةِ الصُّبْحِ وَصَلاَةِ الْعَصْرِ ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِيْنَ بَاتُوْا فِيْكُمْ فَيَسْأَلُهُمُ اللّٰهُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِيْ ؟ فَيَقُوْلُوْنَ : تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ ، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১০৫০. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ রাত ও দিনের ফিরিশ্‌তারা পালাক্রমে তোমাদের কাছে আসে এবং ফজর ও আসরের নামাযে তাঁরা একত্রিত হয়। তারপর রাতের ফিরিশ্‌তারা উপরে উঠে যায়। আল্লাহ তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, আর প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে তিনি তাদের সম্পর্কে বেশী জানেন। "আমার বান্দাদেরকে কি অবস্থায় রেখে এলে?" তাঁরা বলে "আমরা তাদেরকে যখন রেখে আসি তখন তারা নামাযরত ছিল আর আমরা যখন তাদের কাছে পৌঁছেছিলাম তখনো তারা নামাযরত ছিল।" (বুখারী ও মুসলিম)

١٠٥١- وَعَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْبَجَلِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ ، فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ : إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هٰذَا الْقَمَرَ ، لاَ تُضَامُوْنَ فِيْ رُؤْيَتِهِ ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لاَّ تُغْلَبُوْا عَلَى صَلاَةٍ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ ، وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا فَافْعَلُوْا » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১০৫১. হযরত জারীর ইব্‌ন আবদুল্লাহ আল-বাজালী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ছিলাম। তিনি পূর্ণিমার রাতে চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ তোমরা আজকের এই চাঁদকে যেমনভাবে দেখছ (আখিরাতে) তোমাদের রবকেও ঠিক তেমনি দেখতে পাবে। তাঁকে দেখতে তোমরা কোন প্রকার কষ্ট বা অসুবিধা অনুভব করবে না। কাজেই যদি তোমরা সূর্য উদিত হবার পূর্বের ও সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বের সালাতের ওপর অন্য কিছুকে প্রাধান্য না দাও তাহলে তাই কর। (এ নামায দু'টি যথা সময়ে আদায় কর।) (বুখারী ও মুসলিম)

١٠٥٢- وَعَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « مَنْ تَرَكَ صَلاَةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১০৫২. হযরত বুরাইদা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আসরের নামায ত্যাগ করল তার আমল বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল। (বুখারী)

بَابُ فَضْلِ الْمَشْيِ إِلَى الْمَسَاجِدِ

অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদে যাওয়ার ফযীলত।

١٠٥٣-عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : « مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْرَاحَ أَعَدَّ اللّٰهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ نُزُلاً كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১০৫৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সকালে বা সন্ধ্যায় মসজিদে যায়, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে মেহমানদারীর সরঞ্জাম তৈরী করেন, যতবার সে সকালে বা সন্ধ্যায় যায় ততবারই। (বুখারী ও মুসলিম)

١٠٥٤- وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : « مَنْ تَطَهَّرَ فِيْ بَيْتِهِ ثُمَّ مَضَى إِلَى بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِ اللّٰهِ ؛ لِيَقْضِيَ فَرِيْضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللّٰهِ ، كَانَتْ خُطُوَاتُهُ ، إِحْدَاهَا تَحُطُّ خَطِيئَةً ، وَالْأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১০৫৪. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের গৃহ থেকে পবিত্রতা অর্জন করে (অযূ ও প্রয়োজনে গোসল করে) আল্লাহর গৃহের মধ্য থেকে কোন একটি গৃহের দিকে যায়, আল্লাহর ফরযের মধ্য থেকে কোন একটি ফরয আদায় করার উদ্দেশ্যে, তার একটি পদক্ষেপে একটি গুনাহ ক্ষমা হয়ে যায় এবং অন্য পদক্ষেপটি তার একটি মর্যাদা উন্নত করে। (মুসলিম)

١٠٥٥- وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا أَبْعَدَ مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْهُ ، وَكَانَتْ لَا تُخْطِئُهُ صَلَاةٌ ! فَقِيْلَ لَهُ : لَوْ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا تَرْكَبُهُ فِيْ الظَّلْمَاءِ وَفِيْ الرَّمْضَاءِ قَالَ : مَا يَسُرُّنِيْ أَنَّ مَنْزِلِيْ إِلَى جَنْبِ الْمَسْجِدِ ، إِنِّيْ أُرِيْدُ أَنْ يُكْتَبَ لِيْ مَمْشَايَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَرُجُوْعِيْ إِذَا رَجَعْتُ إِلَى أَهْلِيْ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « قَدْ جَمَعَ اللّٰهُ لَكَ ذَالِكَ كُلَّهُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১০৫৫. হযরত উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আনসারদের মধ্যে একজন লোক ছিলেন। মসজিদ থেকে তাঁর চেয়ে বেশী দূরে অবস্থানকারী কোন লোকের কথা জানা ছিল না। কোন নামায তিনি (মসজিদে জামায়াতের সাথে আদায় না করে) ছাড়তেন না। তাঁকে বলা হল ঃ আপনি যদি একটি গাধা কিনে নিতেন, তাহলে আঁধার রাতে ও প্রচণ্ড রৌদ্রে উত্তপ্ত জমীনের ওপরে তার পিঠে চড়ে মসজিদে আসতেন। তিনি জবাব দিলেন ঃ আমার ঘর যদি মসজিদের পাশে হয় তাহলে তাতে আমি মোটেই খুশী হব না। আমি চাই, আমার ঘর থেকে বের হয়ে মসজিদে আসা ও আবার মসজিদ থেকে পরিবার পরিজনের উদ্দেশ্যে ঘরের দিকে যাওয়া সবটুকু আল্লাহ পথে লেখা হোক। এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ "আল্লাহ তোমার জন্য এসবগুলো একত্রিত করে দিয়েছেন"। (মুসলিম)

١٠٥٦- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : خَلَتِ الْبِقَاعُ حَوْلَ الْمَسْجِدِ ، فَأَرَادَ بَنُوْ سَلِمَةَ أَنْ يَنْتَقِلُوْا قُرْبَ الْمَسْجِدِ ، فَبَلَغَ ذَالِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ

لَهُمْ: « بَلَغَنِيْ أَنَّكُمْ تُرِيْدُوْنَ أَنْ تَنْتَقِلُوْا قُرْبَ الْمَسْجِدِ ؟! قَالُوْا ، نَعَمْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ أَرَدْنَا ذَالِكَ ، فَقَالَ : « بَنِيْ سَلِمَةَ دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ آثَارُكُمْ ، دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ آثَارُكُمْ » فَقَالُوْا : مَا يَسُرُّنَا أَنَّا كُنَّا تَحَوَّلْنَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১০৫৬. হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ মসজিদের চারপাশে কিছু জায়গা খালি ছিল। বনু সালামা গোত্র (সেই জমি কিনে) মসজিদের কাছে স্থানান্তরিত হতে মনস্থ করল। এ খবর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পৌঁছলে তিনি তাদের বললেন ঃ আমার জানতে পেরেছি, তোমরা মসজিদের সন্নিকটে স্থানান্তরিত হতে চাও। তারা বলল, হাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা এ রকম ইচ্ছা করেছি। তিনি বললেন ঃ হে বনী সালামা! তোমরা নিজেদের বর্তমান বাসস্থানেই অবস্থান কর, তোমাদের পদক্ষেপগুলো (সাওয়াব হিসেবে আল্লাহর সমীপে) লিখিত হচ্ছে, তোমরা নিজেদের বর্তমান স্থানেই অবস্থান কর। তোমাদের পদক্ষেপগুলো লিখিত হচ্ছে। একথা শুনে তাঁরা বললো ঃ তাহলে আর আমাদের স্থানান্তরিত হওয়া আমাদের কি-ই বা আনন্দিত করতে পারে। (মুসলিম)

١٠٥٧- وَعَنْ أَبِيْ مُوْسَى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ « إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ أَجْرًا فِيْ الصَّلَاةِ أَبْعَدُهُمْ إِلَيْهَا مَمْشًى فَأَبْعَدُهُمْ. وَالَّذِيْ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الإِمَامِ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الَّذِيْ يُصَلِّى ثُمَّ يَنَامُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১০৫৭. হযরত আবু মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ নিঃসন্দেহে নামাযের জন্য সবচেয়ে বেশী প্রতিদান পাবে সেই ব্যক্তি যে সবচেয়ে বেশী দূর থেকে হেঁটে নামাযে আসে। তারপর যে ব্যক্তি আরো বেশী দূর থেকে আসে সে আরো বেশী প্রতিদান পাবে। আর যে ব্যক্তি ইমামের সাথে নামায পড়ার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে সে তার চাইতে বেশী প্রতিদান পাবে যে একাকী নামায পড়ে, তারপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٠٥٨- وَعَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « بَشِّرُوْا الْمَشَّائِيْنَ وَفِيْ الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّوْرِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » رَوَاهُ أَبُوْا دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِيُّ.

১০৫৮. হযরত বুরাইদা (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ অন্ধকারে পায়ে হেঁটে মসজিদের দিকে আগমনকারীদের কিয়ামতের পরিপূর্ণ আলোর সুখবর দাও। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

١٠٥٩- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُوْ اللّٰهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ ؟ قَالُوْا : بَلَى يَارَسُوْلَ اللّٰهِ. قَالَ : » إِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ ، فَذٰلِكُمُ الرِّبَاطُ ، فَذٰلِكُمُ الرِّبَاطُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১০৫৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে এমন বিষয়ে জানাব না, যার মাধ্যমে আল্লাহ গুনাহসমূহ খতম করে দেন এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করেন ? সাহাবা কিরাম (রা.) বললেন ঃ হাঁ, ইয়া রাসুলাল্লাহ! তিনি বললেন ঃ তা হচ্ছে, কঠিন অবস্থায় পুরোপুরি অযূ করা, মসজিদের দিকে বেশী পদক্ষেপ গ্রহণ করা (বেশী দূর থেকে মসজিদে আসা) এবং নামাযের পর আর এক নামাযের জন্য অপেক্ষা করা। এটিই হচ্ছে তোমাদের সীমান্ত প্রহরা। এটিই হচ্ছে তোমাদের সীমান্ত প্রহরা। (মুসলিম)

١٠٦٠- وَعَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : « إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَادُ الْمَسَاجِدَ فَاشْهَدُوْا لَهُ بِالإِيْمَانِ ، قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ : إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ » اَلاٰيَةَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ.

১০৬০. হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমরা কোন লোককে বারবার মসজিদের আসতে দেখ তখন তার ঈমানদারীর সাক্ষ্য দাও। কারণ মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ্ বলেছেন ঃ "আল্লাহর মসজিদসমূহ আবাদ করে তারা যারা আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছে এবং শেষ দিনের (কিয়ামতের দিন) উপর ঈমান এনেছে"। (তিরমিযী)

بَابُ فَضْلِ انْتِظَارِ الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের জন্য অপেক্ষা করার ফযীলত।

١٠٦١- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « لاَيَزَالُ أَحَدُكُمْ فِىْ صَلاَةٍ مَا دَامَتِ الصَّلاَةُ تَحْبِسُهُ لاَ يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ الصَّلاَةُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১০৬১. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যতক্ষণ নামাযের জন্য প্রতীক্ষা কোন ব্যক্তিকে আটকে রাখে এবং যতক্ষণ

নামায ছাড়া অন্য কিছু তাকে গৃহে পরিজনদের কাছে ফিরে যাওয়ার পথে বাধা দেয় না, ততক্ষণ সে নামাযের মধ্যেই থাকে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٠٦٢- وَعَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « الْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّى عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِيْ مُصَلاَّهُ الَّذِيْ صَلَّى فِيْهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ ، تَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ ، اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১০৬২. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কোন ব্যক্তি যখন নামায পড়ার পর নিজের মুসাল্লার ওপর বসে থাকে তখন ফিরিশ্‌তারা তার জন্য দু'আ করতে থাকে যতক্ষণ তার অযূ ভেঙ্গে না যায়। ফিরিশ্‌তারা বলতে থাকেঃ "হে আল্লাহ্ একে ক্ষমা কর। হে আল্লাহ! এর ওপর রহম কর"। (বুখারী)

١٠٦٣- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَخَّرَ لَيْلَةً صَلاَةَ الْعِشَاءِ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ بَعْدَ مَا صَلَّى فَقَالَ : « صَلَّى النَّاسُ وَرَقَدُوْا وَلَمْ تَزَالُوْا فِيْ صَلاَةٍ مُنْذُ انْتَظَرْتُمُوْهَا ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১০৬৩. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। এক রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এশার নামায মধ্য রাত পর্যন্ত দেরী করে আদায় করলেন। নামাযের পর আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন ঃ "সমস্ত লোক নামায পড়ার পর ঘুমিয়ে পড়েছে কিন্তু তোমরা যখন থেকে নামাযের অপেক্ষায় আছ তখন থেকে নামাযের মধ্যেই আছ"। (বুখারী)

بَابُ فَضْلِ صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ জামায়াতের সাথে নামায পড়ার ফযীলত।

١٠٦٤- عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১০৬৪. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ জামায়াতের সাথে নামায পড়া একাকী নামায পড়ার চাইতে ২৭ গুণ বেশী মর্যাদার অধিকারী। (বুখারী ও মুসলিম)

١٠٦٥- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « صَلاَةُ الرَّجُلِ فِيْ جَمَاعَةٍ تُضَعَّفُ عَلَى صَلاَتِهِ فِيْ بَيْتِهِ وَفِيْ سُوْقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ ضِعْفًا ، وَذَالِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ ، لاَ يُخْرِجُهُ إِلاَّ الصَّلاَةُ ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلاَّ رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ ،

وَحُطَّتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةٌ ، فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلِ الْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّى عَلَيْهِ مَا دَامَ فِىْ مُصَلاَّهُ ، مَا لَمْ يُحْدِثْ ، تَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ ، اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ. وَلاَيَزَالُ فِىْ صَلاَةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلاَةَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১০৬৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তির জামায়াতের সাথে নামায তার ঘরে বা বাজারের নামাযের চাইতে ২৫ গুণ বেশী সাওয়াবের অধিকারী। আর এটা তখন হয় যখন সে অযূ করে এবং ভাল করে অযূ করে তারপর (নামাযের উদ্দেশ্যে) বের হয়। এ অবস্থায় সে যতবার পা ফেলে তার প্রতিবারের পরিবর্তে একটি করে মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয় এবং একটি করে গুনাহ ক্ষমা করা হয়। তারপর যখন সে নামায পড়তে থাকে, ফিরিশ্তারা তার জন্য রহমতের দু'আ করতে থাকে। যতক্ষণ সে নামাযের মুসাল্লার ওপর থাকে এবং তার অযূ না ভাঙ্গে। ফিরিশতাদের সেই দু'আর শর্ব্দাবলী হচ্ছে ঃ "হে আল্লাহ্, এই ব্যক্তির ওপর রহমত নাযিল কর। হে আল্লাহ! এর ওপর রহম কর"। আর যতক্ষণ সে নামাযের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে, সে নামাযের অন্তর্ভুক্ত গণ্য হতে থাকে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٠٦٦- وَعَنْهُ قَالَ : أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ أَعْمَى ، فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، لَيْسَ لِىْ قَائِدٌ يَقُوْدُنِىْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَسَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَن يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّى فِىْ بَيْتِهِ فَرَخَّصَ لَهُ ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ : « هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلاَةِ ؟ » قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : « فَأَجِبْ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১০৬৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ জনৈক দৃষ্টিহীন ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! নেই এমন কোন ব্যক্তি যে আমাকে মসজিদে আনতে পারে! কাজেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অনুমতি চাইলেন যাতে তিনি মসজিদে না এসে ঘরেই নামায পড়তে পারেন। তিনি তাকে অনুমতি দিলেন। তারপর যখন লোকটি যাচ্ছিল, তখন তিনি তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি নামাযের আযান শুনতে পাও? সে বলল ঃ হাঁ। তিনি বললেন ঃ তাহলে তুমি আযানের আওয়াজে সাড়া দাও। জামায়াতে শরীক হবে। (মুসিলম)

١٠٦٧- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ وَقِيْلَ عَمْرُو بْنِ قَيْسٍ الْمَعْرُوْفِ بِابْنِ أُمِّ مَكْتُوْمٍ الْمُؤَذِّنِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ الْمَدِيْنَةَ كَثِيْرَةُ الْهَوَامِّ وَالسِّبَاعِ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « تَسْمَعُ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ ، فَحَيَّهَلاً ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

১০৬৭. হযরত আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। বলা হয়েছে, এ আবদুল্লাহ হচ্ছে আমর ইব্ন কায়িস মুয়ায্যিন, ইব্ন উম্মে মাকতূম (রা.) নামে পরিচিত। তিনি বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ মদীনায় বিষাক্ত প্রাণী ও হিংস্রপশুর যথেষ্ট উৎপাত দেখা যায়! একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ যদি তুমি "হাইয়া আলাস্ সালাহ্, হাইয়া আলাল ফালাহ", (নামাযে চলে এস! কল্যাণের দিকে এস!) শুনতে পাও তাহলে নামাযের জন্য চলে এস। (আবু দাউদ)

١٠٦٨- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْتَطَبَ ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيَؤُمَّ النَّاسَ ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوْتَهُمْ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১০৬৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমার প্রাণ যাঁর হাতে তাঁর কসম করে বলছি, অবশ্যি আমি সংকল্প করেছি, আমি কাঠ সংগ্রহ করার নির্দেশ দেব, তারপর আমি নামাযের হুকুম দিব এবং এজন্য আযান দেয়া হবে, তারপর আমি এক ব্যক্তিকে হুকুম করব সে লোকদের নামায পড়াবে। এরপর আমি সেই লোকদের দিকে যাব, যারা নামাযের জামায়াতে হাযির হয়নি। এবং তাদের বাড়ি ঘর তাদের সামনেই জ্বালিয়ে দেব। (বুখারী ও মুসলিম)

١٠٦٩- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللّٰهَ تَعَالَى غَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظْ عَلَى هٰؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ ، حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ ، فَإِنَّ اللّٰهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ ﷺ سُنَنَ الْهُدَى ، وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى ، وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِيْ بُيُوْتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هٰذَا الْمُتَخَلِّفُ فِيْ بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُوْمُ النِّفَاقِ ، وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১০৬৯. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কাল, (কিয়ামতের দিন) আল্লাহর সাথে মুসলিম হিসেবে সাক্ষাত করতে ভালবাসে তার এই নামাযগুলোর প্রতি অতীব গুরুত্ব দেয়া কর্তব্য, যে গুলোর জন্য আযান দেয়া হয়। কারণ আল্লাহ্ তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য কিছু হিদায়াতের পদ্ধতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। নামায এই হিদায়াতের পদ্ধতির মধ্যে শামিল। কাজেই যদি তোমরা নিজেদের ঘরেই নামায পড়তে থাকে, যেমন এই সব ব্যক্তি জামায়াত ছেড়ে দিয়ে নিজের ঘরে নামায পড়ে,

তাহলে তোমরা তোমাদের নবীর পদ্ধতি পরিত্যাগ করল। আর তোমাদের নবীর পদ্ধতি পরিত্যাগ করে থাকলে তোমরা অবশ্যই গুমরাহীতে লিপ্ত হয়ে গিয়েছে। আর আমরা তো তোমাদের লোকদের এমন অবস্থায় দেখেছি যে, তাদের মধ্যে একমাত্র পরিচিত মুনাফিক ছাড়া আর কেউ জামায়াত ত্যাগ করত না। আর কোন কোন লোক তো এমনও ছিল যে, দু'জন লোকের সহায়তায় তাঁকে আনা হত এবং নামাযের কাতারের মধ্যে দাঁড় করিয়ে দেয়া হত। (মুসলিম)

١٠٧٠- وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰه ﷺ يَقُوْلُ : « مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ لَا تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلَاةُ إِلَّا قَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ. فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ مِنَ الْغَنَمِ الْقَاصِيَةَ » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

১০৭০. হযরত আবু দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে গ্রামে বা প্রান্তরে তিনজন লোকও অবস্থান করে অথচ তারা জামায়াত কায়েম করে নামায পড়ে না তাদের ওপর শয়তান সাওয়ার হয়ে যায়। কাজেই জামায়াতের সাথে নামায পড়া তোমাদের জন্য অপরিহার্য। কারণ দল ছুট বকরীকেই বাঘে ধরে খায়। (আবু দাউদ)

بَابُ الْحِثِّ عَلَى حُضُوْرِ الْجَمَاعَةِ فِي الصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ বিশেষ করে ফজর ও এশার জামায়াতে হাযির হওয়া।

١٠٧١- عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰه ﷺ يَقُوْلُ : « مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ ، فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ ، وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ ، فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَفِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ : « مَنْ شَهِدَ الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ لَهُ قِيَامُ نِصْفِ لَيْلَةٍ ، وَمَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ ، كَانَ لَهُ كَقِيَامِ لَيْلَةٍ »

১০৭১. হযরত উসমান ইবন আফ্ফান (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি এশার নামায জামায়াতের পড়ল সে যেন অর্ধরাত অবধি নামায পড়ল। আর যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামায়াতের সাথে পড়ল সে যেন সারা রাত নামায পড়ল। (মুসলিম)

ইমাম তিরমিযী হযরত উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা) থেকে অন্য একটি রিওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন। তাতে তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি এশার জামায়াতে উপস্থিত হল সে অর্ধরাত অবধি নামায পড়ার সাওয়াব পেল। আর যে ব্যক্তি এশার ও ফজরের নামায জামায়াতের সাথে পড়ল সে সারারাত ধরে নামায পড়ার সাওয়াব পেল।

١٠٧٢- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১০৭২. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যদি তারা এশা ও ফজরের নামাযের মধ্যে কি (ফযীলত ও মর্যাদা) আছে তা জানতে পারত তাহলে হামাগুঁড়ি দিয়ে হলেও এ দু'টি নামাযের (জামায়াতে) শামিল হত। (বুখারী ও মুসলিম)

١٠٧٣- وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «لَيْسَ صَلَاةٌ أَثْقَلَ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِيْهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১০৭৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ এশার ও ফজরের নামাযের মত আর কোন নামায মুনাফিকদের কাছে বেশী ভারী বোঝা বলে মনে হয় না। তবে যদি তারা জানত এই দুই নামাযের মধ্যে কি আছে তাহলে তারা হামাগুঁড়ি দিয়ে হলেও এই দুই নামাযে শামিল হত। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ الْأَمْرِ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوْبَاتِ وَالنَّهْيِ الْأَكِيْدِ وَالْوَعِيْدِ الشَّدِيْدِ فِيْ تَرْكِهِنَّ

অনুচ্ছেদ ঃ ফরয নামাযগুলো সংরক্ষণ করার নির্দেশ এবং এগুলো পরিত্যাগ করার বিরুদ্ধে কঠোর নিষেধাজ্ঞা ও ভীতি প্রদর্শন।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى (البقرة : ٢٣٨)

"নামাযসমূহ সংরক্ষণ কর, বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামাযটি।" (সূরা বাকারা ঃ ২৩৮)

فَإِنْ تَابُوْا وَأَقَامُوْا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ (التوبة : ٥)

"তবে যদি তারা তাওবা করে, নামায কায়িম করে ও যাকাত আদাত করে তাহলে তাদের ছেড়ে দাও।" (সূরা তাওবা ঃ ৫)

١٠٧٤- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ : أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ : « الصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا » قُلْتُ : ثُمَّ أَيٌّ ؟ قَالَ « بِرُّ الْوَالِدَيْنِ » قُلْتُ : ثُمَّ أَيٌّ ؟ قَالَ : « اَلْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

১০৭৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করলাম ঃ কোন কাজটি সবচেয়ে উত্তম ও মর্যাদাবান? তিনি জবাব দিলেন ঃ যথাসময়ে নামায পড়া। জিজ্ঞেস করলাম ঃ তারপর কোন্ কাজটি? জবাব দিলেন ঃ পিতামাতার সাথে ভাল ব্যবহার করা। জিজ্ঞেস করলাম ঃ তারপর কোন্টি? জবাব দিলেন, আল্লাহর পথে জিহাদ করা। (বুখারী ও মুসলিম)

١٠٧٥- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهُ ﷺ : « بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُوْلُ اللّٰهِ ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

১০৭৫. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে ৫টি বিষয়ের ওপরঃ ১. এ সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল। ২. নামায কায়িম করা, ৩. যাকাত আদায় করা, ৪. বাইতুল্লাহর হজ্জ করা এবং ৫. রমযানের রোযা রাখা। (বুখারী ও মুসলিম)

١٠٧٦- وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوْا أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُوْلُ اللّٰهِ وَيُقِيْمُوْا الصَّلاَةَ ، وَيُؤْتُوْا الزَّكَاةَ ، فَإِذَا فَعَلُوْا ذَالِكَ ، عَصَمُوْا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّ الإِسْلاَمِ ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

১০৭৬. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা.) থেকি বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমাকে মানুষের সাথে যুদ্ধ করতে বলা হয়েছে যে পর্যন্ত না তারা সাক্ষ্য দেয় "আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল, আর যে পর্যন্ত না তারা নামায কায়িম করে ও যাকাত দেয়। তারপর যখন তারা এগুলো করবে, তাদের রক্ত ও সম্পাদ আমার হাত থেকে সংরক্ষিত করে নেবে। তবে কেবলমাত্র ইসলামের হক্ তাদের ওপর থাকে। আর তাদের হিসাবের দায়িত্ব ন্যাস্ত হবে আল্লাহর ওপর"। (বুখারী ও মুসলিম)

١٠٧٧- وَعَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : بَعَثَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ : « إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ

لاإِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ ، فَإِنْ أَطَاعُوا لِذَالِكَ ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَالِكَ ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَالِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১০৭৭. হযরত মু'আয (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে ইয়ামানে (শাসনকর্তার পদে অধিষ্ঠিত করে) পাঠালেন। তিনি আমাকে বললেন ঃ তুমি তাহলে কিতাবদের একটি গোষ্ঠির কাছে যাচ্ছ। কাজেই তাদেরকে আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল–এ কথার সাক্ষ্য দেবার জন্য আহবান জানাবে। যদি তারা এ ব্যাপারে অনুগত হয়, তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ তাদের ওপর প্রত্যেক দিবা রাতে ৫ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। তারা যদি এর প্রতি অনুগত হয়, তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ তাদের ওপর যাকাত ফরয করেছেন। তা গ্রহণ করা হবে তাদের ধনীদের কাছ থেকে এবং বিতরণ করা হবে তাদের দরিদ্রদের মধ্যে। তারা যদি এর প্রতি অনুগত হয়, তাহলে তাদের ভাল ও উৎকৃষ্ট সম্পদে হাত দেবে না। আর মাযলূমের ফরিয়াদকে ভয় কর। কারণ তার ও আল্লাহর মধ্যে কোন পর্দা নেই (মযলূমের ফরিয়াদ অবশ্যই কবুল হয়)। (বুখারী ও মুসলিম)

١٠٧٨- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: « إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلاَةِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১০৭৮. হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ মানুষের এবং শির্‌ক ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে নামায ত্যাগ করা। (মুসলিম)

١٠٧٩- وَعَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اَلْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاَةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১০৭৯. হযরত বুরাইদা (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ আমাদেরও তাদের (মুনাফিক) মধ্যে যে চুক্তি হয়েছে তা হচ্ছে নামাযের। কাজেই যে ব্যক্তি নামায ত্যাগ করল সে কুফরী করল। (তিরমিযী)

١٠٨٠- وَعَنْ شَقِيقِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ التَّابِعِيِّ الْمُتَّفَقِ عَلَى جَلاَلَتِهِ رَحْمَهُ اللَّهُ قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ لاَ يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلاَةِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১০৮০. হযরত শাকীক ইব্‌ন আবদুল্লাহ তাবিঈ (র.) যাঁর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে উলামায়ে কিরাম ঐক্যমত পোষণ করেছেন, বলেছেন ঃ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবায়ে কিরাম তাঁদের আমলের মধ্যে থেকে নামায ছাড়া আর কোন আমল ত্যাগ করা কুফ্‌রী মনে করতেন না। (তিরমযী)

١٠٨١- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ ، فَإِنْ صَلَحَتْ، فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ ، فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ ، فَإِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيْضَتِهِ شَيْئًا قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ : أُنْظُرُوْا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ ، فَيُكَمَّلُ مِنْهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيْضَةِ ؟ ثُمَّ يَكُوْنُ سَائِرُ أَعْمَالِهِ عَلَى هٰذَا» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১০৮১. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন বান্দার আমলের মধ্যে থেকে যে আমলটির হিসেবে সর্বপ্রথম গ্রহণ করা হবে সেটি হবে নামায। যদি এ হিসাবটি নির্ভুল পাওয়া যায় তাহলে সে সফলকাম হবে ও নিজের লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে। আর যদি এ হিসাবটিতে ভুল বা ত্রুটি দেখা যায় তাহলে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে ও ধ্বংস হয়ে যাবে। যদি তার ফরযগুলোর মধ্যে কোন কমতি থাকে তাহলে মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ বলবেন, দেখো আমার বান্দার কিছু নফলও আছে নাকি, তার সাহায্যে তার ফরযগুলির কমতি পূরণ করে দাও। তারপর সমস্ত আমলের হিসাব এভাবেই পুরণ করা হবে। (তিরমিযী)

بَابُ فَضْلِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ وَالْأَمْرِ بِإِتْمَامِ الصُّفُوْفِ الْأَوَّلِ وَتَسْوِيَتِهَا وَالتَّرَاصِّ فِيْهَا

অনুচ্ছেদ ঃ কাতারের ফযীলত এবং আগের কাতারগুলো পূরা করার, সেগুলো সমান করার ও দু'জনের মাঝখানে ব্যবধান না রেখে মিলে দাঁড়ান।

١٠٨٢- عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : أَلَا تَصُفُّوْنَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِ ؟ » فَقُلْنَا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا ؟ قَالَ : « يُتِمُّوْنَ الصُّفُوْفَ الْأَوَّلَ ، وَيَتَرَاصُّوْنَ فِي الصَّفِّ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১০৮২. হযরত জাবির ইবন সামুরাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের কাছে এসে বললেন ঃ তোমরা কি তেমনিভাবে

সারিবদ্ধ হবে না যেমন ফিরিশতারা তাঁদের প্রতিপালকের সামনে সারিবদ্ধ হয়? আমরা জিজ্ঞেস করলামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! ফিরিশতারা আবার তাঁদের প্রতিপালকের সামনে কিভাবে সারিবদ্ধ হয় ? তিনি জবাবে বললেন ঃ তাঁরা সামনের কাতারগুলো পুরো করে এবং দু'জনের মধ্যে কোন প্রকার ফাঁক না রেখে লাইনে ঘেঁষেঘেঁষে দাড়িয়ে যায়। (মুসলিম)

١٠٨٣- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِيْ النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوْا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوْا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوْا » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১০৮৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ লোকেরা যদি জানত আযান ও প্রথম সারিতে দাঁড়ানোর মধ্যে কি আছে (কি পরিমাণ সাওয়াব আছে) আর লটারীর মাধ্যমে ছাড়া তা অর্জন করার দ্বিতীয় কোন পথ না থাকলে তারা অবশ্যই লটারী করত। (বুখারী ও মুসলিম)

١٠٨٤- وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « خَيْرُ صُفُوْفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوْفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا ، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১০৮৪. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ (নামায) পুরুষদের সারিগুলোর মধ্যে প্রথম সারিটি হচ্ছে সবচে ভাল এবং শেষ সারিটি হচ্ছে সবচেয়ে খারাপ। আর মেয়েদের সারিগুলোর মধ্যে শেষ সারিটি হচ্ছে সবচেয়ে ভাল এবং প্রথম সারিটি হচ্ছে সবচেয়ে খারাপ। (মুসলিম)

١٠٨٥- وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَأَى فِيْ أَصْحَابِهِ تَأَخُّرًا ، فَقَالَ لَهُمْ : « تَقَدَّمُوْا فَأْتَمُّوْا بِيْ وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ لاَ يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُوْنَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللّٰهُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১০৮৫. হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবাদের দেখলেন তাঁরা (নামাযের) কাতারের মধ্যে পিছনে বসে যচ্ছেন তিনি তাদেরকে বললেন ঃ সামনে এগিয়ে এসো এবং আমার অনুসরণ কর আর তোমাদের পেছনে যারা আছে তাদের তোমাদের অনুসরণ করা উচিত। কোন জাতি পেছনে থাকতে থাকতে এমন অবস্থায় পৌঁছে যায় যে অবশেষে আল্লাহ্ তাদেরকে পেছনে ফেলে দেন। (মুসলিম)

١٠٨٦- وَعَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِيْ الصَّلاَةِ ، وَيَقُوْلُ : « إِسْتَوُوْا وَلاَ تَخْتَلِفُوْا فَتَخْتَلِفَ

قُلُوْبُكُمْ ، لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُوْلُوْ الأَحْلاَمِ وَالنُّهَى ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১০৮৬. হযরত আবু মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযে আমাদের কাঁধে হাত দিয়ে বলতেন ঃ সমান হয়ে দাঁড়াও, আগে-পিছে হয়ে যেয়ো না, তাহলে তোমাদের মনের মধ্যে অনৈক্য দেখা দেবে। বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ লোকদের আমার নিকটবর্তী থাকা উচিত। তারপর থাকবে তারা যারা বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার দিক দিয়ে তাদের কাছাকাছি। তারপর তারা যারা তাদের কাছাকাছি। (মুসলিম)।

١٠٨٧- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « سَوُّوْا صُفُوْفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلاَةِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ : « فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوْفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلاَةِ ».

১০৮৭. হযরত আনাস(রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের (নামাযের) কাতারগুলো সোজা ও সমান কর। কারণ কাতার সোজা ও সমান করা নামাযকে পূর্ণতা দান করার মধ্যে শামিল।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি রিওয়ায়েত করেছেন। তবে বুখারীর রিওয়ায়েতে বলা হয়েছে ঃ "কারণ লাইনগুলো সোজা ও সমান করা নামায কায়িম করার অন্তর্ভূক্ত"।

١٠٨٨- وَعَنْهُ قَالَ أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِوَجْهِهِ فَقَالَ : « أَقِيْمُوْا صُفُوْفَكُمْ وَتَرَاصُّوْا فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِيْ » رَوَاهُ الْبُخَارِي بِلَفْظِهِ ، وَمُسْلِمٌ بِمَعْنَاهُ.

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِي : وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ ».

১০৮৮. হযরত আনাস(রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নামায দাঁড়িয়ে গিয়েছিল (নামাযের ইকামত শেষ হয়ে গিয়েছিল) এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন ঃ তোমাদের কাতারগুলোকে সঠিক ও সোজাভাবে কায়েম কর এবং মিশেমিশে দাঁড়াও। কারণ আমি তোমাদেরকে আমার পেছন থেকে দেখি।

ইমাম বুখারী এই শব্দাবলী সহকারে হাদীসটি রিওয়ায়েত করেছেন। আর ইমাম মুসলিম এই সম্পর্কিত যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তার অর্থ এর সাথে অভিন্ন। তবে বুখারীর আর এক রিওয়ায়েতে বলা হয়েছে ঃ (কাজেই এরপর থেকে) "আমাদের প্রত্যেকে তার পাশের জনের কাঁধের সাথে কাঁধ ও পায়ের সাথে পা মিলিয়ে নিত"।

١٠٨٩- وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اَللّٰه ﷺ ، يَقُوْلُ : « لَتُسَوُّنَّ صُفُوْفَكُمْ ، أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللّٰهُ بَيْنَ وَجُوْهِكُمْ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰه ﷺ ، كَانَ يُسَوِّى صُفُوْفَنَا حَتَّى كَأَنَّمَا يُسَوِّى بِهَا الْقِدَاحَ ، حَتَّى رَأَى أَنَّا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ. ثُمَّ خَرَجَ يَوْمًا فَقَامَ حَتَّى كَادَ يُكَبِّرُ ، فَرَأَى رَجُلاً بَادِيًا صَدْرُهُ مِنَ الصَّفِّ فَقَالَ : « عِبَادَ اللّٰه، لَتُسَوُّنَّ صُفُوْفَكُمْ ، أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللّٰهُ بَيْنَ وُجُوْهِكُمْ ».

১০৮৯. হযরত নু'মান ইব্‌ন বাশীর (রা.) থেকে বর্ণিতই। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমাদের কাতারগুলো অবশ্যই সোজা করবে। অন্যথায় আল্লাহ তোমাদের চেহারার মধ্যে বিরোধিতা সৃষ্টি করে দিবেন। বুখারী ও মুসলিম)

আর মুসলিমের এক রিওয়ায়েতে বলা হয়েছে ঃ অবশ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের কাতারগুলো সোজা করতেন যেন এই সাথে তীর সোজা করা হল। এভাবে করতে করতে এক সময় তিনি দেখলেন, আমরা এ কাজটি শিখে গিয়েছি। তারপর একদিন তিনি বাইরে বের হয়ে এসে দাঁড়ালেন। এমন কি তিনি তাক্‌বীর বলতে যাচ্ছিলেন এমন সময় এক ব্যক্তিকে দেখলেন তার বুক কাতারের বাইরে বের হয়ে আছে। তিনি বললেন ঃ "হে আল্লাহর বান্দারা! কাতার সোজা কর, অন্যথায় আল্লাহ তোমাদের চেহারার মধ্যে বিরোধিতা সৃষ্টি করে দিবেন"।

١٠٩٠- وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ ، يَتَخَلَّلُ الصَّفَّ مِنْ نَاحِيَةٍ إِلَى نَاحِيَةٍ يَمْسَحُ صُدُوْرَنَا وَمَنَاكِبَنَا ، وَيَقُوْلُ : « لاَ تَخْتَلِفُوْا فَتَخْتَلِفَ قُلُوْبُكُمْ » وَكَانَ يَقُوْلُ : « إِنَّ اللّٰهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الصُّفُوْفِ الْأَوَّلِ » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

১০৯০. হযরত বারা ইব্‌ন আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাতারের মাঝখান দিয়ে একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে যেতেন এবং আমাদের বুকে ও কাঁধে হাত লাগাতেন এবং বলতেন ঃ আগে পিছে হয়ে যেও না, তাহলে তোমাদের মনও বিভিন্ন হয়ে যাবে। তিনি (আরো). বলতেন ঃ "অবশ্য আল্লাহ্ ও ফিরিশ্‌তারা প্রথম কাতারগুলোর ওপর রহমত বর্ষণ করেন"। (আবূ দাউদ)

١٠٩١- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰه ﷺ ، قَالَ : « أَقِيْمُوْا الصُّفُوْفَ وَحَاذُوْا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ وَسُدُّوا الْخَلَلَ وَلِيْنُوْا بِأَيْدِيْ

إِخْوَانِكُمْ وَلاَ تَذَرُوْا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللّٰهُ ، وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللّٰهُ » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

১০৯১. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ নামাযের জন্য কাতার বদ্ধ হও, কাঁধ মিলাও, ফাঁক বন্ধ কর, নিজের ভাইদের হাতের প্রতি কোমল হও এবং শয়তানের জন্য পথ ছেড়ে দিও না। যে ব্যক্তি কাতার মিলায় আল্লাহ তাকে (নিজের রহমতের সাথে) মেলাবেন। আর যে ব্যক্তি কাতার ভাংগে আল্লাহ্ তাকে (নিজের রহমত থেকে) কেটে দেবেন। (আবূ দাউদ)

١٠٩٢- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ، قَالَ : « رُصُّوْا صُفُوْفَكُمْ وَقَارِبُوْا بَيْنَهَا وَحَاذُوْا بِالْأَعْنَاقِ فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ إِنِّيْ لأَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ ، كَأَنَّهَا الْحَذَفُ » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

১০৯২. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কাতারগুলোকে মিলাও এবং পরস্পর নিকটবর্তী হয়ে যাও, আর কাঁধের সাথে কাঁধ মিলাও। সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ, অবশ্য আমি শয়তানদেরকে কাতারের মধ্যে এমনভাবে ঢুকতে দেখি যেমন ছোট ছাগল ঢোকে। (আবূ দাউদ)

١٠٩٣- وَعَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ « أَتِمُّوْا الصَّفَّ الْمُقَدَّمَ ، ثُمَّ الَّذِيْ يَلِيْهِ فَمَا كَانَ مِنْ نَقْصٍ فَلْيَكُنْ فِيْ الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

১০৯৩. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ প্রথম কাতার পূর্ণ কর, তারপর তারপরের কাতার। যদি কোন কমতি থাকে তাহলে সেটা থাকবে শেষ কাতারে। (আবূ দাউদ)

١٠٩٤- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « إِنَّ اللّٰهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى مَيَامِنِ الصُّفُوْفِ » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

১০৯৪. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ অবশ্য আল্লাহ্ ডাইনের কাতারগুলোর ওপর রহমত বর্ষণ করেন এবং তাঁর ফিরিশতারা দু'আ করতে থাকে। (আবূ দাউদ)

١٠٩٥- وَعَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : « كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُوْنَ عَنْ يَمِيْنِهِ يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ : « رَبِّ قِنِيْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ أَوْ تَجْمَعُ عِبَادَكَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১০৯৫. হযরত বারা ইব্‌ন আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পেছনে নামায পড়ার সময় আমরা তাঁর ডান দিকে দাঁড়াতে ভালো বাসতাম, যাতে তিনি (মুখ ফিরিয়ে বসার সময়) আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসেন। কাজেই আমি তাঁকে বলতে শুনলাম ঃ "হে আমার প্রভূ! তোমার বান্দাদেরকে যেদিন পুণর্বার উঠাবে বা একত্রিত করবে সেদিনের আযাব থেকে আমাকে বাঁচাও"। (মুসলিম)

١٠٩٦- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «وَسِّطُوْا الْإِمَامَ وَسُدُّوْا الْخَلَلَ » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدُ.

১০৯৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ইমামকে মধ্যখানে দাঁড় করাও এবং কাতারের মাঝখানের ফাঁক ভরে দাও। (আবূ দাউদ)

بَابُ فَضْلِ السُّنَنِ الرَّاتِبَةِ مَعَ الْفَرَائِضِ وَبَيَانِ أَقَلِّهَا وَأَكْمَلِهَا وَمَا بَيْنَهُمَا

অনুচ্ছেদ ঃ ফরযের সাথে সাথে সুন্নাতে মু'আক্‌কাদাহ পড়ার ফযীলত এবং তাদের স্বল্পতম, পরিপূর্ণ ও মধ্যবর্তী সুন্নাতসমূহ।

١٠٩٧- عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ أُمِّ حَبِيْبَةَ رَمْلَةَ بِنْتِ أَبِىْ سُفْيَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّى لِلّٰهِ تَعَالَى كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَىْ عَشَرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَ الْفَرِيْضَةِ إِلاَّ بَنَى اللّٰهُ لَهُ بَيْتًا فِىْ الْجَنَّةِ ! أَوْ : بُنِىَ لَهُ بَيْتٌ فِىْ الْجَنَّةِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১০৯৭. হযরত উম্মুল মু'মিনীন উম্মে হাবীবা রামলাহ্ বিনতে আবু সুফিয়ান (রা.) কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কোন মুসলমান যে একমাত্র মহান আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে প্রতিদিন ফরয নামাযগুলো ছাড়া বার রাকা'আত নফল নামায পড়ে মহান আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরী করেন অথবা (হাদীসের শেষের শুব্দগুলো এভাবে বলা হয়েছে) তিনি তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরী করেন। (মুসলিম)

١٠٩٨- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১০৯৮. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি নামায পড়েছি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যুহরের (ফরযের) আগে দু'রাক'আত ও পরে দু'রাক'আত, জুমু'আর (ফরযের) পরে দু'রাক'আত, মাগরিবের (ফরযের) পর দু'রাক'আত এবং এশার (ফরযের) পরে দু'রাক'আত। (বুখারী ও মুসলিম)

١٠٩٩- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بنِ مُغَفَّلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ » قَالَ فِي الثَّالِثَةِ : « لِمَنْ شَاءَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১০৯৯. হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন মুগাফ্‌ফাল (রা.) বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেক দুই আযানের মধ্যে নামায রয়েছে। প্রত্যেক আযানের মধ্যে নামায রয়েছে। প্রত্যেক দুই আযানের মধ্যে নামায রয়েছে। তৃতীয়বারে তিনি বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি চায় তার জন্য। (বুখারী ও মুসলিম।

بَابُ تَأْكِيْدِ رَكْعَتَي سُنَّةِ الصُّبْحِ

অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের দু'রাকা'আত সুন্নাতের তাকীদ।

١١٠٠- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، كَانَ لاَ يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১১০০. হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেছেন ঃ নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো যুহরের পূর্বের চার রাকা'আত এবং ফজরের পূর্বের দু'রাকা'আত ছাড়েননি। (বুখারী)

١١٠١- وَعَنْهَا قَالَتْ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ ، عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ تَعَاهُدًا مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১০১. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নফলগুলো (অর্থাৎ সুন্নাত ও নফল) মধ্যে ফজরের দু'রাকা'আতের (সুন্নাত) চাইতে বেশী আর কোনটার প্রতি খেয়াল রাখতেন না। (বুখারী ও মুসলিম।

١١٠٢- وَعَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১১০২. হযরত আয়েশা (রা.) নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ ফজরের দুই রাকা'আত দুনিয়া এবং তার ভিতরে যা কিছু আছে তার চেয়ে উত্তম। (মুসলিম)

١١٠٣- وَعَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ بِلاَلِ بْنِ رَبَاحٍ ، رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ، مُؤَذِّنِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ، أَنَّهُ أَتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ، لِيُؤْذِنَهُ بِصَلاَةِ الْغَدَاةِ ،

فَشَغَلَتْ عَائِشَةُ بِلالاً بِأَمْرٍ سَأَلَتْهُ عَنْهُ حَتَّى أَصْبَحَ جِدًّا ، فَقَامَ بِلالٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلاَةِ ، وَتَابَعَ أَذَانَهُ فَلَمْ يَخْرُجْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا خَرَجَ صَلَّى بِالنَّاسِ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ شَغَلَتْهُ بِأَمْرٍ سَأَلَتْهُ عَنْهُ حَتَّى أَصْبَحَ جِدًّا ، وَأَنَّهُ أَبْطَأَ عَلَيْهِ بِالْخُرُوجِ فَقَالَ يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ : « إِنِّي كُنْتُ رَكَعْتُ رَكْعَتَي الْفَجْرِ » فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ أَصْبَحْتَ جِدًّا ! قَالَ : « لَوْ أَصْبَحْتُ أَكْثَرَ مِمَّا أَصْبَحْتُ لَرَكَعْتُهُمَا ، وَأَحْسَنْتُهُمَا » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ .

১১০৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুয়াযযিন আবু আবদুল্লাহ বিলাল ইবন রাবাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাযির হলেন, তাঁকে ফজরের নামাযের সময় হয়ে গেছে একথা জানানোর জন্য। কিন্তু আয়েশা (রা.) বিলালকে এমন এক ব্যাপারে মশগুল করে ছিলেন, যা তিনি তার কাছে জিজ্ঞেস করছিলেন। এভাবে বেশ সকাল হয়ে গেল। তখন বিলাল উঠে তাঁকে নামাযের খবর দিলেন (অর্থাৎ জামায়াতের জন্য লোকেরা তৈরী হয়ে গেছে)। আবার দ্বিতীয়বার খবর দিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (সংগে সংগেই) বের হয়ে এলেন না। তারপর বাইরে বের হয়ে এলেন এবং লোকদেরকে নামায পড়ালেন। হযরত বিলাল (রা.) তাঁকে জানালেন, আয়িশা (রা.) তাকে এমন এক ব্যাপারে মশগুল করে দিয়েছিলেন, যা তিনি তাকে জিজ্ঞেস করছিলেন। এভাবে বেশ সকাল হয়ে গিয়েছিল। ফলে তাঁর বের হয়ে আসতে দেরী হয়ে গিয়েছিল। তিনি (অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন ঃ আমি তখন ফজরের দু'রাকা'আত সুন্নাত পড়ছিলাম। একথা শুনে বিলাল (রা.) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি অনেক বেশী সকাল করে ফেলেছেন। জাবাবে তিনি বললেন ঃ সকালের আলো যতটা ফুটে উঠেছিল তার চেয়ে যদি আরো বেশী ফুটে উঠত তবুও আমি ঐ দু'রাকা'আত পড়তাম, খুব ভালো করে পড়তাম, খুব সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে পড়তাম। (আবূ দাউদ)

بَابُ تَخْفِيفِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَبَيَانِ مَا يَقْرَأُ فِيهِمَا وَبَيَانِ وَقْتِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের দু'রাকা'আত সুন্নাতকে হাল্‌কা করে পড়া এবং তাতে কি পড়া হবে ও কখন পড়া হবে।

١١٠٤– عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالْإِقَامَةِ مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا : يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ، إِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ فَيُخَفِّفُهُمَا حَتَّى أَقُولَ : هَلْ قَرَأَ فِيهِمَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ !

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ الْفَجْرِ إِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ وَيُخَفِّفُهُمَا ، وَفِي رِوَايَةٍ : إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ.

১১০৪. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজরের নামাযের আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে হাল্‌কা দু'রাকা'আত নামায পড়তেন। (বুখারী ও মুসলিম)

আর বুখারী ও মুসলিমের অন্য একটি রিওয়ায়েতে বলা হয়েছে ঃ তিনি ফজরের দু'রাকা'আত (সুন্নাত) পড়তেন, এতো হাল্‌কা করে পড়তেন যে, আমি (মনে মনে) বলতাম ঃ এই দু'রাকা'আতে কি তিনি সূরা ফাতিহাও পড়েছেন ? আর মুসলিমের অন্য একটি রিওয়ায়েতে বলা হয়েছে ঃ তিনি আযান শোনার পর ফজরের দু'রাকা'আত (সুন্নাত) পড়তেন এবং এ দু'রাকা'আতকে হাল্‌কা করে পড়তেন। অন্য এক রিওয়ায়েতে বলা হয়েছে ঃ যখন প্রভাতের উদয় হত।

١١٠٥- وَعَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِلصُّبْحِ وَبَدَا الصُّبْحُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا طَلَعَ صَلَّى الْفَجْرَ لَايُصَلِّي إِلاَّ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ.

১১০৫. হযরত হাফ্‌সা (রা.) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) মুয়ায্‌যিন আযান দেবার পর যখন সকাল হয়ে যেত তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজরের দু'রাকা'আত (সুন্নাত) হাল্‌কা বা সংক্ষিপ্ত করে পড়তেন। (বুখারী ও মুসলিম)

আর মুসলিমের অন্য একটি রিওয়ায়েতে আছে ঃ ফজর উদয়ের পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'রাকা'আত হাল্‌কা (সুন্নাত) ছাড়া আর কিছুই পড়তেন না।

١١٠٦- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ، وَيُوْتِرُ بِرَكْعَةٍ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ ، وَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْغَدَاةِ ، وَكَأَنَّ الْأَذَانَ بِأُذُنَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১০৬. হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতের নামায দু'রাকা'আত করে পড়তেন। আর শেষ রাতে এক রাকা'আত জুড়ে দিয়ে বিত্‌র বানিয়ে নিতেন। সকালের নামাযের আগে তিনি দু'রাকা'আত পড়তেন। যেন মনে হত ইকামত বুঝি তাঁর কানে গুঞ্জরিত হচ্ছে। (বুখারী ও মুসলিম)

١١٠٧- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ، ﷺ ، كَانَ يَقْرَأُ فِيْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِيْ الْأُوْلَى مِنْهُمَا : (قُوْلُوْا آمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُنْزِلَ

إِلَيْنَا) الآيَةُ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ ، وَفِي الآخِرَةِ مِنْهُمَا : (آمَنَّا بِاللّٰهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُوْنَ)

وَفِي رِوَايَةٍ : فِي الآخِرَةِ الَّتِي فِي آلِ عِمْرَانَ : (تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ) رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ.

১১০৭. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (কখনো কখনো) ফজরের দু'রাকা'আত সুন্নাতের প্রথম রাকা'আতে পড়তেন ঃ قُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِاللّٰه وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا - আয়াতটি শেষ পর্যন্ত। (সূরা বাকারা ঃ ১৩৬) আর শেষ রাকা'আতে পড়তেন ঃ اٰمَنَّا بِاللّٰه وَاَشْهَدُ بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ - (সূরা আলে ইমরান ঃ ৫২) অন্য এক রিওয়ায়েতে বলা হয়েছে ঃ শেষ রাকা'আতে তিনি পড়তেন ঃ تَعَالَوا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ - (সূরা আলে ইমারান ঃ ৬৪) এ দু'টি হাদীসই ইমাম মুসলিম রিওয়ায়েত করেছেন।

١١٠٨- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَرَأَ فِي رَكْعَتِي الْفَجْرِ : (قُلْ يَاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ) و (قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১১০৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজরের দু'রাকা'আতে (সুন্নাতে) সূরা কা-ফিরূন এবং সূরা ইখ্‌লাস পড়তেন। (মুসলিম)

١١٠٩- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : رَمَقْتُ النَّبِيَّ ﷺ شَهْرًا وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ : (قُلْ يَاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ) ، وَ : (قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ) . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১১০৯. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এক মাস পর্যন্ত দেখেছি। আমি জেনেছি, তিনি ফজরের দু'রাকা'আত সুন্নাতে সূরা কা-ফিরূন এবং সূরা ইখ্‌লাস পড়েন। (তিরমিযী)

بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِضْطَجَاعِ بَعْدَ رَكْعَتِي الْفَجْرِ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ وَالْحَثُّ عَلَيْهِ سَوَاءَ كَانَ تَهَجَّدَ بِاللَّيْلِ أَمْ لَا

অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের সুন্নাতের পর ডান কাতে শুয়ে থাকা মুস্তাহাব এবং রাতে তাহাজ্জুদ পড়ুক বা না পড়ুক এতে উৎসাহিত করা।

١١١٠- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَت : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَي الْفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১১১০. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজরের দু'রাকা'আত সুন্নাত পড়ার পর ডান কাতে শুয়ে থাকতেন। (বুখারী)

١١١١- وَعَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً ، يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ ، وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَتَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ وَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ ، قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ ، هَكَذَا حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلْإِقَامَةِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১১১১. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এশার নামায শেষ করার পর থেকে ফজরের নামায পর্যন্ত এগার রাকা'আত পড়তেন। এর প্রত্যেক দু'রাকা'আতের মাঝে সালাম ফিরাতেন এবং এক রাকা'আত মিলিয়ে বিত্র পড়তেন। তারপর যখন মুয়ায্যিন ফজরের আযান দেয়ার পর নীরব হয়ে যেত ও ফজরের উদয় হত এবং মুয়ায্যিন (নামাযের খবর দেবার জন্য) আসতেন, তখন তিনি দাঁড়িয়ে দু'রাকা'আত হাল্কা (সুন্নাত) পড়ে নিতেন। তারপর ডান কাতে শুয়ে পড়তেন। নামাযের ইকামতের সময় হয়ে গেছে একথা জানানোর জন্য যখন মুয়ায্যিন আসতেন তখন পর্যন্ত তিনি শুয়ে থাকতেন। (মুসলিম)

١١١٢- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى يَمِيْنِهِ » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِيُّ.

১১১২. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কারোর যখন ফজরের দু'রাকা'আত সুন্নাত পড়া হয়ে যায়, তখন যেন সে ডান কাতে একটু শুয়ে পড়ে। (আবূ দাউদ ও তিরমিযী)

بَابُ سُنَّةِ الظُّهْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ যুহরের সুন্নাত।

١١١٣- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১১৩. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে দু'রাকা'আত (সুন্নাত) যুহরের পূর্বেও দু'রাকা'আত (সুন্নাত) যুহরের পরে পড়েছি। (বুখারী ও মুসলিম)

١١١٤- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لاَ يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১১১৪. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুহরের পূর্বের চার রাকা'আত (সুন্নাত) কখনও ছাড়তেন না। (বুখারী)

١١١٥- وَعَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فِي بَيْتِي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا ثُمَّ يَخْرُجُ ، فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، وَيُصَلِّي بِالنَّاسِ الْعِشَاءَ ، وَيَدْخُلُ بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১১১৫. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের ঘরে যুহরের পূর্বের চার রাকা'আত (সুন্নাত) পড়তেন, তারপর বাইরে বের হয়ে যেতেন এবং লোকদেরকে নামায পড়াতেন। এরপর তিনি ঘরের মধ্যে চলে আসতেন এবং দু'রাকা'আত সুন্নাত পড়তেন। আর তিনি লোকদেরকে মাগরিবের নামায পড়াতেন তারপর ঘরে চলে আসতেন এবং দু'রাকা'আত সুন্নাত পড়তেন। আর তিনি লোকদেরকে মাগরিবের নামায পড়াতেন তারপর ঘরে চলে আসতেন এবং দু'রাকা'আত সুন্নাত পড়তেন। আবার তিনি এভাবে লোকদেরকে এশার নামায পড়াতেন তারপর আমার গৃহে প্রবেশ করতেন এবং দু'রাকা'আত (সুন্নাত) পড়তেন। (মুসলিম)

١١١٦- وَعَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللّٰهُ عَلَى النَّارِ ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِيُّ.

১১১৬. হযরত উম্মে হাবীবা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি যুহরের পূর্বের চার রাকা'আত ও পরের চার রাকা'আত নিয়মিত পড়বে আল্লাহ্ তার ওপর জাহান্নামের আগুন হারাম করে দেবেন। (আবূ দাউদ ও তিরমিযী)

١١١٧- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ السَّائِبِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعًا بَعْدَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَقَالَ : « إِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ ، فَأُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ لِي فِيهَا عَمَلٌ صَالِحٌ » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১১১৭. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন সায়িব (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে পড়ার পর যুহরের (ফরযের) পূর্বে চার রাকা'আত পড়তেন এবং বলতেন ঃ এটা এমন একটা সময় যখন আকাশের দরজা খোলা হয়। তাই আমি চাই এ পথে আমার কোন ভালো আমল উপরে যাক। (তিরমিযী)

١١١٨- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا لَمْ يُصَلِّ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ ، صَلاَّهُنَّ بَعْدَهَا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১১১৮. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন (কোন কারণে) যুহরের পূর্বের চার রাকা'আত পড়তে পারতেন না, তখন যুহরের পরে (ফরযের পরে) তা পড়ে নিতেন। (তিরমিযী)

بَابُ سُنَّةِ الْعَصْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ আসরের সুন্নাত।

١١١٩- عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِالتَّسْلِيْمِ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১১১৯. হযরত আলী ইব্ন আবু তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসরের পূর্বে চার রাকা'আত (সুন্নাত) পড়তেন। এই রাকা'আতগুলোয় তিনি পৃথক পৃথকভাবে আল্লাহর নিকটতম ফিরিশ্তাগণ এবং মুসলমান ও মু'মিনদের মধ্য থেকে যারা তাদের অনুসারী তাদের প্রতি সালাম পাঠাতেন। (তিরমিযী)

١١٢٠- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « رَحِمَ اللّٰهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِيُّ.

১১২০. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি আসরের পূর্বে চার রাকা'আত পড়ে আল্লাহ্ তার ওপর রহম করবেন। (আবূ দাউদ ও তিরমিযী)

١١٢١- وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

১১২১. হযরত আলী ইব্ন আবু তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (কখনো কখনো) আসরের পূর্বে দু'রাকা'আত (সুন্নাত) পড়তেন। (আবূ দাউদ)

بَابُ سُنَّةِ الْمَغْرِبِ بَعْدَهَا وَقَبْلَهَا

অনুচ্ছেদ ঃ মাগরিবের পূর্বের ও পরের সুন্নাতসমূহ।

١١٢٢- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : «صَلُّوْا قَبْلَ الْمَغْرِبِ » قَالَ فِي الثَّالِثَةِ : « لِمَنْ شَاءَ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১১২২. হযরত আবুদল্লাহ ইবন মুগাফ্‌ফাল (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ তিনি বলেন, মাগরিবের আগে (দু'রাকা'আত) পড়া এ কথা তিনি দু'বার বলার পর তৃতীয়বার বলেন ঃ তবে যে চায় সে পড়তে পারে। (বুখারী)

١١٢٣- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ كِبَارَ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَبْتَدِرُوْنَ السَّوَارِيَ عِنْدَ الْمَغْرِبِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১১২৩. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবাগণকে মাগরিবের সময় (দু'রাকা'আত পড়ার জন্য) মসজিদের স্তম্ভগুলির দিকে এগিয়ে যেতে দেখেছি। (বুখারী)

١١٢٤- وَعَنْهُ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ ، فَقِيْلَ : أَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلاَّهُمَا ؟ قَالَ : كَانَ يَرَانَا نُصَلِّيْهِمَا فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১১২৪. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানায় সূর্য ডুবার পর মাগরিবের আগে দু'রাকা'আত নামায পড়তাম। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও কি ঐ নামাযটি পড়তেন? জবাব দিলেন ঃ তিনি আমাদের ঐ দু'রাকা'আত পড়তে দেখতেন, কিন্তু আমাদের হুকুম করতেন না আবার নিষেধও করতেন না। (মুসলিম)

١١٢٥- وَعَنْهُ قَالَ كُنَّا بِالْمَدِيْنَةِ فَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِصَلاَةِ الْمَغْرِبِ ، ابْتَدَرُوْا السَّوَارِيَ فَرَكَعُوْا رَكْعَتَيْنِ حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ الْغَرِيْبَ لَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَيَحْسَبُ أَنَّ الصَّلاَةَ قَدْ صَلِّيَتْ مِنْ كَثْرَةِ مَنْ يُصَلِّيْهِمَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১১২৫. হযরত আনাস (রা.) থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন ঃ যে সময় আমরা মদীনায় ছিলাম তখন মুয়ায্‌যিন মাগরিবের নামাযের আযান দিলে (সাহাবায়ে কিরাম) মসজিদের স্তম্ভগুলোর দিকে এগিয়ে যেতেন এবং দু'রাকা'আত (নফল) পড়তেন। এমন কি কোনো মুসাফির মসজিদে আসলে মনে করতো (ফরযের জামায়াত) নামায হয়ে গেছে। ঐ

দু'রাকা'আত নামায এত বেশী লোক পড়তো যার ফলে মুসাফির এ ধারণা করে বসতো। (মুসলিম)

بَابُ سُنَّةِ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ জুমুয়ার নামাযের সুন্নাত।

١١٢٦– وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১১২৬. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন জুমুয়ার নামায পড়ে তখন সে যেন তারপরে চার রাকা'আত পড়ে। (মুসলিম)

١١٢٧– وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১১২৭. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা.) বর্ণনা করেছেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুমুয়ার পর (মসজিদে) আর কোন নামায পড়তেন না। এমনকি এরপর তিনি নিজের ঘরে এসে দু'রাকা'আত পড়তেন। (মুসলিম)

بَابُ اسْتِحْبَابِ جَعْلِ النَّوَافِلِ فِي الْبَيْتِ سَوَاءُ الرَّاتِبَةُ وَغَيْرُهَا وَالْأَمْرِ بِالتَّحَوُّلِ لِلنَّافِلَةِ مِنْ مَوْضِعِ الْفَرِيْضَةِ أَوِ الْفَصْلُ بَيْنَهُمَا بِكَلَامٍ

অনুচ্ছেদ ঃ ঘরে নফল পড়া মুস্তাহাব- তা সুন্নাতে মু'আক্কাদা হোক বা গায়ের মু'আক্কাদা, আর সুন্নাত পড়ার জন্য ফরযের জায়গা থেকে সরে যাওয়ার নির্দেশ অথবা ফরয ও নফলের মধ্যে কথা বলে পার্থক্য সৃষ্টি করা।

١١٢٨– عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : « صَلُّوْا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوْتِكُمْ فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوْبَةَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১২৮. হযরত যায়িদ ইব্‌ন সাবিত (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ হে লোকেরা! তোমাদের নিজেদের ঘরে নামায পড়। কারণ ফরয নামায ছাড়া মানুষের নামাযের মধ্যে সেই নামাযই উৎকৃষ্ট যা সে তার ঘরে পড়ে। (বুখারী ও মুসলিম)

١١٢٩– وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « اجْعَلُوْا مِنْ صَلَاتِكُمْ فِي بُيُوْتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوْهَا قُبُوْرًا » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১৩০. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ কিছু কিছু নামায তোমাদের ঘরে পড় (সুন্নাত ও নফল) এবং ঘরগুলোকে কবরে পরিণত করো না। (বুখারী ও মুসলিম)

١١٣٠- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « إِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ فِيْ مَسْجِدِهِ ، فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيْبًا مِنْ صَلَاتِهِ ، فَإِنَّ اللّٰهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ خَيْرًا » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১১৩০. হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন মসজিদে তার নামায পড়া শেষ করে তখন যেন ঘরের জন্য তার নামায়ের কিছু অংশ রেখে দেয়। কারণ আল্লাহ তার নামাযের জন্য তার ঘরে বরকত দান করেন। (মুসলিম)

١١٣١- وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَطَاءٍ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ ابْنِ أُخْتِ نُمَرٍ يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ رَآهُ مِنْهُ مُعَاوِيَةُ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ : نَعَمْ صَلَّيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ فِي الْمَقْصُوْرَةِ ، لَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ قُمْتُ فِيْ مَقَامِيْ فَصَلَّيْتُ ، فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَقَالَ : لَا تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ : إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ ، فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ حَتَّى تَتَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ ، فَإِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَمَرَنَا بِذَالِكَ، أَنْ لَا نُوْصِلَ صَلَاةً حَتَّى تَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১১৩১. হযরত উমার ইব্‌ন আতা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাফি ইব্‌ন জুবাইর (র.) তাঁকে সায়িব ইব্‌ন উখতে নামেরের কাছে পাঠিয়ে তাঁকে এই মর্মে জিজ্ঞেস করলেন যে, আমীর মু'আবিয়া (রা.) তাঁর নামাযের ব্যাপারে যা দেখেছেন তা কি সত্য? তিনি জবাব দিলেন ঃ হাঁ, আমি মু'আবিয়ার সাথে জুমু'য়ার নামায মাকসূরায় পড়েছি। ইমাম যখন সালাম ফিরালেন, আমি আমার জায়গায় উঠে দাঁড়ালাম এবং নামায পড়লাম। মু'আবিয়া (রা.) ভিতরে গিয়ে আমার কাছে লোক পাঠিয়ে বলে দিলেন ঃ "যা করলে এরপর থেকে আর তাঁর পুনরাবৃত্তি করো না, জুমু'য়ার নামায পড়ার পর তার সাথে অন্য নামায মিলাবে না যে পর্যন্ত না কথা বলবে অথবা বের হয়ে আসবে সেখান থেকে (স্থান পরিবর্তন করবে)। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের এই হুকুম দিয়েছেন, আমরা যেন কথা বলার বা স্থান ত্যাগ করার আগে এক নামাযের সাথে আর এক নামায না মিলাই। (মুসলিম)

بَابُ الْحَثِّ عَلَى صَلاَةِ الْوِتْرِ وَبَيَانِ أَنَّهُ سُنَّةٌ مَتَاكِدَةٌ وَبَيَانِ وَقْتِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ বিত্‌রের নামাযে উদ্বুদ্ধ করা ও তাকিদ দেয়া এবং বিত্‌র সুন্নাতে মু'আক্কাদা (ওয়াজিব) হবার ও তার সময়ের বর্ণনা।

١١٣٢- عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : اَلْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَصَلاَةِ الْمَكْتُوْبَةِ، وَلَكِنْ سَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « إِنَّ اللّٰهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ ، فَأَوْتِرُوْا يَا أَهْلَ الْقُرآنِ ». رَوَاهُ أَبُوْا دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ.

১১৩২. হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ বিত্‌র ঠিক ফরয নামাযের ন্যায় অপরিহার্য নয় তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিত্‌র পড়েছেন এবং তিনি বলতেন ঃ আল্লাহ বিত্‌র (অর্থাৎ বেজোড়) এবং তিনি বিত্‌রকে পছন্দ করেন। কাজেই হে আহলে কুরআন! বিত্‌র পড়তে থাক। (আবূ দাঊদ ও তিরমিযী)

١١٣٣- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : مِنْ كُلِّ الَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ أَوَّلِ الَّيْلِ وَمِنْ أَوْسَطِهِ وَمِنْ آخِرِهِ وَانْتَهى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১৩৩. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতের সব অংশে বিত্‌রের নামায পড়তেন ঃ কখনো প্রথম রাতে, কখনো মাঝ রাতে, কখনো শেষ রাতে এবং বিত্‌র প্রভাতের পূর্বে শেষ হয়ে যেতো। (বুখারী ও মুসলিম)

١١٣٤- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « اجْعَلُوْا آخِرَ صَلاَتِكُمْ بِالَّيْلِ وِتْرًا » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১৩৪. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ তোমাদের রাতের শেষ নামাযটিকে বিত্‌রের নামাযে পরিণত কর। (বুখারী)

١١٣٥- وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : «أَوْتِرُوْا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوْا « رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১১৩৫. হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ সকাল হবার আগে বিত্‌র পড়ে নাও। (মুসলিম)

١١٣٦- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي صَلاَتَهُ بِالَّيْلِ وَهِيَ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِذَا بَقِيَ الْوِتْرُ أَيْقَظَهَا فَأَوْتَرَتْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১১৩৬. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর রাতের নামায পড়তেন এবং সে সময় তিনি (অর্থাৎ আয়েশা রা.) তাঁর সামনে শুয়ে থাকতেন। তারপর যখন শুধুমাত্র বিত্‌র বাকি থাকতো, যখন তিনি আয়েশাকে জাগাতেন এবং তিনি (আয়েশা) উঠে বিত্‌র পড়ে নিতেন। (মুসলিম)

١١٣٧- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ « بَادِرُوْا الصُّبْحَ بِالْوِتْرِ ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِيُّ.

১১৩৭. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ ভোর হয়ে গেলে বিত্‌র পড়ার ব্যাপারে অগ্রবর্তী হও। (অর্থাৎ ভোর হবার আগে আগে বিত্‌র পড়ে নাও। (আবূ দাউদ ও তিরমিযী)

١١٣٨- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَنْ خَافَ أَنْ لاَ يَقُوْمَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ ، فَلْيُوْتِرْ أَوَّلَهُ ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُوْمَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ ، فَإِنَّ صَلاَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُوْدَةٌ ، وَذَالِكَ أَفْضَلُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১১৩৮. হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আশংকা করে যে সে শেষ রাতে উঠতে পারবে না সে যেন রাতের প্রথমাংশে বিত্‌র পড়ে নেয়। আর যার শেষ রাতে ওঠার সখ আছে, সে যেন শেষ রাতেই বিত্‌র পড়ে নেয়। কারণ শেষ রাতের নামাযে ফিরিশ্‌তরা হাযির থাকে এবং এটি মর্যাদার দিক থেকে শ্রেষ্ঠ কর্ম। (মুসলিম)

بَابُ فَضْلِ صَلاَةِ الضُّحى وَبَيَانِ أَقَلِّهَا وَأَكْثَرِهَا وَأَوْسَطِهَا وَالْحِثُّ عَلَى الْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا

অনুচ্ছেদ ঃ ইশরাক ও চাশ্‌তের নামাযের ফযীলত, এর কম-বেশী ও মাঝামাঝি মর্যাদার বর্ণনা এবং সংরক্ষণের ব্যাপারে উৎসাহিত করা।

١١٣٩- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : أَوْصَانِيْ ﷺ بِصِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى ، وَأَنْ أُوْتِرَ قَبْلَ أَنْ أَرْقُدَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১৩৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার বন্ধু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে অসিয়্যত করেছেন, প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখতে, চাশ্‌তের দু'রাকা'আত নামায পড়তে এবং শয়ন করার পূর্বে বিত্‌রের নামায পড়ে নিতে। (বুখারী ও মুসলিম)

١١٤٠ - وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ : فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ ، وَيُجْزِي مِنْ ذَالِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১১৪০. হযরত আবু যার (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তির জোড়াগুলোর ওপর সাদাকা ওয়াজিব। কাজেই প্রত্যেক বার ‘সুবহানাল্লাহ’ বলা সাদাকা হিসেবে বিবেচিত, প্রত্যেক বার ‘আল হামদুলিল্লাহ’ বলা সাদাকা হিসেবে বিবেচিত, প্রত্যেক বার ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলা সাদাকা হিসেবে বিবেচিত এবং প্রত্যেক বার ‘আল্লাহু আকবার’ বলা সাদাকা হিসেবে বিবেচিত। আর সৎকাজের আদেশ করা সাদাকা হিসেবে বিবেচিত হবে এবং অসৎকাজ থেকে বিরত রাখা সাদাকা হিসেবে বিবেচিত হবে। আর এসবের মুকাবিলায় চাশ্‌তের যে দু’রাকা’আত পড়া হবে তা যথেষ্ট বিবেচিত হবে। (মুসলিম)

١١٤١ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَ قَالَت : كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى أَرْبَعًا ، وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللّٰهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১১৪১. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাশ্‌তের নামায ৪ রাকা’আত পড়তেন এবং তার ওপর আরো বাড়াতেন যে পরিমাণ আল্লাহ চান। (মুসলিম)

١١٤٢ - وَعَنْ أُمِّ هَانِئٍ فَاخِتَةَ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَ قَالَتْ : ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ صَلَّى ثَمَانِيَ رَكْعَاتٍ ، وَذَالِكَ ضُحًى » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১৪২. হযরত উম্মে হানী ফাখিতাহ বিনতে আবু তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি মক্কা বিজয়ের বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গেলাম। আমি তাঁকে গোসলরত অবস্থায় পেলাম। তিনি গোসল শেষ করে ৮ রাকা’আত (নফল নামায) পড়লেন। এটা ছিল চাশ্‌তের নামায। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ تَجَوُّزِ صَلاَةِ الضُّحَى مِنْ إِرْتِفَاعِ الشَّمْسِ إِلَى زَوَالِهَا وَالْأَفْضَلُ أَنْ تُصَلِّيَ عِنْدَ اشْتِدَادِ الْحَرِّ وَإِرْتِفَاعِ الضُّحَى

অনুচ্ছেদ ঃ সূর্য ওপরে ওঠার পর থেকে সূর্য ঢলে পড়া পর্যন্ত ইশ্‌রাক ও চাশ্‌তের নামায পড়ার বৈধতা এবং সূর্য অনেক ওপরে ওঠার পর গরম যখন খুব বেশী বেড়ে যায় তখন নামায পড়া উত্তম।

١١٤٣- عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ رَأَى قَوْمًا يُصَلُّوْنَ مِنَ الضُّحَى فَقَالَ : أَمَا لَقَدْ عَلِمُوْا أَنَّ الصَّلاَةَ فِي غَيْرِ هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلُ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « صَلاَةُ الْأَوَّابِيْنَ حِيْنَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১১৪৩. হযরত যায়িদ ইব্‌ন আরকাম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি একদল লোককে চাশ্‌তের (দোহা) নামায পড়তে দেখলেন। তিনি বললেন ঃ এরা জানে এ সময় ছাড়া অন্য সময় নামায পড়া উত্তম। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহর প্রতি পূর্ণ মনোনিবেশকারীদের নামাযের সময় হচ্ছে সেই সময়টি যখন উটের বাচ্চা গরম হয়ে যায়। (মুসলিম)

بَابُ الْحَثِّ عَلَى صَلاَةِ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ بِرَكْعَتَيْنِ وَكَرَاهِيَةِ الْجُلُوْسِ قَبْلَ أَنْ يُّصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ فِي أَيِّ وَقْتٍ دَخَلَ وَسَوَاءٌ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بِنِيَّةِ التَّحِيَّةِ

অনুচ্ছেদ ঃ তাহিয়্যাতুল মসজিদের নামায পড়তে উদ্বুদ্ধ করা এবং মসজিদে প্রবেশ করে দু'রাকা'আত না পড়ে বসে পড়া মাকরূহ, দু'রাকা'আত তাহিয়্যাতুল মসজিদের নিয়্যতে পড়া হোক বা ফরয, সুন্নাতে মু'আক্‌কাদা বা গায়ের মু'আক্‌কাদার নিয়্যতে পড়া হোক।

١١٤٤- عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ ، فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১৪৪. হযরত আবু কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করে তখন যেন দু'রাকা'আত (তাহিয়্যাতুল মসজিদ) নামায না পড়ে না বসে। (মুসলিম)

١١٤٥- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ : « صَلِّ رَكْعَتَيْنِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১৪৫. হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলাম। তখন তিনি মসজিদে ছিলেন। তিনি বললেন ঃ দু'রাকা'আত নামায পড়ে নাও। (মুসলিম)

بَابُ اسْتِحْبَابِ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْوُضُوْءِ

অনুচ্ছেদ ঃ অযূ করার পর দু'রাকা'আত নামায পড়া মুস্তাহাব।

١١٤٦– عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِبِلَالٍ : «يَا بِلَالُ حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الْإِسْلَامِ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ قَالَ : مَا عَمِلْتُ عَمَلاً أَرْجَى عِنْدِيْ مِنْ أَنِّي لَمْ أَتَطَهَّرْ طُهُوْرًا فِي سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إِلاَّ صَلَّيْتُ بِذَالِكَ الطُّهُوْرِ مَا كُتِبَ لِي أَنْ أُصَلِّيَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১৪৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিলালকে বলেন ঃ হে বিলাল! তুমি ইসলামের মধ্যে যে সব চাইতে বেশী আশাপ্রদ আমলটি করেছো সে সম্পর্কে আমাকে বল। কারণ জান্নাতে আমার আগেআগে আমি তোমার পাদুকার শব্দ শুনেছি। হযরত বিলাল (রা.) বললেন ঃ আমার কাছে এর চাইতে বেশী আশাপ্রদ আর কোনো আমল নেই যে, যখনই আমি তাহারাত (অযূ গোসল বা তায়াম্মুম) অর্জন করেছি, রাত-দিনের যে কোনো অংশে তখনই সেই তাহারাতের সাহায্যে আমি নামায পড়েছি যে পরিমাণ আল্লাহ আমার জন্য নির্ধারিত রেখেছিলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ فَضْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَوُجُوْبِهَا وَالْإِغْتِسَالُ لَهَا وَالطِّيْبِ وَالتَّكْبِيْرِ إِلَيْهَا وَالدُّعَاءَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَفِيْهِ بَيَانَ سَاعَةَ الْاِجَابَةِ وَاسْتِحْبَابِ اِكْثَارِ ذِكْرَ اللّٰهِ تَعَالَى بَعْدَ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ জুমু'আর দিনের ফযীলত ও জুমু'আর নামায ওয়াজিব হওয়ার প্রসংগ। আর জুমু'আর নামাযের জন্য গোসল করা, খুশ্‌বু লাগানো এবং আগে-ভাগে পৌঁছে যাওয়া ও জুমু'আর দিন দু'আ করা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর দরূদ পাঠ করা এবং দু'আ কবুল হওয়ার সময়ের বর্ণনা আর জুমু'আর নামাযের পর বেশী করে আল্লাহর যিক্‌র করা মুস্তাহাব।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوْا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ (الجمعة : ١٠)

"তারপর যখন (জুমু'আর) নামায শেষ হয়ে যাবে তখন তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ অনুসন্ধান কর এবং বেশীবেশী। যিক্‌র কর, তাহলেই তোমরা সফল হবে। (সূরা জুমু'আ ঃ ১০)

١١٤٧- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيْهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيْهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيْهِ أُخْرِجَ مِنْهَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১১৪৭. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ উদিত সূর্যের প্রভাদীপ্ত দিনগুলোর মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট দিনটি হচ্ছে জুমু'আর দিন। এ দিনে সৃষ্টি করা হয়েছিল আদমকে এবং এ দিনে তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছিল আর এ দিনেই তাকে বের করা হয়েছিল জান্নাত থেকে। (মুসলিম)

١١٤٨- وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَمَنْ مَسَّ الْحَصَّى فَقَدْ لَغَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১১৪৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি অযূ করে, ভাল করে অযূ করে তারপর জুমু'আর নামাযে আসে, খুত্‌বা শুনে ও নীরবে বসে থাকে, তার সেই জুমু'আ থেকে পরবর্তী জুমু'আ পর্যন্ত এবং অতিরিক্ত আরো তিন দিনের (সগীরা) গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়। আর যে ব্যক্তি কাঁকরে হাত লাগালো সে অনর্থক সময় নষ্ট করলো। (মুসলিম)

١١٤٩- وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتُ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১১৪৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ পাঁচ ওয়াক্ত নামায, এক জুমু'আ থেকে আর এক জুমু'আ এবং এক রমযান থেকে আর এক রমযান, এই সমস্ত অন্তরবর্তীকালে যে সব সগীরা গুনাহ হয় তার জন্য কাফ্‌ফারা স্বরূপ যখন (সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি) কবীরা গুনাহ থেকে দূরে থাকে। (মুসলিম)

١١٥٠- وَعَنْهُ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ عَلَى أَعْوَادِ مِنْبَرِهِ : «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللّٰهُ عَلَى قُلُوْبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُوْنُنَّ مِنَ الْغَافِلِيْنَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১১৫০. হযরত আবু হুরায়রা ও আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তাঁরা দু'জনেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর কাষ্ঠনির্মিত মিম্বারে (বসে) বলতে শুনেছেন ঃ লোকদের জুমু'আ ত্যাগ করা থেকে বিরত থাকা উচিত। অন্যথায় আল্লাহ তাদের দিলে মোহর মেরে দিবেন, তারপর তারা গাফিলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। (মুসলিম)

١١٥١- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ « مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১৫১. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ জুমু'আর নামাযের জন্য আসলে তার গোসল করা উচিত। (বুখারী ও মুসলিম)

١١٥٢- وَعَنْ أَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১৫২. হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা.) থেক বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ প্রত্যেক বালেগের (প্রাপ্ত বয়স্কের) ওপর জুমু'আর দিন গোসল করা ওয়াজিব। (বুখারী ও মুসলিম)

١١٥٣- وَعَنْ سَمُرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَمَنْ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ « رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِىُّ.

১১৫৩. হযরত সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন (জুমু'আর নামাযের জন্য) অযূ করলো, সে রুখ্‌সাত অবলম্বন করলো এবং এটাও ভালো। তবে যে গোসল করলো তার গোসলই হলো উত্তম। (আবূ দাউদ ও তিরমিযী)

١١٥٤- وَعَنْ سَلْمَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « لَايَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيْبِ بَيْتِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، ثُمَّ يُصَلِّى مَا كُتِبَ لَهُ ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى » .رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ.

১১৫৪. হযরত সালমান (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন গোসল করে, নিজের সামর্থ মুতাবিক পবিত্রতা

অর্জন করে ও তেল লাগায় অথবা ঘরে রাখা খুশ্‌বু মাখে, তারপর (ঘর থেকে) বের হয় এবং (মসজিদের গিয়ে) দু'জন লোককে ফাঁক করে তাদের মাঝখানে বসে না, তারপর তার জন্য যে পরিমাণ (নফল ও সুন্নাত) নামায নির্ধারিত আছে তা পড়ে, এরপর ইমাম যখন খুত্‌বা দেন তখন সে চুপটি করে বসে শোনে, তার সমস্ত গুনাহ আল্লাহ মাফ করে দেবেন, যা সে সেই জুমু'আ থেকে পরবর্তী জুমু'আ পর্যন্ত করে। (বুখারী)

١١٥٥- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فِيْ السَّاعَةِ الْأُولٰى فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بُدْنَةً وَمَنْ رَاحَ فِيْ السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ ، وَمَنْ رَاحَ فِيْ السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً وَمَنْ رَاحَ فِيْ السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُوْنَ الذِّكْرَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১৫৫. হযরত হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন নাপাকি থেকে পাক হবার জন্য যেমন গোসল করা হয় তেমনি ভালোভাবে গোসল করে তারপর (প্রথম সময়ে জুমু'আর নামাযের জন্য) মসজিদে যায়, সে যেন একটি উট আল্লাহর পথে কুরবানী করলো। যে ব্যক্তি দ্বিতীয় সময়ে মসজিদে যায়, সে যেন একটি গুরু কুরবানী করলো। যে ব্যক্তি তৃতীয় সময়ে যায় সে যেন একটি শিংওয়ালা মেষ কুরবানী করলো। যে ব্যক্তি চতুর্থ সময়ে যায়, সে যেন একটি মুরগী আল্লাহর পথে দান করলো। আর যে ব্যক্তি পঞ্চম সময়ে যায়, সে যেন আল্লাহর পথে একটি ডিম দান করলো। যখন ইমাম বের হন (তাঁর হুজ্‌রা থেকে) তখন ফিরিশ্‌তারা খুত্‌বা শুনার জন্য (মসজিদের দরজা থেকে) হাযির হয়ে যান (এবং দপ্তরে নাম উঠানো বন্ধ হয়ে যায়)। (বুখারী ও মুসলিম)

١١٥٦- وَعَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ : « فِيْهَا سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ ، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللّٰهَ شَيْئًا ، إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ » وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১৫৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে আরো বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুমু'আর কথা প্রসংগে বললেন ঃ এর মধ্যে এমন একটি সময় আছে, যদি মুসলিম বান্দা সেটি পেয়ে যায় এবং সে নামায পড়তে থাকে, আল্লাহর কাছে সে কিছু চায়, তাহলে মহান আল্লাহ নিশ্চিত তাকে তা দেন। তিনি হাতের ইশারায় তার স্বল্পতা ব্যক্ত করলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

١١٥٧- وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا : أَسَمِعْتَ أَبَاكَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ شَأْنِ سَاعَةِ الْجُمُعَةِ ؟ قَالَ : قُلْتُ : نَعَمْ ، سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : « هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১১৫৭. হযরত আবু বুরদাহ ইবন আবু মূসা আল-আশ'আরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা.) (আমাকে) জিজ্ঞেস করেন ঃ তুমি কি তোমার আব্বাকে জুমু'আর (দু'আ কবুলের) সময়ের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কিছু বর্ণনা করতে শুনেছো? তিনি বলেন, আমি জবাব দিলাম ঃ হাঁ, আমি শুনেছি, তিনি বলেছেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমি বলতে শুনেছি ঃ সেই (দু'আ কবুলের) সময়টি হচ্ছে ইমামের মিম্বারে বসা থেকে নিয়ে নামায খতম হওয়া পর্যন্তকাল এই অন্তরবর্তীকালীন সময়টি। (মুসলিম)

١١٥٨- وَعَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَكْثِرُوْا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيْهِ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوْضَةٌ عَلَيَّ ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

১১৫৮. হযরত আওস ইব্ন আওস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের দিনগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম দিনটি হচ্ছে জুমু'আর দিন। কাজেই সেদিন আমার উপর বেশী করে দরূদ পড়। কারণ তোমাদের দরূদ আমার উপর পেশ করা হয়। (আবূ দাঊদ)

بَابُ اسْتِحْبَابِ سُجُوْدِ الشُّكْرِ عِنْدَ حُصُوْلِ نِعْمَةٍ ظَاهِرَةٍ أَوْ إِنْدِفَاعِ بَلِيَّةٍ ظَاهِرَةٍ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র কোন সুস্পষ্ট অনুগ্রহ লাভের পর এবং কোন সুস্পষ্ট বিপদ কেটে যাবার পর শুকরানার সিজ্‌দা করা মুস্তাহাব।

١١٥٩- عَنْ سَعْدِ بنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ مَكَّةَ نُرِيْدُ الْمَدِيْنَةَ فَلَمَّا كُنَّا قَرِيْبًا مِنْ عَزْوَرَاءَ نَزَلَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَدَعَا اللّٰهَ سَاعَةً ، ثُمَّ خَرَّ سَاجِدًا ، فَمَكَثَ طَوِيْلًا ثُمَّ قَامَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ سَاعَةً ، ثُمَّ خَرَّ سَاجِدًا فَعَلَهُ ثَلَاثًا وَقَالَ : إِنِّي سَأَلْتُ رَبِّيْ ، وَشَفَعْتُ لِأُمَّتِيْ ،

فَأَعْطَانِي ثُلُثَ أُمَّتِي ، فَخَرَرْتُ سَاجِدًا لِرَبِّي شُكْرًا ثُمَّ رَفَعْتُ رَأْسِي فَسَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي ، فَأَعْطَانِي ثُلُثَ أُمَّتِي ، فَخَرَرْتُ سَاجِدًا لِرَبِّي شُكْرًا ، ثُمَّ رَفَعْتُ رَأْسِي ، فَسَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي ، فَأَعْطَانِي الثُّلُثَ الْآخَرَ ، فَخَرَرْتُ سَاجِدًا لِرَبِّي شُكْرًا » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

১১৫৯. হযরত সাদ ইব্‌ন আবু ওয়াক্‌কাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মক্কা থেকে মদীনার উদ্দেশ্যে বের হলাম। যখন আমরা আযওয়ারার কাছে পৌঁছলাম, তিনি নেমে পড়লেন এবং হাত তুলে কিছুক্ষণ দু'আ করতে থাকলেন তারপর সিজ্‌দানত হলেন। দীর্ঘক্ষণ সিজ্‌দায় থাকলেন। তারপর উঠলেন এবং হাত তুলে কিছুক্ষণ দু'আ করলেন। তারপর আবার সিজ্‌দায় নত হলেন। এভাবে তিনি তিনবার করলেন এবং বললেন ঃ আমি আমার রবের কাছে আবেদন করেছিলাম এবং আমার উম্মতের জন্য সুপারিশ করেছিলাম। আল্লাহ আমাকে আমার এক তৃতীয়াংশ উম্মত দিয়েছিলেন। আমি আল্লাহর শোকরগুযারী করার জন্য সিজ্‌দা করেছিলাম। তারপর আমি মাথা উঠিয়েছিলাম এবং আমার উম্মতের জন্য আমার রবের কাছে আবেদন করেছিলাম। তিনি আমাকে আমার আরো এক তৃতীয়াংশ উম্মত দিয়েছিলেন। এজন্যও আমি শোকরানার সিজ্‌দা করেছিলাম। তারপর মাথা তুলেছিলাম এবং আমার উম্মতের জন্য (তৃতীয়বার) আমার রবের কাছে আবেদন করেছিলাম। এবারও তিনি আমাকে অবশিষ্ট তৃতীয়াংশও দিয়ে দিলেন। এজন্যও আমি আমার রবের শোকরানার সিজ্‌দা করলাম। (আবূ দাঊদ)

بَابُ فَضْلِ قِيَامِ اللَّيْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ রাত জেগে ইবাদাত করার ফযীলত।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا (الإسراء : ٧٩)

"আর রাতের একটি অংশে তাহাজ্জুদের নামায পড়। তা তোমার জন্য হবে অতিরিক্ত বস্তু। আশা করা যায়, তোমার রব তোমাকে মাকামে মাহমূদে (প্রশংসিত স্থান) স্থান দিবেন।" (সূরা বনী ইস্‌রাঈল ঃ ৭৯)

تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ (السجدة : ١٦)

"তাদের পিঠ বিছানা থেকে আলাদা হয়ে থাকে।" (সূরা আস্‌-সাজ্‌দা ঃ ১৬)

كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ (الذاريات : ١٧)

"তারা রাতে খুব কমই শয়ন করে।" (সূরা যারিয়াত ঃ ১৭)

١١٦٠– وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْمُ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى تَتَفَطَّرَ قَدَمَاهُ فَقُلْتُ لَهُ : لِمَ تَصْنَعُ هٰذَا ، يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، وَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ؟ قَالَ : « أَفَلاَ أَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا ! » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১৬০. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতেভর নামাযে এতো দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পবিত্র কুরআন পড়তেন যার ফলে তাঁর মুবারক পা দু'টো ফেটে গিয়েছিলো। আমি তাঁকে বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কেন এত কষ্ট করেন ? আপনার তো আগের পিছের সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি মাফ হয়ে গেছে। জবাবে তিনি বলেন ঃ (তুমি কি বল) তাহলে আমি আল্লাহর শোকরগুযার বান্দা হবো না। (বুখারী ও মুসলিম)

١١٦١– وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ لَيْلاً ، فَقَالَ : « أَلاَ تُصَلِّيَانِ ؟ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১৬১. হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ও ফাতিমার কাছে রাত আসেন এবং বলেন ঃ তোমরা কি রাতের নামায (অর্থাৎ তাহাজ্জুদ) পড় না? (বুখারী ও মুসলিম)

١١٦٢– وَعَنْ سَالِمِ بنِ عَبْدِ اللّٰهِ بنِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ عَنْ أَبِيْهِ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « نِعْمَ الرَّجلُ عَبْدُ اللّٰهِ لَوْ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ » قَالَ سَالِمٌ : فَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بَعْدَ ذَالِكَ لاَ يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلاَّ قَلِيْلاً. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

১১৬২. হযরত সালিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইবন উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি তাঁর পিতা (আবদুল্লাহ) থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আবদুল্লাহ্ বড় ভালো লোক যদি রাতে নামায পড়তে থাকে। সালিম (র.) বলেন ঃ এরপর থেকে আবদুল্লাহ্ (রা.) রাতে সামান্যক্ষণ ছাড়া আর শয়ন করতেন না। (বুখারী ও মুসলিম)

١١٦٣ – وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بنِ عَمْرِو بنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « يَا عَبْدُ اللّٰهِ لاَ تَكُنْ مِثْلَ فُلاَنٍ : كَانَ يَقُوْمُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১৬৩. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ হে আবদুল্লাহ! উমুকের মতো হয়ো না। প্রথমে তো সে তাহাজ্জুদ পড়তো তারপর তাহাজ্জুদ পড়া ছেড়ে দিয়েছে। (বুখারী ও মুসলিম)

١١٦٤- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ نَامَ لَيْلَةً حَتَّى أَصْبَحَ ! قَالَ : « ذَاكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنَيْهِ أَوْ قَالَ فِي أُذْنِهِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১৬৪. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে এমন এক ব্যক্তির প্রসংগ উত্থাপিত হলো যে এক রাতে সকাল পর্যন্ত ঘুমিয়েছিলো। তিনি বললেন ঃ সে এমন এক ব্যক্তি যার দুই কানে অথবা বলেছিলেন এক কানে শয়তান পেশাব করে দিয়েছে। (বুখারী ও মুসলিম)

١١٦٥- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ ، إِذَا هُوَ نَامَ ثَلَاثَ عُقَدٍ ، يَضْرِبُ عَلَى كُلِّ عُقْدَةٍ : عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيْلٌ فَارْقُدْ ، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللّٰهَ تَعَالَى إِنْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِنْ تَوَضَّأَ ، انحَلَّتْ عُقْدَهُ ، فَإِنْ صَلَّى ، إِنْحَلَّتْ عُقْدُهُ ، فَأَصْبَحَ نَشِيْطًا طَيِّبَ النَّفْسِ ، وَإِلاَّ أَصْبَحَ خَبِيْثَ النَّفْسِ كَسْلَانَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১৬৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কোনো ব্যক্তি ঘুমিয়ে পড়লে শয়তান তার ঘাড়ের পেছন দিকে তিনটি গিরা লাগায়। প্রত্যেক গিরায় সে এই (মন্ত্র) পড়ে ফুঁক দেয় ঃ রাত অনেক দীর্ঘ কাজেই ঘুমাও। যদি (ঘটনাক্রমে) তার চোখ খুলে যায় এবং সে কিছু আল্লাহর যিক্‌র করে তাহলে একটি গিরা খুলে যায়। আর যদি সে অযূ করে নেয় তাহলে আর একটি গিরা খুলে যায়। এরপর যদি নামায পড়ে নেয় তাহলে তৃতীয় গিরাটিও খুলে যায় এবং সকালে সে হাসি খুশী ও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। অন্যথায় তার সকাল শুরু হয় মানসিক ক্লেদ ও আলস্যের মধ্য দিয়ে। (বুখারী ও মুসলিম)

١١٦٦- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَامٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : « أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوْا السَّلَامَ وَأَطْعِمُوْا الطَّعَامَ وَصَلُّوْا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

১১৬৬. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালাম (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ হে লোকেরা ! সালামের ব্যাপক প্রচলন কর, (অভাবীদের) আহার করাও এবং রাতে লোকেরা যখন ঘুমিয়া থাকে, তখন তাহাজ্জুদের নামায পড়। তাহলে নিশ্চিন্তে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (তিরমিযী)

١١٦٧- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللّٰهِ الْمُحَرَّمُ ، وَأَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ صَلاَةُ اللَّيْلِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১১৬৭. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ রমযানের পর সর্বোত্তম রোযা হচ্ছে মুহাররাম মাসের রোযা। আর ফরয নামাযের পর সর্বোত্তম নামায হচ্ছে রাতের অর্থাৎ (তাহাজ্জুদের) নামায। (মুসলিম)

١١٦٨- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : « صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১৬৮. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ রাতের নামায হচ্ছে দুই দুই রাকা'আত। তারপর যখন সকাল হবার আশংকা কর তখন এক রাকা'আতের সাহায্যে তাকে বিত্‌রে পরিণত কর। (বুখারী ও মুসলিম)

١١٦٩- وَعَنْهُ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ، وَيُوْتِرُ بِرَكْعَةٍ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১৬৯ হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে আলো বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতের নামায দু'রাকা'আত দু'রাকা'আত করে পড়তেন। আর এক রাকা'আতের সাহয্যে তাকে বিত্‌রে পরিণত করতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

١١٧٠- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُفْطِرُ مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لاَ يَصُوْمَ مِنْهُ وَيَصُوْمُ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لاَ يُفْطِرَ مِنْهُ شَيْئًا ، وَكَانَ لاَ تَشَاءُ أَنْ تَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّيًا إِلاَّ رَأَيْتَهُ وَلاَ نَائِمًا إِلاَّ رَأَيْتَهُ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

১১৭০. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন রোযা না রাখা শুরু করতেন, তখন আমাদের মনে হতো তিনি বুঝি এমাসে কোন রোযাই রাখবেন না। আবার যখন তিনি রোযা রাখা শুরু করতেন তখন মনে হতো এ মাসে বুঝি তিনি ইফ্‌তারই করবেন না। আর যদি আপনি তাঁকে রাতে নামাযরত অবস্থায় দেখতে না চান তাহলে তা দেখতে পাবেন। আর আর নিদ্রারত অবস্থায় দেখতে না চান তাহলে তাও দেখতে পাবেন অর্থাৎ তিনি রোযাও রাখতেন এবং ইফতারও করতেন, রাতে ঘুমাতেন এবং নামাযও পড়তেন। ইবাদতে ফারসাম্য রক্ষা করতেন। (বুখারী)

١١٧١- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً تَعْنِي فِي اللَّيْلِ يَسْجُدُ السَّجْدَةَ مِنْ ذَالِكَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِيْنَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ ثُمَّ يَضْطَجِعُ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُنَادِيْ لِلصَّلَاةِ ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১১৭১ হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এগারো রাকা'আত নামায পড়তেন। (রাতের তাহাজ্জুদ নামাযে)। আর এই নামাযে এত দীর্ঘ সিজ্‌দা করতেন যত সময়ে তার মাথা তোলার আগে তোমাদের কেউ পঞ্চাশ আয়াত পড়ে ফেলতে পারে। আর ফজরের নামাযের আগে দু'রা'কাআত পড়তেন। তারপর নিজের ডান কাতে শুয়ে পড়তেন। এমনকি মুয়ায্‌যিন তাঁকে নামাযের জন্য ডাকতে আসতো। (বুখারী)

١١٧٢- وَعَنْهَا قَالَتْ : مَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَزِيْدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشَرَةَ رَكْعَةً : يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ! ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ! ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا ، فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوْتِرَ !؟ فَقَالَ : « يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِيْ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১৭২. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমযান ছাড়া আর কোন মাসে নয় ১১ রাকা'আতের বেশী পড়তেন না (রাতে তাহাজ্জুদের নামায) প্রথমে তিনি পড়তেন ৪ রাকা'আত। এই ৪ রাকা'আত নামায যে কী সুন্দর আর কত দীর্ঘ হতো তা আর জিজ্ঞেস করো না। তারপর ৪ রাকা'আত পড়তেন। এ ৪ রাকা'আত যে কী সুন্দর ও কত দীর্ঘ হতো তা আর জিজ্ঞেস করো না। এরপর পড়তেন তিন রাকা'আত। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ! বিত্‌র পড়ার আগে কি আপনি ঘুমান ? জবাব দিলেন ঃ হে আয়েশা ! আমার দু'চোখ ঘুমায়, কিন্তু আমার মন ঘুমায় না। (বুখারী ও মুসলিম)

١١٧٣- وَعَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَيَقُوْمُ آخِرَهُ فَيُصَلِّي. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১৭৩. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথম রাতে ঘুমিয়ে নিতেন এবং শেষ রাতে জেগে নামায পড়তেন। (বুখারী ও মুসলিম)

١١٧٤- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةً فَلَمْ يَزَلْ قَائِمًا حَتَّى هَمَمْتُ بِأَمْرِ سُوْءٍ. قِيْلَ : مَا هَمَمْتَ ؟ قَالَ هَمَمْتُ أَنْ أَجْلِسَ وَأَدَعَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১৭৪. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ গত রাতে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে নামায পড়ছিলাম। তিনি এত দীর্ঘ কিয়াম করলেন যে আমি খারাপ সংকল্প করলাম। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো ঃ আপনি কি সংকল্প করেছিলেন ? জবাব দিলেন, আমি সংকল্প করেছিলাম আমি তাঁর নামায ছেড়ে দিয়ে বসে পড়বো। (বুখারী ও মুসলিম)

١١٧٥- وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ ، فَقُلْتُ : يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَةِ ثُمَّ مَضَى ، فَقُلْتُ : يُصَلِّي بِهَا فِي رَكْعَةٍ فَمَضَى فَقُلْتُ : يَرْكَعُ بِهَا ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ فَقَرَأَهَا ، ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ ، فَقَرَأَهَا ، يَقْرَأُ مُتَرَسِّلاً ، إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيْهَا تَسْبِيْحٌ ، سَبَّحَ وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ ، تَعَوَّذَ ، ثُمَّ رَكَعَ فَجَعَلَ يَقُوْلُ : سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ ، فَكَانَ رُكُوْعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ ، ثُمَّ قَالَ : سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ، ثُمَّ قَامَ طَوِيْلاً قَرِيْبًا مِمَّا رَكَعَ ، ثُمَّ سَجَدَ فَقَالَ : سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى ، فَكَانَ سُجُوْدُهُ قَرِيْبًا مِنْ قِيَامِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১১৭৫. হযরত হুযাইফা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি এক রাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে নামায পড়ছিলাম। তিনি সূরা বাকারা পড়তে শুরু করলেন। আমি (মনে মনে) বললামঃ (হয়তো) তিনি একশ' আয়াতে রুকু করবেন। তারপর তিনি এগিয়ে চললেন। আমি (মনে মনে) বললাম ঃ (হয়তো) এক রাকা'আতে তা পড়বেন। তিনি পড়তে থাকলেন। আমি (মনে মনে) বললাম ঃ (হয়তো) তিনি এ সূরাটি শেষ করে রুকু করবেন। কিন্তু এরপর তিনি সূরা নিসা শুরু করলেন এবং তা পড়ে ফেললেন। এরপর আলে-ইমরান শুরু করলেন এবং তাও শেষ করে ফেললেন। তিনি তারতীল সহকারে (ধীরে সুস্থে থেমে থেমে) কিরা'আত করছিলেন। যখন তিনি কোন তাসবীহের আয়াতে পৌঁছতেন তখন তাসবীহ্ করতেন, কোন প্রার্থনার স্থানে পৌঁছলে প্রার্থনা করতেন আর তা'আউযের (আশ্রয় প্রার্থনা) আয়াতে পৌঁছলে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। তারপর তিনি রুকু করলেন, তবে তিনি বলতে থাকলেন ঃ "সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম" (পবিত্রতা বর্ণনা করছি আমি আমার মহান আল্লাহর) তার রুকুও ছিল তাঁর কিয়ামের সমান। তারপর তিনি রুকু থেকে মাথা উঠাতে উঠাতে বললেন ঃ "সামি আল্লাহু লিমান হামিদাহ রাব্বানা লাকাল হাম্‌দ"। এ সময় তিনি দীর্ঘ

কিয়াম করলেন, প্রায় যত সময় রুকু করেছিলেন তত সময় পর্যন্ত। তারপর তিনি সিজ্‌দা করলেন এবং এতে বললেন ঃ "সুবহানা রাব্বিয়াল আলা"। তাঁর সিজ্‌দাও ছিল প্রায় তাঁর কিয়ামের সমান। (মুসলিম)

١١٧٦- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ : « طُوْلُ الْقُنُوْتِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১১৭৬. হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল কোন নামায উত্তম ? জবাব দিয়েছিলেন ঃ যে নামাযে কিয়াম দীর্ঘায়িত হয়। (মুসলিম)

١١٧٧- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللّٰهِ صَلَاةُ دَاوُدَ ، وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللّٰهِ صِيَامُ دَاوُدَ ، كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُوْمُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ وَيَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১৭৭. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আম্‌র ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বলেছিলেন ঃ আল্লাহর কাছে (নফল নামাযের মধ্যে) প্রিয়তম নামায হচ্ছে হযরত দাউদ (আ.)-এর মতো নামায পড়া। আর (নফল রোযার মধ্যে) আল্লাহর কাছে প্রিয়তম রোযা হচ্ছে হযরত দাউদ (আ.)-এর মতো রোযা রাখা। তিনি রাতের প্রথমার্ধে ঘুমাতেন। রাতের তৃতীয় অংশে উঠে তাহাজ্জুদ পড়তেন। তারপর শেষের ষষ্ঠ অংশে শুয়ে পড়তেন। আর তিনি একদিন রোযা রাখতেন এবং একদিন ইফ্‌তার করতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

١١٧٨- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : « إِنَّ فِي اللَّيْلِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللّٰهَ تَعَالَى خَيْرًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ ، وَذَالِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১১৭৮. হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ রাতে এমন একটি দু'আ কবুলের সময় আছে যখন মুসলিম ব্যক্তি আল্লাহর কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের কোন দু'আ করলে আল্লাহ অবশ্য তা কবুল করেন। আর এ সময়টি রয়েছে প্রত্যেক রাতে। (মুসলিম)

١١٧٩- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَفْتَتِحِ الصَّلَاةَ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১১৭৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত।নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ তোমাদের কেউ যখন রাতে নামাযের জন্য ওঠে তখন যেন দু'টি হাল্‌কা রাকা'আত (নামায) দিয়েই শুরু করে। (মুসলিম)

١١٨٠- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ افْتَتَحَ صَلَاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১১৮০. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন রাতে নামায পড়তে উঠতেন প্রথম দু'টি হাল্‌কা রাকা'আত দিয়ে শুরু করতেন। (মুসলিম)

١١٨١- وَعَنْهَا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ مِنَ اللَّيْلِ مِنْ وَجَعٍ أَوْ غَيْرِهِ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَي عَشَرَةَ رَكْعَةً. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১১৮১. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কখনো রোগজনিত কষ্টের দরুন বা অন্য কোন কারণে রাতে নামায পড়তে পারতেন না, তখন তিনি দিনের বেলা ১২ রা'আকাত পড়ে নিতেন। (মুসলিম)

١١٨٢- وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ ، أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ ، فَقَرَأَهُ فِيْمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১১৮২. হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের নির্ধারিত অযীফা বা ঐ ধরণের কোন কিছু না পড়েই ঘুমিয়ে পড়ে, তারপর তা পড়ে ফজর ও যুহরের নামাযের মাঝ খানে তার জন্য এমন সাওয়াব লেখা হয়, যেন সে রাতেই তা পড়েছে। (মুসলিম)

١١٨٣- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « رَحِمَ اللّٰهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِيْ وَجْهِهَا الْمَاءَ رَحِمَ اللّٰهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِيْ وَجْهِهِ الْمَاءَ » . رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ .

১১৮৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মহান আল্লাহ সেই ব্যক্তির প্রতি রহম হন যে রাতে ঘুম থেকে

জেগে উঠে তাহাজ্জুদের নামায পড়ে এবং তার স্ত্রীকেও জাগায় আর স্ত্রী যদি উঠতে অস্বীকার করে তা হলে তার মুখে পানির ছিটে দেয়। মহান আল্লাহ সেই মহিলার প্রতি রহম হন যে রাতে ঘুম থেকে উঠে তাহাজ্জুদের নামায পড়ে এবং নিজের স্বামীকেও জাগায় আর স্বামী উঠতে অস্বীকার করলে তার মুখে পানির ছিটিয়ে দেয়। (আবু দাউদ)

١١٨٤- وَعَنْهُ وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالاَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « إِذَا أَيْقَظَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّيَا أَوْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَمِيْعًا كُتِبَا فِيْ الذَّاكِرِيْنَ وَالذَّاكِرَاتِ ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

১১৮৪. হযরত আবু হুরায়রা ও আবু সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যখন কোন ব্যক্তি রাতে তার স্ত্রীকে জাগায় এবং তারা দু'জনে তাহাজ্জুদের নামায পড়ে অথবা (তিনি বলেছেন) দু' রাকা'আত নামায পড়ে, তাদের দু'জনের নাম যিকরকারী ও যিকরকারিণীদের মধ্যে লিখে নেওয়া হয়। (আবু দাউদ)

١١٨٥- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : « إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِيْ الصَّلاَةِ ، فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১৮৫. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ যখন তোমাদের কারোর নামাযের মধ্যে ঝিমুনী আসে, সে নামায ছেড়ে দিয়ে যেন এতটা পরিমাণ ঘুমিয়ে নেয় যার ফলে তার ঘুম চলে যায়। কারণ যখন তোমাদের কেউ ঝিমাতে ঝিমাতে নামায পড়ে তখন হয়তো সে ইস্তিগফার করতে চায় কিন্তু তার মুখ দিয়ে বের হয়ে যায় খারাপ কথা তার নিজের বিরুদ্ধে। (বুখারী ও মুসলিম)

١١٨٦- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَاسْتَعْجَمَ الْقُرْآنُ عَلَى لِسَانِهِ فَلَمْ يَدْرِ مَايَقُوْلُ فَلْيَضْطَجِعْ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১১৮৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ রাতে ঘুম থেকে উঠে তাহাজ্জুদ পড়তে থাকে এ অবস্থায় (ঘুমের প্রভাবের কারণে) তার মুখ দিয়ে কুরআন পড়া যদি কঠিন হয়ে পড়ে এবং সে কি বলছে তার কোন খবরই তার না থাকে তাহলে সে যেন শুনে পড়ে। (মুসলিম)

بَابُ اسْتِحْبَابِ قِيَامِ رَمَضَانَ وَهُوَ التَّرَاوِيْح

অনুচ্ছেদ ঃ রমযানের কিয়াম-তারাবীহ্‌র নামায মুস্তাহাব।

١١٨٧- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১৮৭. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সাওয়াব অর্জনের আশায় রমযানে কিয়াম করে তার পূর্ববর্তী সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

١١٨٨- وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُرَغِّبُ فِيْ قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ فِيْهِ بِعَزِيْمَةٍ فَيَقُوْلُ : « مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১১৮৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমযানে কিয়াম করার (তারাবীহ্ পড়ার) ব্যাপারে কেবল উৎসাহিত করতেন, কিন্তু এ ব্যাপারে তাকীদ সহকারে হুকুম দিতেন না (যাতে এটা ফরয না হয়ে যায়)। তাই তিনি বলতেন ঃ যে কেউ ঈমান সহকারে ও সাওয়াব হাসিলের উদ্দেশ্যে রমযানে কিয়াম করে তার পূর্ববর্তী সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। (মুসলিম)

بَابُ فَضْلِ قِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَبَيَانِ أَرْجَى لَيَالِيْهَا

অনুচ্ছেদ ঃ লাইলাতুল কাদ্‌রে কিয়াম করার ফযীলত ও সর্বাধিক আশাপ্রদ রাতের বর্ণনা।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

إِنَّا أَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ (القدر : ١)

"নিঃসন্দেহে আমি কুরআন নাযিল করেছি কাদ্‌রের রাতে"। (সূরা কাদ্‌র ঃ ১)

إِنَّا أَنْزَلْنَا فِيْ لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ ... الآيَات (الدخان : ٣)

"নিশ্চয়ই আমি কুরআন নাযিল করেছি একটি বরকতপূর্ণ রাতে"। (সূরা দুখান ঃ ৩)

١١٨٩- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১৮৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সাওয়াব হাসিলের আশায় কাদ্‌রের রাতে কিয়াম করে তার অতীতের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। (বুখারী ও মুসলিম)

١١٩٠- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّا رِجَالاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أُرُوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِيْ الْمَنَامِ فِيْ السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِيْ السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيْهَا، فَلْيَتَحَرَّهَا فِيْ السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১৯০. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবাগণের মধ্য থেকে কয়েক জনকে রমযানের শেষ সাত রাতে স্বপ্নের মধ্যমে শবে-কাদ্‌র দেখানো হয়। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের স্বপ্নে শেষ সাত রাতের ব্যাপারে ঐক্যমত সাধিত হয়েছে। কাজেই যে ব্যক্তি শবে-কাদ্‌র খুঁজতে চায় তার এই শেষ সাত রাতের মধ্যে খোঁজা উচিত। (বুখারী ও মুসলিম)

١١٩١- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُجَاوِرُ فِيْ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ وَيَقُوْلُ: «تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِيْ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১৯১. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমযানের শেষ দশ দিনে ইতিকাফ করতেন এবং বলতেন ঃ রমযানের শেষ দশ রাতে শবে-কাদ্‌রের তালাশ কর। (বুখারী ও মুসলিম)

١١٩٢- وَعَنْهَا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: «تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِيْ الْوَتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১১৯২. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ রমযানের শেষ দশ রাতের বেজোড় রাতগুলোতে শবে-কাদ্‌রের তালাশ কর। (বুখারী)

١١٩٣- وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ مِنْ رَمَضَانَ أَحْيَا اللَّيْلَ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ وَجَدَّ وَشَدَّ الْمِئْزَرَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১৯৩. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রমযানের শেষ দশ দিন শুরু হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সারা রাত জাগতেন, নিজের পরিবার বর্গকেও জাগাতেন এবং (আল্লাহর ইবাদাত)) খুব বেশী সাধনা ও পরিশ্রম করতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

١١٩٤– وَعَنْهُ قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَجْتَهِدُ فِىْ رَمَضَانَ مَا لاَيَجْتَهِدُ فِىْ غَيْرِهِ وَفِىْ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْهُ ، مَا لاَ يَجْتَهِدُ فِىْ غَيْرِهِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১১৯৪. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে আরো বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমযানের (আল্লাহর ইবাদাতের ক্ষেত্রে) এমন প্রচেষ্টা ও সাধনা করতেন যা অন্য কোন মাসে করতেন না। আর তার শেষ দশ দিনের এমন প্রচেষ্টা ও সাধনা করতেন যা অন্য সময় করতেন না। (মুসলিম)

١١٩٥– وَعَنْهَا قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَىَّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ مَا أَقُوْلُ فِيْهَا ؟ قَالَ : « قُوْلِىْ اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّىْ » رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ.

১১৯৫. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন ঃ আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি যদি জানতে পারি কোন্ রাতটি 'কাদ্‌রের রাত, তাহলে আমি তাতে কি বলবো? জবাব দিলেন ঃ তুমি বলবে "আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুউন তুহিব্বুল আফ্‌ওয়া ফা'ফু আননী" –হে আল্লাহ! তুমি অবশ্য ক্ষমাশীল, তুমি ক্ষমা করা ভালবাস, কাজেই আমাকে ক্ষমা কর। (তিরমিযী)

بَابُ فَضْلِ السِّوَاكِ وَخِصَالِ الْفِطْرَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ মিস্‌ওয়াক করা ও প্রকৃতিগত স্বভাবের ফযীলত।

١١٩٦– عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « لَوْ لاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِىْ أَوْ عَلَى النَّاسِ لِأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلاَةٍ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১৯৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ যদি আমার উম্মতের কষ্ট হবার আশংকা না হতো অথবা লোকদের কষ্টের ভয় না হতো, তাহলে আমি তাদেরকে প্রত্যেক নামাযের জন্য মিস্‌ওয়াক করার নির্দেশ দিতাম। (বুখারী ও মুসলিম)

١١٩٧– وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوْصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১৯৭ হযরত হুযাইফা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘুম থেকে জেগে ওঠার পর মিস্‌ওয়াক দিয়ে মুখ ঘঁষতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

١١٩٨- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنَّا نُعِدُّ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ سِوَاكَهُ وَطَهُوْرَهُ ، فَيَبْعَثُهُ اللّٰهُ مَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ ، فَيَتَسَوَّكُ ، وَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّى » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১১৯৮. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য তাঁর মিস্‌ওয়াক ও অযূর পানি তৈরী রাখতাম। মহান আল্লাহ রাতে তাঁকে জাগাতেন যখন চাইতেন, তখন তিনি উঠে মিস্‌ওয়াক করতেন, অযূ করতেন এবং নামায পড়তেন। (মুসলিম)

١١٩٩- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « أَكْثَرْتُ عَلَيْكُمْ فِى السِّوَاكِ » رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ.

১১৯৯. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমি মিস্‌ওয়াকের ব্যাপারে তোমাদেরকে অনেক তাকীদ করেছি। (বুখারী)

١٢٠٠- وَعَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا بِأَىِّ شَىْءٍ كَانَ يَبْدَأُ النَّبِىُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ قَالَتْ : بِالسِّوَاكِ ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১২০০. হযরত শুরাইহ্ ইব্‌ন হানী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি হযরত আয়েশা (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গৃহে প্রবেশ করার পর প্রথমে কোন্ কাজটি করতেন। তিনি জবাব দিলেন ঃ প্রথমে মিস্‌ওয়াক করতেন। (মুসলিম)

١٢٠١- وَعَنْ أَبِىْ مُوْسَى الْأَشْعَرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ وَطَرَفُ السِّوَاكِ عَلَى لِسَانِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২০১. হযরত আবু মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গেলাম, তখন তিনি মিস্‌ওয়াকের কিনারা দাঁতে লাগিয়ে রেখেছিলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢٠٢- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : « اَلسِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ » رَوَاهُ النِّسَائِىُّ.

১২০২. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ মিস্‌ওয়াক হচ্ছে মুখের পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম এবং প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের উপায়। (নিসায়ী)

١٢٠٣- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ « اَلْفِطْرَةُ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ : اَلْخِتَانُ ، وَالْاِسْتِحْدَادُ ، وَتَقْلِيْمُ الْأَظْفَارِ ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ وَقَصُّ الشَّارِبِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২০৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাম আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ পাঁচটি কাজ ফিতরাত স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত ঃ ১. খীত্না করা, ২. নাভিমূলের পশম কাটা, ৩. নখ কাটা, ৪. বগলের পশম উঠিয়ে ফেলা এবং ৫. গোঁফ কাটা। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢٠٤- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ : « عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ : قَصُّ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ ، وَالسِّوَاكُ ، وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ ، وَقَصُّ الْأَظْفَارِ ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ » قَالَ الرَّاوِيُّ : وَنَسِيْتُ الْعَاشِرَةَ إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ الْمَضْمَضَةَ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১২০৪. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ দশটি জিনিস ফিত্রাতের (মানুষের স্বাভাবিক ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবন যাপন প্রণালী) অন্তর্ভুক্ত ঃ ১. মোঁচ কেটে ফেলা, ২. দাড়ি বড় করা, ৩. মিস্ওয়াক করা। ৪. নাকে পানি দেয়া, ৫. নখ কাটা। ৬. আংগুলের জোড় ধুয়ে ফেলা। ৭. বগলের চুল উঠিয়ে ফেলা। ৮. নাভিমুলের চুল কাটা। ৯. ইস্তিনজা করা। বর্ণনাকারী বলেন ঃ দশমটি আমি ভুলে গেছি। সম্ভবত সেটি হবে কুলি করা। (মুসলিম)

١٢٠٥- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « أَحْفُوْا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوْا اللِّحَى » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২০৫. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মোঁচ কাটা এবং দাড়ি ছাড় লম্বা কর। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ تَأْكِيْدِ وُجُوْبِ الزَّكَاةِ وَبَيَانِ فَضْلِهَا وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ যাকাত ওয়াজিব হবার তাকিদ, এর ফযীলত এবং এই সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়াবলী।

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَأَقِيْمُوْا الصَّلَاةَ وَأَتُوْا الزَّكَاةَ (البقرة : ٤٣)

"আর নামায কায়েম কর ও যাকাত আদায় কর।" (সূরা বাকারা ঃ ৪৩)

وَمَا أُمِرُوْٓا إِلاَّ لِيَعْبُدُوْا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَاءَ وَيُقِيْمُوا الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوْا الزَّكَاةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ (البينة : ٥)

"অথচ তাদেরকে এমনি হুকুম দেয়া হয়েছিল যে, তারা আল্লাহর ইবাদাত এমনভাবে করবে যাতে তা একমুখী হয়ে আল্লাহর জন্য নির্ধারিত হয়ে যায়। আর তারা যেন নিয়মিতভাবে নামায পড়ে ও যাকাত আদায় করে। এটিই হচ্ছে সঠিক দীন।" (সূরা বাইয়্যেনা ঃ ৫)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا (التوبة : ١٠٣)

"তাদের ধন-সম্পদ থেকে সাদকা গ্রহণ কর, যার সাহায্যে তুমি তাদেরকে গুনাহমুক্ত করবে এবং তাদেরকে পাক-পবিত্র করে দেবে।" (সূরা তাওবা ঃ ১০৩)

١٢٠٦– وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةَ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২০৬. হযরত ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ পাঁচটি বস্তুর ওপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত। ১. একথার সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ তাঁর বান্দা ও রাসূল। ২. নামায কায়েম করা। ৩. যাকাত আদায় করা। ৪. বাইতুল্লাহর হজ্জ করা। ৫. রমযানের রোযা রাখা। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢٠٧– وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرُ الرَّأْسِ نَسْمَعُ دَوِيَّ صَوْتِهِ وَلاَ نَفْقَهُ مَا يَقُوْلُ حَتَّى دَنَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِيْ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ » قَالَ : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ ؟ قَالَ : « لاَ ، إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ » فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ » قَالَ : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ ؟ قَالَ : « لاَ ، إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ » قَالَ : وَذَكَرَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الزَّكَاةَ فَقَالَ : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا ؟ قَالَ : « لاَ ، إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ » فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُوْلُ : وَاللّٰهِ لاَ أَزِيْدُ عَلَى هٰذَا وَلاَأَنْقُصُ مِنْهُ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২০৭. হযরত তালহা ইবন উবাইদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ জনৈক নজদবাসী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলেন। তাঁর মাথার চুলগুলো ছিল এলোমেলো। তাঁর আওয়াজ আমাদের কানে আসছিল কিন্তু তিনি কি বলছিলেন তা বুঝা যাচ্ছিল না। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকটবর্তী হয়ে গেলেন। তিনি ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জবাবে বললেন ঃ সারা রাতদিনে পাঁচ বার নামায (ফরয)। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ এগুলো ছাড়া আরো কোন নামায কি আমার ওপর ফরয ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু জবাব দিলেন ঃ না, আর কোন নামায ফরয নেই। তবে তুমি নফল নামায চাইলে পড়তে পার। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ রমযানের রোযাও (ফরয)। লোকটি জিজ্ঞেস করলেন ঃ এছাড়া আর রোযা কি আমার ওপর ফরয? জবাব দিলেন ঃ না, আর কোন রোযা ফরয নেই। তবে ইচ্ছে করলে নফল রোযা রাখতে তপার। (এরপর) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সামনে যাকাতের কথা বললেন। লোকটি জিজ্ঞেস করলেন ঃ এছাড়া আর কোন সাদাকা কি আমার ওপর ফরয ? জবাব দিলেন ঃ না, আর কোন সাদাকা ফরয নেই। তবে যদি তুমি চাও নফল সাদাকা করতে পার। অতঃপর লোকটি এ কথা বলতে বলতে চলে গেলেন ঃ আল্লাহর কসম, আমি এর ওপর কিছু বাড়াবো না এবং এর থেকে কিছু কমানোও না। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ যদি এ ব্যক্তি সত্যিকার অর্থে একথা বলে থাকে তাহলে সে সফলকাম হয়ে গেছে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢٠٨- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ : « أُدْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَأَنِّي رَسُوْلُ اللّٰهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْا لِذَالِكَ ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللّٰهَ تَعَالَى ، افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْا لِذَالِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللّٰهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২০৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাম আলাইহি ওয়া সাল্লাম মু'আযকে ইয়ামনে পাঠান। (পাঠাবার পূর্বে) তাঁকে বলেন ঃ তাদেরকে (ইয়ামনবাসী) "আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল' একথার সাক্ষ্য দেবার দাওয়াত দাও। যদি তারা এ ব্যাপারে তোমার আনুগত্য করে (দাওয়াত গ্রহণ করে এবং মুসলমান হয়ে যায়, তাহলে তাদেরকে জানাও আল্লাহ দিনরাতে তাদের ওপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। এ ব্যাপারেও যদি তারা তোমার আনুগত্য করে তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দিয়ো যে, আল্লাহ তাদেরর ওপর যাকাত ফরয করেছেন, যা তাদের ধনীদের থেকে নিয়ে তাদের দরিদ্রদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢٠٩- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوْا أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ وَيُقِيْمُوْا الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوْا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوْا ذٰلِكَ عَصَمُوْا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّ الْإِسْلاَمِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২০৯. হযরত ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমাকে লোকদের সাথে যুদ্ধ করার হুকুম দেয়া হয়েছে যে পর্যন্ত না তারা এ কথার সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন মা্‌বুদ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল। আর যে পর্যন্ত না তারা নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয়। আর যখন তারা এগুলো করবে তখন তাদের রক্ত ও সম্পদকে তারা আমার কাছ থেকে সংরক্ষিত করে নিবে এবং তাদের হিসেব নিকেশ হবে আল্লাহর কাছে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢١٠- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَ أَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُوْلُوْا لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّيْ مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللّٰهِ « ؟ ! فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ : وَاللّٰهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَن فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ ، وَاللّٰهِ لَوْ مَنَعُوْنِيْ عِقَالاً كَانُوْا يُؤَدُّوْنَهُ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ ، قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : فَوَاللّٰهِ مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ رَأَيْتُ اللّٰهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِيْ بَكْرٍ لِلْقِتَالِ ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২১০. হযরত হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের পর হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর স্থলে মুসলমানদের খলীফা হলেন এবং আরবে যাদের কুফরী করার ছিল তারা কুফরী করলো (এবং আবু বকর (রা.) তাদের সাথে লড়াই করার সংকল্প করলেন)। এ সময় হযরত উমার (রা.) বললেন ঃ আপনি কেমন করে লোকদের সাথে লড়াই করবেন ? কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমাকে লোকদের সাথে লড়াই করার হুকুম দেয়া হয়েছে যে পর্যন্ত না তারা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু'-এর স্বীকারোক্তি করে নেয় তবে তার হক ছাড়া, আর তার হিসাব আল্লাহর কাছে। এ কথায় হরত আবু বকর (রা.) বললেন ঃ আল্লাহর কসম ! যে ব্যক্তি নামায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করবে আমি অবশ্য তার সাথে যুদ্ধ করবো। কারণ যাকাত হচ্ছে সম্পদের হক। আল্লাহ্

কসম, তারা যদি আমাকে উটের একটি রশি দিতেও অস্বীকার করে যা তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জামানা পর্যন্ত দিয়ে এসেছে তাহলে আমি তাদের এ অস্বীকৃতির জন্য তাদের সাথে যুদ্ধ করবো। হযরত উমার (রা.) বলেন ঃ আল্লাহর কসম, আমি দেখেছিলাম আল্লাহ আবু বকরের হৃদয়কে যুদ্ধের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। এ ছাড়া এক্ষেত্রে আর কোন কথাই ছিল না। কাজেই আমি বুঝতে পারলাম, আবু বকরের কথাই সত্য। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢١١- وَعَنْ أَبِى أَيُّوبَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ : أَخْبِرْنِىْ بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِى الْجَنَّةَ قَالَ : « تَعْبُدُ اللّٰهَ لاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ، وَتُقِيْمُ الصَّلاَةَ وَتُؤْتِى الزَّكَاةَ ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২১১. হযরত আবু আইউব (রা.) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন ঃ আমাকে এমন আমলের কথা জানান যা আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। তিনি জবাব দিলেন ঃ আল্লাহর ইবাদাত কর, তাঁর সাথে আর কোন কিছুকে শরীক করো না, নামায কায়িম কর, যাকাত আদায় কর এবং আত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহার কর। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢١٢- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللّٰهِ دُلَّنِىْ عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ ، قَالَ : « تَعْبُدُ اللّٰهَ لاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيْمُ الصَّلاَةَ وَتُؤْتِى الزَّكَاةَ الْمَفْرُوْضَةَ ، وَتَصُوْمُ رَمَضَانَ » قَالَ : وَالَّذِىْ نَفْسِى بِيَدِهِ ، لاَ أَزِيْدُ عَلَى هٰذَا فَلَمَّا وَلَّى ، قَالَ النَّبِىُّ ﷺ ، « مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هٰذَا » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২১২. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। একবার জনৈক গ্রাম্য ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলো এবং বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে এমন একটি আমল বলে দিন যা করলে আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবো। তিনি বললেন ঃ আল্লাহর ইবাদাত কর, তাঁর সাথে আর কোন কিছুকে শরীক করো না, নিয়মিত নামায পড়, ফরয যাকাত আদায় কর এবং রমযানের রোযা রাখ। সে ব্যক্তি বললো ঃ সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ আমি এর ওপর কিছুই বৃদ্ধি করব না। তারপর যখন সে ফিরে যেতে লাগলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ যে ব্যক্তি জান্নাতের কোন অধিবাসীকে দেখে নয়ন জুড়াতে চায় সে ঐ লোকটিকে দেখতে পারে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢١٣- وَعَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ ، قَالَ : بَايَعْتُ النَّبِىَّ ﷺ عَلَى إِقَامِ الصَّلاَةِ ، وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২১৩. হযরত জারীর ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে বাই'আত গ্রহণ করেছিলাম নামায কায়িম করা, যাকাত আদায় করা ও প্রত্যেক মুসলিমের কল্যাণ কামনার ওপর। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢١٤- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلاَ فِضَّةٍ لاَ يُؤَدِّى مِنْهَا حَقَّهَا إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِيْنُهُ وَظَهْرُهُ كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيْدَتْ لَهُ فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيُرَى سَبِيْلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ قِيْلَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَالإِبِلُ ؟ قَالَ : وَلاَ صَاحِبِ إِبِلٍ لاَ يُؤَدِّى مِنْهَا حَقَّهَا ، وَمِنْ حَقِّهَا حَلْبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا ، إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ أَوْفَرَ مَا كَانَتْ ، لاَ يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيْلاً وَاحِدًا ، تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَعَضُّهُ بِأَفْوَاهِهَا كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولاَهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيُرَى سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ ». قِيْلَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ ؟ قَالَ : وَلاَ صَاحِبِ بَقَرٍ وَلاَ غَنَمٍ لاَ يُؤَدِّى مِنْهَا حَقَّهَا ، إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ، بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ ، لاَ يَفْقِد مِنْهَا شَيْئًا لَيْسَ فِيْهَا عَقْصَاءُ ، وَلاَ جَلْحَاءُ ، وَلاَ عَضْبَاءُ ، تَنْطَحُهُ بِقُرُوْنِهَا ، وَتَطَؤُهُ بِأَظْلاَفِهَا كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُوْلاَهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيُرَى سَبِيْلُهُ إِمَّا إِلَى الجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ ». قِيْلَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَالْخَيْلُ ؟ قَالَ : « اَلْخَيْلُ ثَلاَثَةٌ : هِيَ لِرَجُلٍ وِزْرٌ ، وَهِيَ لِرَجُلٍ سِتْرٌ وَهِيَ لِرَجُلٍ أَجْرٌ فَأَمَّا الَّتِيْ هِيَ لَهُ وِزْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا رِيَاءً وَفَخْرًا وَنِوَاءً عَلَى أَهْلِ الإِسْلاَمِ فَهِيَ لَهُ وِزْرٌ وَأَمَّا الَّتِيْ هِيَ لَهُ سِتْرٌ ، فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللّٰهِ فِيْ ظُهُوْرِهَا ، وَلاَ رِقَابِهَا فَهِيَ لَهُ سِتْرٌ ، وَأَمَّا الَّتِيْ هِيَ لَهُ أَجْرٌ ، فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لأَهْلِ الإِسْلاَمِ فِيْ

مَـرْجٍ ، أَوْ رَوْضَـةٍ ، فَـمَـا أَكَلَتْ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَجِ أَو الـرَّوْضَـةِ مِنْ شَىءٍ إِلاَّ كُتِبَ لَـهُ عَـدَدَ مَـا أَكَلَتْ حَسَنَاتٌ ، وَكُتِبَ لَـهُ عَـدَدَ أَرْوَاثِـهَا وَأَبْوَالِـهَا حَسَنَاتٌ ، وَلاَ تَقْطَعُ طِوَلَهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ إِلاَّ كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ عَدَدَ آثَارِهَا ، وَأَرْوَاثِهَا حَسَنَاتٍ ، وَلاَ مَرَّ بِهَا صَاحِبُهَا عَلَى نَهْرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلاَ يُرِيْدُ أَن يَسْقِيَهَا إِلاَّ كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ عَدَدَ مَا شَرِبَتْ حَسَنَاتٍ » . قِيْلَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَالْحُمُرُ ؟ قَالَ : « مَا أُنْزِلَ عَلَيَّ فِي الْحُمُرِ شَيْءٌ إِلاَّ هَذِهِ الْآيَةُ الْفَاذَّةُ الْجَامِعَةُ : فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ، وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২১৪. হযরত হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে কোন স্বর্ণ ও রৌপ্যের মালিক নিজের মালের হক (যাকাত) আদায় করে না (তার জেনে রাখা উচিত), কিয়ামতের দিন সেই স্বর্ণ ও রৌপ্যকে আগুনে জ্বালিয়ে তা দিয়ে পিণ্ড বানানো হবে, তারপর তাকে জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে এবং (কবর থেকে ওঠার সাথে সাথেই) ঐ ব্যক্তির পার্শ্বদেশ, কপাল ও পিঠ তা দিয়ে দাগানো হবে। যখনই ঐ পিণ্ডগুলো ঠাণ্ডা হয়ে যাবে সংগে সংগেই সেগুলিকে আবার জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে এবং তাকে বারাবর দাগানো হতে থাকবে সেই দিন যার দীর্ঘ হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। এমন কি অবশেষে লোকদের বিচারপর্ব সম্পন্ন হয়ে যাবে এবং তারা জান্নাত বা জাহান্নামের পথ দেখতে পাবে (এবং সেদিকে চলতে থাকবে)। জিজ্ঞেস করা হলো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহলে উটের ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত? জবা দিলেন ঃ উটের ব্যাপারেও যদি কোন উটের মালক উটের হক আদায় না করে থাকে (তাহলে তারও সেই দশা)। আর তার হকের মধ্যে (যাকাত ছাড়া) একটি হক হচ্ছে যেদিন তাদেরকে পানি পান করার জন্য আনা হয় সেদিনকার দুধ (সাদাকা করে দেয়া)। (যদি সে তাদের হক আদায় না করে থাকে তাহলে) কিয়ামতের দিন একটি পরিষ্কার ও সমতল ময়দানে তাকে (উটের মালিক) উটগুলোর পায়ের নীচে উপুড় করে ফেলে দেয়া হবে। ঐ উটগুলি হবে অত্যন্ত শক্তিশালী ও মোটা। তাদের একটি বাচ্চাও কম হবে না। তারা সবাই নিজেদের পায়ের তলায় তাকে মাড়াবে ও দাঁত দিয়ে তাকে কামড়াবে। যখন একদিক দিয়ে খতম হয়ে যাবে তখন আবার অন্য দিক দিয়ে শুরু করবে সেই দিন যেদিনটি হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান দীর্ঘ। এমনকি অবশেষে লোকদের বিচার পর্ব শেষ হয়ে যাবে এবং তারা নিজেদের জান্নাত ও জাহান্নামের পথ দেখতে পাবে। জিজ্ঞেস করা হলো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! গুরু ও ছাগলের ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত? জবাব দিলেন ঃ তাদের ব্যাপারেও, যে গরু ও ছাগলের মালিক তাদের যাকাত আদায় করবে না তাকেও কিয়ামতের

দিন একটি পরিষ্কার ও সমতল ময়দানে ঐ গরু ও ছাগলগুলোর পায়ের তলায় উপুড় করে ফেলে দেয়া হবে। সে সময় তারা সবাই হাজির থাকবে, একজনও হারিয়ে যাবে না। তাদের একজনেও শিং পেছন দিকে মোড়ানো থাকবে না, এক জনও শিংবিহীন হবে না এবং একজনেরও শিং ভাঙ্গা হবে না। তারা নিজেদের শিং দিয়ে তাকে গুতাতে থাকবে এবং পায়ের খুব দিয়ে মাড়াতে থাকবে। যখন একদিক দিয়ে শেষ হয়ে যাবে তখন অন্য দিক দিয়ে শুরু করবে সেই দিন যেদিনটি হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান দীর্ঘ। এমনকি অবশেষে লোকদের বিচার পর্ব শেষ হয়ে যাবে এবং তারা নিজেদের জান্নাত জাহান্নামের পথ দেখতে পাবে। জিজ্ঞেস করা হলো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঘোড়ার ব্যাপরে কি বলেন? জবাব দিলেন ঃ ঘোড়া তিনভাগের বিভক্ত হবে। কিছু ঘোড়া তো তাদের মালিকদের জন্য বোঝায় পরিণত হবে। কিছু ঘোড়া তাদের মালিকদের জন্য আবরণ হবে। আর কিছু ঘোড়া হবে তাদের মালিকদের জন্য প্রতিদান। যেসব ঘোড়া তার মালিকের জন্য বোঝা ও গুনাহে পরিণত হবে, তাহচ্ছে সেই সব ঘোড়া যাদেরকে তার মালক শুধুমাত্র লোক দেখাবার জন্য, গর্ব করার জন্য ও মুসলমানদের ক্ষতি করার জন্য পালন করে। এ ধরণের ঘোড়া তার জন্য বোঝা। আর যেসব ঘোড়া তার মালিকের জন্য আবরণ হবে, তা হচ্ছে এমন সব ঘোড়া যাদেরকে মালিক পালন করে আল্লাহর হুকুম মুতাবিক, তারপর তাদের পিঠও ঘাড়ের ব্যাপারে আল্লাহ যে হক নির্ধারণ করেছেন তাও বিস্মৃত হয় না। এ ধরনের ঘোড়া হচ্ছে মালিকের জন্য আবরণ। আর যে সব ঘোড়া তাদের মালিকের জন্য প্রতিদান ও সাওয়াবের কারণ তা হচ্ছে যাদেরকে তাদের মালিক আল্লাহর পথে নিছক মুসলমানদের (জিহাদের) জন্য সবুজ শ্যামল চারণ ক্ষেত্রে অথবা বাগানে ছেড়ে দেয়। প্রতিদিন তারা ঐ চারণ ক্ষেত্রে বা বাগানে যে পরিমাণ ঘাস পাতা খায় তার প্রত্যেকটি ঘাসের পাতার বিনিময়ে আল্লাহর কাছে একটি নেকী লেখা হয়। আর সারাদিন তারা যত বার পেশাব করে ও মলত্যাগ করে ততবারই তার জন্য একটি নেকী লেখা হয়। আর তারা পাহাড়ের টিলায় লাফালাফি ঝাঁপাঝাপি করে সারা দিনে যেসব দড়ি ছেঁড়ে তার বদলায় মহান আল্লাহ তাদের প্রতিটি পায়ের দাগ ও পদক্ষেপের পরিমাণ নেকী লেখেন। আর যখন এই ঘোড়ার মালিক তাদেরকে পানির ঝরণার কাছ দিয়ে নিয়ে যায় এবং তারা পানি পান করে, যদিও তাদের মালিকের নামে একটি করে নেকী লেখেন। জিজ্ঞেস করা হলো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! গাধার ব্যাপারে কি বলেন? জবাব দিলেন ঃ গাধার ব্যাপারে আমার কাছে কোন হুকুম আসেনি, তবে এ সম্পর্কে কুরআনের একটি নজিরও ব্যাপক অর্থব্যাঞ্জক আয়াত আমার কাছে আছে। আয়াতটি হচ্ছে ঃ "যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ ভালো কাজ করবে সে তার প্রতিফল পাবে।" –(সূরা যিল্‌যাল ঃ ৫) (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ وُجُوْبِ صَوْمِ رَمَضَانَ وَبَيَانِ فَضْلِ الصِّيَامِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ রমযানের রোযা ফরয এবং রোযার ফযীলত ও তার আনুসংগিক বিষয়সসমূহ।

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন ঃ

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِلَى قَوْلِهِ : شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ .... (البقرة : ١٨٣-١٨٥)

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর রোযা ফরয করা হয়েছে যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর করা হয়েছিল। .... এই রমযান মাসেই কুরআন নাযিল করা হয়েছিল, যা সমগ্র মানব জাতির জন্য হিদায়েত এবং তা এমন সুস্পষ্ট উপদেশাবলীতে পরিপূর্ণ, কাজেই আজ থেকেই যে ব্যক্তি এমাস পাবে, তার জন্য এই পূর্ণ মাসের রোযা রাখা একান্ত কর্তব্য, আর যদি কেউ অসুস্থ হয় কিংবা সফরে থাকে তাহলে সে যেন অন্য দিনগুলোয় এই রোযার সংখ্যা পূর্ণ করে নেয়। ...."। (সূরা বাকারা ঃ ১৮৩ – ১৮৫)

١٢١٥– وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ : كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلاَّ الصِّيَامَ ، فَإِنَّهُ لِىْ وَأَنَا أَجْزِى بِهِ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَصْخَبْ ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ : إِنِّىْ صَائِمٌ ، وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا : إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ وَإِذَا لَقِىَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২১৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ্ বলেছেন, বনী আদমের প্রত্যেকটি আমল তার নিজের জন্য, রোযা ছাড়া। কারণ তা আমার জন্য এবং আমিই তার প্রতিদান। আর রোযা হচ্ছে (গুনাহ্ থেকে) ঢাল স্বরূপ। কাজেই তোমাদের কেউ যখন রোযা রাখে সে যেন বাজে কথা না বলে, চেঁচামেচি না করে, যদি কেউ তাকে গালি দেয় বা তার সাথে ঝগড়া করে তাহলে তার বলা উচিত, আমি রোযাদার। যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ তাঁর কসম, রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর কাছে মিশ্‌কের চাইতেও সুগন্ধ যুক্ত। রোযাদারের দু'টি আনন্দ, যা সে লাভ

করবে। একটি হচ্ছে, সে ইফ্‌তারের সময় খুশী হয়। আর দ্বিতীয় আনন্দটি সে লাভ করবে যখন সে তার রবের সাথে সাক্ষাত করবে, তখন সে তার রোযার কারণে আনন্দিত হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢١٦- وَعَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ نُوْدِيَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ : يَا عَبْدَ اللّٰهِ هٰذَا خَيْرٌ ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِن بَابِ الرَّيَّانِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ » قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ ، رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : بِأَبِيْ أَنْتَ وَأُمِّيْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! مَا عَلَى مَنْ دُعِيَ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ مِنْ ضَرُوْرَةٍ فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا ؟ قَالَ : « نَعَمْ وَأَرْجُوْ أَنْ تَكُوْنَ مِنْهُمْ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

১২১৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে আরো বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে একটি জোড়া (কোন জিনিস) দান করবে তাকে জান্নাতের দরজা থেকে এই বলে ডাকা হবে ঃ হে আল্লাহর বান্দা! এই যে এই দরজাটি তোমার জন্য ভালো! কাজেই নামাযীদেরকে নামাযের দরজা থেকে ডাকা হবে। মুজাহিদদেরকে ডাকা হবে জিহাদের দরজা থেকে। রোযাদারদেরকে ডাকা হবে 'রাইয়ান' দরজা থেকে। সাদ্‌কা দাতাদেরকে সাদাকার দরজা থেকে। (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ থেকে একথা শুনে) হযরত আবু বকর (রা.) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার বাপ-মা আপনার ওপর কুরবান হোক, যে ব্যক্তিকে ঐ সবগুলি দরজা থেকে ডাকা হবে এবং যদিও এর কোন প্রয়োজন নেই তবুও কাউকে কি ঐ সবগুলি দরজা থেকে ডাকা হবে? জবাব দিলেন ঃ হ্যাঁ, আর আমি আশা করি তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢١٧- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « إِنَّ فِيْ الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ : الرَّيَّانُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، لَايَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ ، يُقَالُ : أَيْنَ الصَّائِمُوْنَ ؟ فَيَقُوْمُوْنَ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ ، فَإِذَا دَخَلُوْا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

১২১৭. হযরত সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ জান্নাতের একটি দরজা আছে। তাকে বলা হয় 'রাইয়ান'। কিয়ামতের দিন এই দরজা দিয়ে একমাত্র রোযাদাররা প্রবেশ করবেন। তাঁরা ছাড়া আর কেউ এই দরজা দিয়ে প্রবেশ

করতে পারবেন না। বলা হবে ঃ রোযাদাররা কোথায়? তখন রোযাদারা দাঁড়িয়ে যাবেন। সেই দরজা দিয়ে তাঁরা ছাড়া আর কেউ প্রবেশ করবে না। যখন তারা সবাই ভিতরে প্রবেশ করে যাবেন তখন দরজাটি বন্ধ করে দেয়া হবে এবং তারপর এই দরজা দিয়ে আর কেউ প্রবেশ করবে না। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢١٨– وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُوْمُ يَوْمًا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ إِلاَّ بَاعَدَ اللّٰهُ بِذَلِكَ الْيَوْمِ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২১৮. হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে একটি রোযা রাখে, তার এই একটি দিনের বদৌলতে আল্লাহ তাকে (জাহান্নামের) আগুন থেকে সত্তর বছরের দূরত্বে সরিয়ে রাখবেন। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢١٩– وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২১৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি পূর্ণ বিশ্বাস সহকারে ও সাওয়াব লাভের আশা রমযানের রোযা রাখেন তাঁর পূর্বের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢٢٠– وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ ، فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ ، وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِيْنُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২২০. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যখন রমযান মাস আসে, জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া হয়, জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানদেরকে আবদ্ধ করে দেয়া হয়। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢٢١– وَعَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ ، وَأَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غَبِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوْا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِيْنَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২২১. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ চাঁদ দেখে রোযা রাখ এবং চাঁদ দেখে ইফ্‌তার কর। আর যদি মেঘের আড়ালের কারণে চাঁদ দেখা না যায় তাহলে শাবান মাসের তিরিশ তারিখ পূর্ণ করে। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ الْجَوْدِ وَفِعْلِ الْمَعْرُوْفِ وَالْاِكْثَارِ مِنَ الْخَيْرِ فِى شَهْرِ رَمَضَانَ وَالزِّيَادَةِ مِنْ ذَلِكَ فِىْ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْهُ

অনুচ্ছেদ ঃ রমযান মাসে দান, সৎকর্ম ও বেহিসাব নেক আমলের তাকিদ এবং বিশেষ করে শেষ দশ দিনে এগুলো করা।

١٢٢٢- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ ، وكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُوْنُ فِى رَمَضَانَ حِيْنَ يَلْقَاهُ جِبْرِيْلُ وكَانَ جِبْرِيْلُ يَلْقَاهُ فِىْ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ ، فَلَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ يَلْقَاهُ جِبْرِيْلُ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيْحِ الْمُرْسَلَةِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২২২. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন লোকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী দানশীল। আর বিশেষ করে রমযান মাসে তাঁর দানশীলতা আরো বেশী বেড়ে যেতো যখন হযরত জিব্‌রাঈল (আ.) তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন। হযরত জিব্‌রাঈল (আ.) তাঁর সাথে রমযানের প্রতি রাতে দেখা করতেন এবং তাঁকে কুরআন শেখাতেন। তবে হযরত জিব্‌রাঈল (আ.) যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে দেখা করতেন তখন তাঁর দানশীলতা বৃষ্টি আনয়নকারী বাতাসের চাইতেও বেশী কল্যাণকামী হয়ে যেতো। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢٢٣- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : « كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ أَحْيَى اللَّيْلُ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ وَشَدَّ الْمِئْزَرَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২২৩. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রমযানের শেষ দশ দিনের আগমনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে (সারা) রাত জাগতেন, নিজের পরিবারের লোকদেরকেও জাগাতেন এবং আল্লাহর ইবাদতে খুব বেশী করে নিমগ্ন হয়ে যেতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ النَّهِيِّ عَنْ تَقَدُّمِ رَمَضَانَ بِصَوْمٍ بَعْدَ نِصْفِ شَعْبَانَ إِلاَّ لِمَنْ وَصَلَهُ بِمَا قَبْلَهُ أَوْ وَافَقَ عَادَةً لَهُ بِأَنْ كَانَ عَادَتَهُ صَوْمُ الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسُ فَوَافَقَهُ

অনুচ্ছেদ ঃ অর্ধ শাবানের পর থেকে রমযানের পূর্ব পর্যন্ত রোযা রাখার উপর নিষেধাজ্ঞা, তবে যার পূর্বের সাথে মিলাবার অভ্যাস হয়ে গেছে অথবা যে ব্যক্তি সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখতে অভ্যস্ত সে ঐ দিনগুলোর রোযা রাখতে পারবে।

١٢٢٤- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لاَ يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ ، إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ رَجُلٌ كَانَ يَصُوْمُ صَوْمَهُ ، فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২২৪. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ যেন রমযানের একদিন বা দু'দিন আগে রোযা না রাখে। তবে যে ব্যক্তি ঐ দিনগুলোর রোযা রাখা অভ্যাস হয়ে গেছে সে যেন ঐদিনগুলোয় রোযা রাখে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢٢٥- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « لاَ تَصُوْمُوْا قَبْلَ رَمَضَانَ صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ حَالَتْ دُوْنَهُ غَيَابَةٌ فَأَكْمِلُوْا ثَلاَثِيْنَ يَوْمًا » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১২২৫. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ রমযানের আগে রোযা রেখো না। বরং চাঁদ দেখে রোযা রাখ এবং চাঁদ দেখে রোযা ছাড়। যদি তোমাদের ও চাঁদের মাঝখানে মেঘের আড়াল সৃষ্টি হয়ে যায় তাহলে (সাবান মাস) ৩০ দিন পূর্ণ কর। (তিরমিযী)

١٢٢٦- وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « إِذَا بَقِيَ نِصْفٌ مِنْ شَعْبَانَ فَلاَ تَصُوْمُوْا » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১২২৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যখন শাবান মাসের অর্ধেক বাকি থাকে তখন আর রোযা রেখো না। (তিরমিযী)

١٢٢٧- وَعَنْ أَبِى الْيَقْظَانِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ « مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِى يُشَكُّ فِيْهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِيُّ.

১২২৭. হযরত ইয়াকযান আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি সন্দেহের দিন (অর্থাৎ মেঘের কারণে চাঁদ না দেখা যাওয়ার দরুণ যে দিন রোযা রাখ সন্দেহমুক্ত) রোযা রাখে, সে আবুল কাসিম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাফারমানী করে। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

بَابُ مَا يُقَالُ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْهِلاَلِ

অনুচ্ছেদ ঃ চাঁদ দেখে যে দু'আ পড়তে হবে

١٢٢٨- عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَأَى الْهِلاَلَ قَالَ : « اَللّٰهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيْمَانِ وَالسَّلاَمَةِ وَالْإِسْلاَمِ رَبِّيْ وَرَبُّكَ اللّٰهُ ، هِلاَلُ رُشْدٍ وَخَيْرٍ » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১২২৮. হযরত তালহা ইব্ন উবাইদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন প্রথম রাতের চাঁদ দেখতেন তখন বলতেন ঃ "আল্লাহুম্মা আহিল্লাহু আলাইনা বিল আম্‌নে ওয়াল ঈমা-নি ওয়াস সালামাতি ওয়ালা ইসলামি, রাব্বী ওয়া রাব্বুকাল্লাহু হিলা-লু রুশ্‌দি ওয়া খাইর –হে আল্লাহ! এই চাঁদকে আমাদের ওপর উপর উদিত কর নিরাপত্তা, ঈমান, শান্তি ও ইসলামের সথে। (হে চাঁদ) তোমার ও আমার প্রভু-একমাত্র আল্লাহ। (হে আল্লাহ!) এ চাঁদ যেন সঠিক পথের ও কল্যাণের চাঁদ হয়"। (তিরমিযী)

بَابُ فَضْلِ السُّحُوْرِ وَتَأْخِيرِهِ مَا لَمْ يَخْشَ طُلُوْعَ الْفَجْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ সেহ্‌রী খাওয়ার ফযীলত এবং ফজরের উদয়ের আশংকা না হওয়া পর্যন্ত দেরী করে সেহ্‌রী খাওয়া।

١٢٢٩- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : تَسَحَّرُوْا فَإِنَّ فِيْ السَّحُوْرِ بَرَكَةً » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২২৯. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ সেহ্‌রী খাও। কারণ সেহ্‌রীর মধ্যে রয়েছে বরকত। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢٣٠- وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلاَةِ قِيْلَ : كَمْ كَانَ بَيْنَهُمَا ؟ قَالَ : قَدْرُ خَمْسِيْنَ آيَةً ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৩০. হযরত যায়িদ ইব্ন সাবিত (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সেহ্‌রী খেলাম, তারপর নামাযের জন্য দাঁড়ালাম। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো ঃ সেহ্‌রী ও আযানের মধ্যে কতটুকু সময়ের ব্যবধান ছিল? জাবাব দিলেন ঃ পশ্চাশ আয়াত পড়ার মতো সময়ের ব্যবধান ছিল। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢٣١- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مُؤَذِّنَانِ : بِلاَلُ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُوْمٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ،

فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوْمٍ » قَالَ : وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلاَّ أَنْ يَنْزِلَ هٰذَا وَيَرْقَى هٰذَا . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৩১. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত ঃ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুয়ায্যিন ছিল দু'জন ঃ হযরত বিলাল ও ইব্ন উম্মে মাকতূম (রা.)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ বিলাল রাত্রি বেলা আযান দেয়। কাজেই তাঁর আযানের পর পানাহার করতে থাক যতক্ষণ না ইব্ন উম্মে মাকতূম (ফযরের) আযান দেয়। (ইব্ন উমার) বলেন ঃ তাঁদের দু'জনের আযানের মধ্যে পার্থক্য ছিল এতটুকু যে, একজন নামতেন এবং আরোহণ করতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢٣٢- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১২৩২. হযরত আম্র ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ আমাদের রোযা ও আহলে কিতাবদের রোযা মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে সাহ্রী খাওয়া। (মুসলিম)

بَابُ فَضْلِ تَعْجِيْلِ الْفِطْرِ وَمَا يُفْطِرُ عَلَيْهِ وَمَا يَقُوْلُهُ بَعْدَ الْإِفْطَارِ

অনুচ্ছেদ ঃ সময় হওয়ার সাথে সাথে ইফ্তার করার ফযীলত এবং কি দিয়ে ইফ্তার করতে হবে ও ইফ্তারের দু'আ

١٢٣٣- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « لاَيَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوْا الْفِطْرَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৩৩. হযরত সাহ্ল ইব্ন সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ লোকেরা যতদিন দ্রুত (সময় হওয়ার সাথে সাথে দেরী না করে) ইফ্তার করবে ততদিন কল্যাণের মধ্যে অবস্থান করবে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢٣٤- وَعَنْ أَبِيْ عَطِيَّةَ قَالَ : دَخَلْتُ أَنَا وَمَسْرُوْقٌ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَ فَقَالَ لَهَا مَسْرُوْقٌ : رَجُلاَنِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ كِلاَهُمَا لاَيَأْلُوْ عَنِيِّ الْخَيْرِ : أَحَدُهُمَا يُعَجِلُ الْمَغْرِبَ وَالْإِفْطَارَ ، وَالْآخَرُ يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ وَالْإِفْطَارَ ؟ فَقَالَتْ : مَنْ يُعَجِّلُ الْمَغْرِبَ وَالْإِفْطَارَ ، قَالَ : عَبْدُ اللّٰهِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُوْدٍ فَقَالَتْ : هٰكَذَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصْنَعُ ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১২৩৪. হযরত আবু আতীয়্যা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি ও মাসরূক (রা.) হযরত আয়েশা (রা.) কাছে গেলাম। মাসরূক (র.) বললেন ঃ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দু'জন সাহাবী সৎকাজ করার ব্যাপারে কোন প্রকার গড়িমসি করেন না। তাঁদের একজন দ্রুত মাগরিবের নামায পড়েন এবং দ্রুত ইফতার করতেন। আর অন্যজন বিলম্বে মাগরিব পড়েন এবং বিলম্বে ইফতার করেন। হযরত আয়েশা (রা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ কে দ্রুত মাগরিব পড়েন এবং ইফ্তার করেন? মাসরুক (র) জবাব দিলেন ঃ আবদুল্লাহ্ (আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ)। হযরত আয়েশা (রা) বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমনটি করতেন। (মুসলিম)

١٢٣٥- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ أَحَبُّ عِبَادِيْ إِلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১২৩৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মহান প্রতাপশালী আল্লাহ বলেন ঃ আমার বান্দাদের মধ্যে যারা দ্রুত ইফ্তার করে তারাই আমার কাছে অধিকতর প্রিয়। (তিরমিযী)

١٢٣٦- وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هٰهُنَا وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هٰهُنَا وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৩৬. হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যখন রাত্র ঐ (পূর্ব) দিক থেকে আসে এবং দিন ঐ (পশ্চিম) দিকে চয়ে যায় আর সূর্য ডুবে যায়, তখন রোযাদার ইফ্তার করে নেয়। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢٣٧- وَعَنْ أَبِيْ إِبْرَاهِيْمَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ أَوْفَى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا، قَالَ : سِرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ صَائِمٌ لَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، قَالَ لِبَعْضِ الْقَوْمِ : « يَا فُلَانُ انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا، فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ أَمْسَيْتَ ؟ قَالَ : « انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا » قَالَ : إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا، قَالَ : « انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا » قَالَ : فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَهُمْ فَشَرِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ : « إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هٰهُنَا، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ » وَأَشَارَ بِيَدِهِ قِبَلَ الْمَشْرِقِ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৩৭. হযরত আবু ইবরাহীম আবদুল্লাহ ইব্ন আবু আউফা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক সফরে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। তখন

তিনি ছিলেন রোযাদার। যখন সূর্য ডুবে গেলো, তনি কাওমের এক ব্যক্তিকে বললেন ঃ হে উমুক! (সাওয়ারী থেকে নেমে) আমাদের জন্য ছাতুগুলো দাও। লোকটি বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! সাঁঝ হতে দিন। জবাবে তিনি বললেন ঃ নেমে যাও, আমাদের জন্য ছাতু বানাও। লোকটি বললো ঃ এখনো তো দিন বাকি আছে? জবাবে তিনি (আবার) বললেন ঃ নেমে যাও, আমাদের জন্য ছাতু বানাও। আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবু আউফা (রা.) বলেন ঃ সে ব্যক্তি নেমে গেলো এবং ছাতুগুলো তাঁর সামনে আনলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা পান করলেন এবং হাত দিয়ে পূর্ব দিকে ইশারা করে বললেন ঃ যখন রাতকে ওদিক থেকে এগিয়ে আসতে দেখবে তখন রোযাদারের রোযা খুলে ফেলা উচিত। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢٣٨- وَعَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ الصَّحَابِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ، فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّهُ طَهُوْرٌ ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ.

১২৩৮. হযরত সালমান ইব্‌ন আমির দাব্বী সাহাবী (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন রোযা ইফ্‌তার করে তখন তার খেজুর দিয়ে ইফ্‌তার করা উচিত। তবে যদি সে খেজুর না পায় তাহলে পানি দিয়ে ইফ্‌তার করা উচিত। কারণ পানি হচ্ছে পবিত্র। (আবূ দাউদ ও তিরমিযী)

١٢٣٩- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُفْطِرُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رُطَبَاتٍ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَتُمَيْرَاتٌ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تُمَيْرَاتٌ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِيُّ.

১২৩৯. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযের পূর্বে ইফ্‌তার করতেন কয়েকটি তাজা খেজুর দিয়ে। যদি তিনি তাজা খেজুর না পেতেন তাহলে শুকনো খেজুর দিয়ে। আর যদি তাও না পেতেন তাহলে কয়েক ঢোক পানি পান করে নিতেন। (আবূ দাউদ ও তিরমিযী)

بَابُ أَمْرِ الصَّائِمِ بِحِفْظِ لِسَانِهِ وَجَوَارِحِهِ عَنِ الْمُخَالِفَاتِ وَالْمُشَاتَمَةِ وَنَحْوِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ রোযাদারের প্রতি গালিগালাজ ও শরীয়ত বিরোধী এবং এই ধরনের অন্যান্য কার্যকলাপ থেকে নিজের জিহ্বা ও অন্যান্য অংগকে বিরত রাখার নির্দেশ।

١٢٤٠- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ ، فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ ، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৪০. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন কোন দিন রোযা রাখে যে যেন অশ্লীল কথা না বলে এবং গোলমাল ও ঝগড়াঝাটি না করে। যদি কেউ তাকে গালি দেয় অথবা কেউ তার সাথে ঝগড়াঝাটি করে তাহলে তার বলা উচিত, আমি রোযাদার। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢٤١- وَعَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِيْ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১২৪১. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে আরো বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি (রোযা রাখার পরও) মিথ্যা বলা ও খারাপ কাজ করা থেকে বিরত থাকে না তার পানাহার ত্যাগ করায় আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই। (বুখারী)

بَابُ فِيْ مَسَائِلِ مِنَ الصَّوْمِ

অনুচ্ছেদ ঃ রোযা সম্পর্কিত কতিপয় মাসাইল।

١٢٤٢- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « إِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللّٰهُ وَسَقَاهُ ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৪২. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ রোযা রেখে রোযার কথা ভুলে যায় এবং কিছু খেয়ে ফেলে বা পান করে, তার রোযা পুরো করা উচিত?। কারণ আল্লাহ তাকে খাইয়েছেন ও পান করিয়েছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢٤٣- وَعَنْ لَقِيْطِ بْنِ صَبِرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَخْبِرْنِيْ عَنِ الْوُضُوْءِ ؟ قَالَ : « أَسْبِغِ الْوُضُوْءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ وَبَالِغْ فِيْ الاِسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ صَائِمًا » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِيُّ.

১২৪৩. হযরত লাকীত ইব্ন সাবিরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে অযূর ব্যাপারে অবহিত করুন। তিনি বললেন ঃ পরিপূর্ণভাবে অযূ কর। আঙ্গুলগুলোর মধ্যে খেলাল কর। আর যদি রোযা না রেখে থাকো তাহলে নাকের মধ্যে বেশী জায়গা পর্যন্ত পানি পৌঁছাও। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

١٢٤٤- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُوْمُ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৪৪. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, অনেক সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের পরিবারের কারণে সকালে জুনূবী (যার ওপর গোসল ফরয) অবস্থায় উঠতেন, তারপর গোসল করতেন এবং রোযা রাখতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢٤٥– وَعَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَتَا : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ ثُمَّ يَصُوْمُ ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৪৫. হযরত আয়েশা ও উম্মে সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (অনেক সময় স্বপ্নদোষ ছাড়াই জুনূবী অবস্থায় সকালে উঠতেন তারপর তিনি যথারীতি) রোযা রাখতে। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ بَيَانِ فَضْلِ صَوْمِ الْمُحَرَّمِ وَشَعْبَانَ وَالْأَشْهُرِ الْحُرُمِ

অনুচ্ছেদ ঃ মুহাররাম, শাবান ও হারাম মাসগুলোতে রোযা রাখার ফযীলত।

١٢٤٦– عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ : شَهْرُ اللّٰهِ الْمُحَرَّمُ ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১২৪৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ রমযানের রোযার পর মর্যাদাপূণ রোযা হচ্ছে আল্লাহর মাস মুহাররমের রোযা। আর ফরয নামাযের পর মর্যাদাপূর্ণ নামায হচ্ছে রাত্রির (তাহাজ্জুদ) নামায। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢٤٧– وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ يَصُوْمُ مِنْ شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ فَإِنَّهُ كَانَ يَصُوْمُ شَعْبَانَ كُلَّهُ . وَفِي رِوَايَةٍ : كَانَ يَصُوْمُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيْلًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৪৭. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শাবান মাসের চাইতে বেশী আর কোন মাসে রোযা রাখতেন না। কারণ তিনি পুরো শাবান মাসে রোযা রাখতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢٤٨– وَعَنْ مُجِيْبَةَ الْبَاهِلِيَّةِ عَنْ أَبِيْهَا أَوْ عَمِّهَا أَنَّهَا أَتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ انْطَلَقَ فَأَتَاهُ بَعْدَ سَنَةٍ وَقَدْ تَغَيَّرَتْ حَالُهُ وَهَيْئَتُهُ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَمَا تَعْرِفُنِي ؟ قَالَ : « وَمَنْ أَنْتَ ؟ » قَالَ : أَنَا الْبَاهِلِيُّ الَّذِي جِئْتُكَ عَامَ الْأَوَّلِ ، قَالَ : « فَمَا غَيَّرَكَ ، وَقَدْ كُنْتَ حَسَنَ الْهَيْئَةِ ؟ » قَالَ : مَا أَكَلْتُ طَعَامًا مُنْذُ فَارَقْتُكَ إِلَّا بِلَيْلٍ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « عَذَّبْتَ نَفْسَكَ ! »

ثُمَّ قَالَ : « صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ ، وَيَوْمًا مِنْ كُلِّ شَهْرٍ » قَالَ : زِدْنِي: فَإِنَّ بِي قُوَّةً ، قَالَ : « صُمْ يَوْمَيْنِ » قَالَ : زِدْنِي ، قَالَ : « صُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ » قَالَ : زِدْنِي ، قَالَ : « صُمْ مِنَ الْحُرُمِ وَاتْرُكْ ، صُمْ مِنَ الْحُرُمِ وَاتْرُكْ ، صُمْ مِنَ الْحُرُمِ وَاتْرُكْ » وَقَالَ بِأَصَابِعِهِ الثَّلاَثِ فَضَمَّهَا ، ثُمَّ أَرْسَلَهَا. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

১২৪৮. হযরত মুজীবা আল-বাহিলীয়া তাঁর পিতা থেকে বা চাচা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। তাঁর পিতা বা চাচা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাযির হন। তারপর তিনি চলে যান এবং এক বছর পর আবার হাযির হন। তখন তাঁর অবস্থাও চেহারা সুরাত (অনেক) বদলে গিয়েছিল। তিনি বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন না? তিনি জবাব দেন ঃ তুমি কে? বলেন ঃ আমি হলাম সেই বাহিলী, প্রথম বছরে আপনার কাছে এসেছিলাম। তিনি বললেন ঃ তোমার এই পরিবর্তন কেমন করে হলো, তোমার চেহারা সুরাত না বেশ সুন্দরই ছিল ? হযরত বাহিলী (রা.) জবাব দেন ঃ সেবারে আপনার কাছ থেকে বিদায় নেবার পর থেকে আমি রাত্রে ছাড়া আর কখনো খাবার খাইনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ কেন তুমি নিজের নাফসকে কষ্ট দিয়েছো ? তারপর বললেন ঃ রমযান মাসের রোযা রাখ আর এরপর প্রত্যেক মাসে একদিন করে (রোযা রাখ)। হযরত বাহিলী (রা.) আরয করেন ঃ আরো বাড়িয়ে দিন, কারণ আমার মধ্যে এর শক্তি আছে। জবাব দেন ঠিক আছে, প্রতি মাসে দু'দিন করে। হযরত বাহিলী (রা.) বলেন ঃ আরো বাড়িয়ে দিন। জবাব দেন, তাহলে প্রতি মাসে তিন দিন করে। হযরত বাহিলী (রা.) বলেন ঃ আরো বাড়িয়ে দিন। জবাব দেন ঃ ব্যাশ, হারাম মাসগুলোয় রোযা রাখ ও ছেড়ে দাও। বর্ণনাকারী বলেন ঃ তারপর তিনি নিজের তিন আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করেন, প্রথমে তাদেরকে মিলান তারপর ছেড়ে দেন (এর অর্থ হচ্ছে তিন দিন রোযা রাখ এবং তিন দিন ছেড়ে দাও)। (আবু দাউদ)

بَابُ فَضْلِ الصَّوْمِ وَغَيْرِهِ فِيْ الْعَشْرِ الْأَوَّلِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ

অনুচ্ছেদ ঃ যিল-হজ্জ-এর প্রথম দশদিনে রোযা রাখা ও অন্যান্য নেক কাজ করার ফযীলত।

١٢٤٩- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيْهَا أَحَبُّ إِلَى اللّٰهِ مِنْ هٰذِهِ الْأَيَّامِ » يَعْنِي : أَيَّامَ الْعَشْرِ ، قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلاَ الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؟ قَالَ : « وَلاَ الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ، إِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ ، وَمَالِهِ ، فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذٰلِكَ بِشَيْءٍ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১২৪৯. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ এমন কোন দিন নেই যেদিনে কৃত নেক আমল এসব দিন অর্থাৎ যুল-হিজ্জার প্রথম দশদিনের নেক আমলের মত আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয়। সাহাবা কিরাম (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর পথে জিহাদের মত (নেকী) আমল ও কি নয়? তিনি বললেন ঃ না, আল্লাহর পথে জিহাদের মত (নেক) আমলও নয়। তবে যে ব্যক্তি তাদের জান ও মাল নিয়ে আল্লাহ্‌র পথে বের হল এবং এর কোনটা নিয়েই আর ফিরে আসল না। (বুখারী)

بَابُ فَضْلِ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَعَاشُوْرَاءِ وَتَاسُوْعَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ আরাফা ও আশুরার দিন এবং মুহাররমের নবম তারিখে রোযা রাখার ফযীলত।

١٢٥٠- عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ ؟ قَالَ : « يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১২৫০. হযরত কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আরাফাতের দিনের রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি জবাব দিলেন ঃ এতে বিগত বছরের আগামীর গুনাহ কাফ্‌ফারা হয়ে যায়। (মুসলিম)

١٢٥١- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَامَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৫১. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আশুরায় দিন রোরা রাখতেন এবং ঐ দিন রোযা রাখার হুকুম দেন। (বুখারী ও মুসলিম)।

١٢٥٢- وَعَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ فَقَالَ : « يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১২৫২. হযরত আবু কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আশুরার দিনের রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন ঃ এতে বিগত দিনের কাফ্‌ফারা হয়ে যায়। (মুসলিম)

٢١٥٣- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « لَئِنْ بَقِيْتُ إِلَى قَابِلٍ لَأَصُوْمَنَّ التَّاسِعَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১২৫৩. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আগামী বছর পর্যন্ত যদি আমি বেঁচে থাকি তাহলে নয় তারিখের রোযা রাখবো। (মুসলিম)

بَابُ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ

অনুচ্ছেদ ঃ শাওয়াল মাসে ছয় দিন রোযা রাখা মুস্তাহাব।

١٢٥٤- عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১২৫৪. হযরত আবু আইউব (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি রমযানের রোযা রাখলো, তারপর এর পরপরই শাওয়ালের ছয়টি রোযা রাখলো সে যেন এক বছরে রোযা রাখলো। (মুসলিম)

بَابُ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ الإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ

অনুচ্ছেদ ঃ সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখা মুস্তাহাব।

١٢٥٥- عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الإِثْنَيْنِ فَقَالَ : « ذَلِكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ وَيَوْمٌ بُعِثْتُ أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১২৫৫. হযরত আবু কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল সোমবারের রোযা সম্পর্কে। তিনি জবাব দিয়েছিলেন আমার জন্ম হয়েছিল, আমার ওপর নবুওয়াতের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল অথবা একথা বলেছিলেন এ দিনের আমার উপর (প্রথম) অহী নাযিল করা হয়েছিলো। (মুসলিম)

١٢٥٦- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « تُعْرَضُ الأَعْمَالُ يَوْمَ الإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ ، فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১২৫৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ সোমবার ও বৃহস্পতিবার (মহান আল্লাহর সমীপে) আমল পেশ করা হয়। কাজেই আমি চাই আমার আমল যেন এমন অবস্থায় পেশ করা হয় যখন আমি রোযা রাখা অবস্থায় থাকি। (তিরমিযী)

١٢٥٧- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَحَرَّى صَوْمَ الإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১২৫৭. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সোমবার ও বৃহস্পতিবারের রোযার জন্য আগ্রহী থাকতেন। (তিরমিযী)

بَابُ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ ثَلَاثَه أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ

অনুচ্ছেদ ঃ প্রত্যেক মাসে তিনদিন রোযা রাখা মুস্তাহাব।

١٢٥٨- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : أَوْصَانِي خَلِيْلِي ﷺ بِثَلَاثٍ : صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى وَأَنْ أُوْتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৫৮ হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমার বন্ধু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে তিনটি বিষয়ের অসিয়্যত করে গেছেন ঃ প্রত্যেক মাসে তিন দিন রোযা রাখা, চাশ্‌তের দুই রাকা'আত নামায এবং (তৃতীয়টি হচ্ছেঃ) শুয়ে পড়ার পুর্বে যেন আমি বিত্‌র পড়ে নেই। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢٥٩- وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : أَوْصَانِي حَبِيْبِي ﷺ بِثَلَاثٍ لَنْ أَدَعَهُنَّ مَا عِشْتُ : بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَصَلَاةِ الضُّحَى وَبِأَنْ لَا أَنَامَ حَتَّى أُوْتِرَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১২৫৯. হযরত আবু দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার বন্ধু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে তিনটি বিষয়ের অসিয়্যত করেছেন। যতদিন জীবিত থাকবো আমি সেগুলো কখনো ত্যাগ করবো না। সেগুলো হচ্ছে ঃ প্রতিমাসে তিন দিন রোযা রাখা, চাশ্‌তের নামায এবং (তৃতীয়টি হচ্ছে) বিত্‌র না পড়ে যেন কখনো না ঘুমাই। (বুখারী)

١٢٦٠- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৬০. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেক মাসে তিনদিন রোযা রাখা মানে হচ্ছে সারা বছর রোযা রাখা (এতে সারা বছর রোযা রাখার সাওয়াব পাওয়া যায়।)। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢٦١- وَعَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا : أَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصُوْمُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ فَقُلْتُ : مِنْ أَيِّ الشَّهْرِ كَانَ يَصُوْمُ ؟ قَالَتْ : لَمْ يَكُنْ يُبَالِي مِنْ أَيِّ الشَّهْرِ يَصُوْمُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১২৬১. হযরত মু'আযা আল-আদাবীয়্যা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা.) কে প্রশ্নে করলাম ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রত্যেক মাসে তিনটি রোযা রাখতেন? তিনি জবাব দেন, হ্যাঁ। তখন আমি বললাম, মাসের কোন অংশে তিনি রোযা রাখতেন ? জবাব দিলেন ঃ তিনি এ ব্যাপারে কোন বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করতেন না বরং মাসের যে অংশে চাইতে রোযা রাখতেন। (মুসলিম)

١٢٦٢- وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ « إِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثًا فَصُمْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১২৬২. হযরত আবু যার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ যখন তুমি মাসে তিনটি রোযা রাখতে চাও, তখন তের, চৌদ্দ ও পনের তারিখের রোযা রাখ। (তিরমিযী)

١٢٦٣- وَعَنْ قَتَادَةَ بْنِ مِلْحَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُنَا بِصِيَامِ أَيَّامِ الْبِيْضِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

১২৬৩. হযরত কাতাদা ইব্ন মিলহান (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমদেরকে আইয়ামে বীযের রোযা রাখার হুকুম দিতেন। (আইয়ামে বীযের দিনগুলো হলো ঃ মাসের তের, চৌদ্দ ও পনের তারিখে।) (আবু দাঊদ)

١٢٦٤- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ « لَايُفْطِرُ أَيَّامَ الْبِيْضِ فِي حَضَرٍ وَلَا سَفَرٍ . رَوَاهُ النِّسَائِيْ.

১২৬৪. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গৃহে অবস্থানকালে বা সফররত অবস্থায় কখনো আইয়ামে বীযের রোযা ছাড়তেন না। (নাসঈ)

بَابُ فَضْلِ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا وَفَضْلِ الصَّائِمُ الَّذِيْ يُوْكَلُ عِنْدَهُ وَدُعَاءُ الْآكِلِ لِلْمَأْكُوْلِ عِنْدَهُ

অনুচ্ছেদ ঃ রোযাদারকে ইফ্তার করাবার এবং যে রোযাদারের সামনে পানাহার করা হয় তার ফযীলত আর যে ব্যক্তি আহার করায় তার উপস্থিতিতে আহারকারীর দু'আ করা।

١٢٦٥- عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْءٌ » . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১২৬৫. হযরত যায়িদ ইব্ন খালিদ আল জুহানী (রা.) কর্তৃক বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে ইফ্তার করায় সে তার (রাযাদার) সমান প্রতিদান পায় কিন্তু এর ফলে রোযাদারের প্রতিদানের মধ্যে কোন কমতি হবে না। (তিরমিযী)

١٢٦٦- وَعَنْ أُمِّ عُمَارَةَ الْأَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا فَقَدَّمَتْ إِلَيْهِ طَعَامًا فَقَالَ : « كُلِيْ » فَقَالَتْ : إِنِّيْ صَائِمَةٌ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « إِنَّ الصَّائِمَ تُصَلِّي عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ حَتَّى يَفْرُغُوْا » وَرُبَّمَا قَالَ : « حَتَّى يَشْبَعُوْا » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১২৬৬. হযরত উম্মে উমারা আল-আনসারীয়া (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (একদিন) তাঁর খেদমতে গেলেন। তিনি তাঁর সামনে খাবার এনে রাখলেন। নবী (সা) তাঁকে বললেন ঃ 'তুমিও খাও'। তিনি বলেন ঃ 'আমি তো রোযাদার।' জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ রোযাদারের সামনে যখন অন্য লোকেরা আহার করেন তখন তাদের আহার শেষ না হওয়া পর্যন্ত ফিরিশ্তারা তাঁর (রোযাদার) ওপর রহমত নাযিল করতে থাকে। আবার অনেক সময় বলেন ঃ "তারা পেট ভরে আহার না নেয়া পর্যন্ত।" (তিরমিযী)

١٢٦٧- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَاءَ إِلَى سَعْدِ ابْنِ عُبَادَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَجَاءَ بِخُبْزٍ وَزَيْتٍ فَأَكَلَ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُوْنَ وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ . رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

১২৬৭. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (একদিন) সা'দ ইব্ন উবাদার নিকট আসেন। হযরত সা'দ (রা.) তাঁর জন্য রুটি ও যয়তুনের তেল নিয়ে আসেন। তিনি তা আহার করেন। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ তোমার কাছে রোযাদার ইফ্তার করলো এবং সজ্জনরা তোমার খাদ্য আহার করলো। আর ফিরিশ্তাগণ তোমার জন্য ইস্তিগফার করলো। (আবু দাউদ)

كِتَابُ الْاِعْتِكَافِ

অধ্যায় ঃ ই'তিকাফ

بَابُ فَضْلِ الْاِعْتِكَافِ

অনুচ্ছেদ ঃ ইতিকাফের ফযীলত।

١٢٦٨- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৬৮. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমযানের শেষ দশ দিন ই'তিকাফ করতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢٦٩- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللّٰهُ تَعَالَى ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৬৯. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ওফাত দান করার আগে পর্যন্ত তিনি নিয়মিতভাবে রমযান মাসের শেষ দশদিন ই'তিকাফ করতেন। তারপর তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণ ই'তিকাফ করতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢٧٠- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَعْتَكِفُ فِىْ كُلِّ رَمَضَانَ عَشْرَةَ أَيَّامٍ فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِىْ قُبِضَ فِيْهِ اعْتَكَفَ عِشْرِيْنَ يَوْمًا. رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ.

১২৭০. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতি রমযান মাসের শেষ ১০ দিন ই'তিকাফ করতেন। তারপর যখন সেই বছরটি এলো তিনি ইন্তিকাল করেন, সে বছর তিনি ২০ দিন ই'তিকাফ করেন। (বুখারী)

كِتَابُ الْحَجِّ

অধ্যায় ঃ হজ্জ

بَابُ وُجُوْبِ الْحَجِّ وَفَضْلِهِ

অধ্যায় ঃ হজ্জ ফরয হওয়া এবং এর ফযীলত।

মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন ঃ

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهِ غَنِىٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ (آل عمران : ٩٧)

"মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ আছে আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ গৃহের হজ্জ করা তার অবশ্য কর্তব্য এবং কেউ প্রত্যাখ্যান করলে সে জেনে রাখুক আল্লাহ সমগ্র সৃষ্টি জাহানের অমুখাপেক্ষী।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ৯৭)

١٢٧١- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: « بُنِىَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৭১. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ পাঁচটি বিষয়ের ওপর ইসলামের বুনিয়াদ স্থাপন করা হয়েছে ঃ একথার সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল, নামায কায়েম করা, যাকাত দেয়া, বায়তুল্লাহর হজ্জ করা এবং রমযানের রোযা রাখা। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢٧٢- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : « أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللّٰهَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوْا » فَقَالَ رَجُلٌ : أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ فَسَكَتَ ، حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ ، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ « ثُمَّ قَالَ : « ذَرُوْنِىْ مَا تَرَكْتُكُمْ ; فَإِنَّمَا

هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ ، وَاخْتِلافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوْهُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১২৭২. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সামনে ভাষণ দেন। তাতে তিনি বলেন ঃ হে লোকেরা! আল্লাহ তোমাদের উপর হজ্জ ফরয করেছেন। কাজেই তোমরা হজ্জ কর। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ! প্রত্যেক বছরই কি হজ্জ ? তিনি চুপ করে রইলেন। এমন কি ঐ ব্যক্তি এ প্রশ্নটি পর পর তিনবার করলো। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ যদি আমি 'হাঁ' বলে দিতাম তাহলে তোমাদের ওপর প্রতি বছর হজ্জ ফরয হয়ে যেতো, অথচ এটা পালন করার শক্তি তোমাদের থাকতো না। অতপর তিনি বলেন ঃ যতক্ষণ আমি তোমাদেরকে ছেড়ে দেই তোমরাও আমাকে ছেড়ে দিয়ে রেখো। কারণ তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তারা অত্যধিক প্রশ্ন করার ও নিজেদের নবীদের ব্যাপারে মত বিরোধের কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে। কাজেই যখন আমি তোমাদেরকে কোন কিছুর হুকুম দেই, তোমাদের সামর্থ অনুযায়ী তা পালন কর। আর যখন কোন কাজ করতে বারণ করি, তা থেকে বিরত থাক। (মুসলিম)

١٢٧٣- وَعَنْهُ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ : « إِيْمَانٌ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ » قِيْلَ : ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : اَلْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ » قِيْلَ : ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : « حَجٌّ مَبْرُوْرٌ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৭৩. হযরত আবু হুরায়ারা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কোন্ কাজটি সবচেয়ে উত্তম ? তিনি জবাব দিয়েছিলেন ঃ "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনা।" জিজ্ঞেস করা হয়েছিল ঃ তারপর কোন্ কাজটি ? জবাব দিয়েছিলেন ঃ "তারপরে উত্তম হচ্ছে আল্লাহ্র পথে জিহাদ করা।" জিজ্ঞেস করা হয়েছিল ঃ তারপর কোন্টি। জবাব দিয়েছিলেন ঃ "তারপর হচ্ছে, মাবরূর (মাকবুল) হজ্জ। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢٧٤- وَعَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : « مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৭৪. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি হজ্জ করে, তার মধ্যে বাজে কথা বলে না এবং কোন গুনাহর কাজও করে না, সে নিজের গুনাহ থেকে এমনভাবে মুক্ত ও পাক পবিত্র হয়ে ফিরে যায় যেন তার মা তাকে (এখনই) প্রসব করেছে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢٧٥- وَعَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا ، وَالْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৭৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ এক উমরা থেকে অন্য উমরা পর্যন্ত সময়টি অন্তরবর্তীকালীন গুনাহর কাফ্ফারা হয়। আর মাবরূর (মাকবুল) হজ্জের প্রতিদান হচ্ছে একমাত্র জান্নাত। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢٧٦- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَرَى الْجِهَادَ الْعَمَلِ أَفَلاَ نُجَاهِدُ ؟ فَقَالَ : « لَكِنْ أَفْضَلُ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُوْرٌ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১২৭৬. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা তো দেখছি জিহাদই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ আমল, তাহলে আমরা জিহাদ করবো না। কেন? জবাব দিলেন ঃ তোমাদের জন্য মাবরূর (মাকবুল) হজ্জই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ জিহাদ। (মুসলিম)

١٢٧٧- وَعَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يَعْتِقَ اللّٰهُ فِيْهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১২৭৭. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আরাফাতের দিনের চাইতে বেশী (সংখ্যায়) আর কোন দিন আল্লাহ বান্দাকে দোযখ থেকে মুক্তি দেন না। (মুসলিম)

١٢٧٨- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : « عُمْرَةٌ فِيْ رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً أَوْ حَجَّةً مَعِيْ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৭৮. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ রমযান মাসে উমরা করা হজ্জের সমান। অথবা (বলেছেন) আমার সাথে হজ্জ করার সমান। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢٧٩- وَعَنْهُ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ فَرِيْضَةَ اللّٰهِ عَلَى عِبَادِهِ فِيْ الْحَجِّ ، أَدْرَكَتْ أَبِيْ شَيْخًا كَبِيْرًا ، لاَ يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ : « نَعَمْ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৭৯. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। জনৈকা মহিলা বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ তাঁর বান্দাদের উপর হজ্জ ফরয করেছেন। কিন্তু আমি দেখছি আমার

পিতা অত্যন্ত বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন। তিনি সাওয়ারীর পিঠে বসতে সমর্থ নন। তাঁর পক্ষ থেকে কি আমি হজ্জ করতে পারি? জবাব দিলেন, হ্যাঁ, করতে পার। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢٨٠- وَعَنْ لَقِيْطِ بنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ : إِنَّ أَبِيْ شَيْخٌ كَبِيْرٌ لاَ يَسْتَطِيْعُ الحَجَّ وَلاَ الْعُمْرَةَ وَلاَ الظَّعَنَ ؟ قَالَ: « حُجَّ عَنْ أَبِيْكَ وَاعْتَمِرْ ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِيُّ.

১২৮০. হযরত লাকীত ইব্ন আমির (রা.) আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলেন ঃ আমার পিতা অত্যন্ত বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন। তাঁর হজ্জ ও উমরা করার এবং এজন্য সফর করার ক্ষমতা নেই। তিনি বলেন ঃ তুমি নিজের পিতার পক্ষ থেকে হজ্জ ও উমরা কর। (আবূ দাউদ ও মিরমিযী)

١٢٨١- وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : حُجَّ بِيْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِيْنَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১২৮১. হযরত সায়িব ইব্ন ইয়াযীদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমাকে সাথে নিয়ে বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে হজ্জ করা হয়। সে সময় আমার বয়স ছিল সাত বছর। (বুখারী)

١٢٨٢- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَقِيَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ ، فَقَالَ : « مَنِ الْقَوْمُ ؟ » قَالُوْا : اَلْمُسْلِمُوْنَ ، قَالُوْا : مَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ : « رَسُوْلُ اللّٰهِ » فَرَفَعَتِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا فَقَالَتْ : أَلِهَذَا حَجٌّ ؟ قَالَ : « نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১২৮২. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেনঃ) রাওহা নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাৎ হলো কিছু সাওয়ারের সাথে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা কারা ? তারা বললো ঃ আমরা মুসলমান। তারা পাল্টা জিজ্ঞেস করলো ঃ আপনি কে? তিনি জবাব দিলেন ঃ আল্লাহর রাসূল! একথা শুনে একটি মেয়ে তার বাচ্চাকে সামনে এনে জিজ্ঞেস করলেন ঃ এরও কি হজ্জ হয়ে যাবে। তিনি জবাব দিলেন ঃ হাঁ, হয়ে যাবে, তবে সাওয়াবটা পাবে তুমি। (মুসলিম)

١٢٨٣- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حَجَّ عَلَى رَحْلٍ وَكَانَتْ زَامِلَتَهُ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১২৮৩. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেন) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি হাওদার উপর হজ্জ করেন এবং নিজের মালপত্রও তার উপর রাখেন। (বুখারী)

١٢٨٤- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَتْ عُكَاظُ وَمِجَنَّةُ، وَذُو الْمَجَازِ أَسْوَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَتَأَثَّمُوْا أَنْ يَتَّجِرُوْا فِي الْمَوَاسِمِ ، فَنَزَلَتْ : "لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ" (البقرة : ١٩٨) فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১২৮৪. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ জাহিলিয়াতের যুগে উকায, মাযান্নাহ ও যুল-মাজায ছিল তিনিটি বাজার। (যখন ইসলামের যুগ শুরু হলো) লোকেরা হজ্জের মওসূমে ঐ তিনটি বাজারে ব্যবসা করা গুনাহ মনে করতে লাগলো। তখন নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হলো ঃ "তোমরা হজ্জের মওসূমে তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ (হালাল রিযিক) সন্ধান করলে তাতে কোন ক্ষতি নেই"। (সূরা বাকারা ঃ ১৯৮) (বুখারী)

كِتَابُ الْجِهَادِ

অধ্যায় ঃ জিহাদ

بَابُ فَضْلِ الْجِهَادِ

অনুচ্ছেদ ঃ জিহাদের ফযীলত।

মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন ঃ

وَقَاتِلُوْا الْمُشْرِكِيْنَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ (التوبة : ٣٦)

"আর ঐ মুশরিকদের সাথে সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ কর যেমন তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে সর্বাত্মকভাবে, আর জেনে রাখ, আল্লাহ্ অবশ্যই মুত্তাকীদের সংগে আছেন।"(সূরা তাওবা ঃ ৩৬)

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوْا شَيْئًا وَّهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ (البَقَرَة : ٢١٦)

"জিহাদ তোমাদের উপর ফরয করে দেয়া হয়েছে অথচ তা (স্বাভাবিকভাবে) তোমাদের কাছে কষ্টকর মনে হয়। হতে পারে তোমরা কোন জিনিসকে অপসন্দ কর অথচ তা তোমাদের জন্য ভালো। আর হতে পারে তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাস অথচ তা তোমাদের জন্য ভাল নয়। আর আল্লাহ্ জানেন এবং তোমরা জান না।" (সূরা বাকারা ঃ ২১৬)

اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالاً وَّجَاهِدُوْا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ (التوبة : ٤١)

"তোমরা ভারী ও হাল্কা যাই হোক না কেন (আল্লাহ্র পথে) বের হও আর জিহাদ কর তোমাদের ধন ও প্রাণ দিয়ে আল্লাহ্র পথে।" (সূরা তাওবা ঃ ৪১)

إِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيْلِ وَالْقُرْآنِ. وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِىْ بَايَعْتُمْ بِهِ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ (التوبة : ١١١)

"অবশ্য আল্লাহ্ মু'মিনদের কাছ থেকে তাদের প্রাণ ও ধন খরীদ নিয়েছেন, এর বিনিময়ে তারা জান্নাত লাভ করবে। তারা আল্লাহ্র পথে জিহাদ করে, যাতে তারা হত্যা করে ও তাদেরকে হত্যা করা হয়। তার উপর সাচ্চা ওয়াদা করা হয়েছে তাওরাতে, ইন্জীলে ও কুরআনে আর আল্লাহর চাইতে কে বেশী ওয়াদা পূরণ করে? কাজেই যে কেনা-বেচার সাথে তোমরা সংযুক্ত হয়েছ - তার জন্য তোমরা আনন্দ প্রকাশ কর। আর এটিই হচ্ছে মহাসাফল্য।" (তাওবা ঃ ১১১)

لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ أُولِى الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجَاهِدِيْنَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ دَرَجَةً ، وَكُلًّا وَعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى وَفَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجَاهِدِيْنَ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ أَجْرًا عَظِيْمًا. دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَّرَحْمَةً وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا (النساء : ٩٥ ، ٩٦)

"যেসব মুসলমান বিনা ওজরে ঘরে বসে থাকে এবং যারা আল্লাহর পথে নিজেদের ধন-প্রাণ দিয়ে জিহাদ করে তারা উভয়ে সমান হতে পারে না। যারা নিজেদের ধন-প্রাণ দিয়ে আল্লাহ্র পথে জিহাদ করে ঘরে বসে থাকা লোকদের উপর আল্লাহ্ তাদেরকে শ্রেষ্ঠ মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন। আল্লাহ্ সবাইকে কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর মুজাহিদদেরকে আল্লাহ ঘরে বসে থাক লোকদের উপর বিরাট প্রতিদান দিয়েছেন। অর্থাৎ অনেক মর্যাদা যা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে পাওয়া যাবে এবং মাগফিরাত ও রহমত। আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।" (সূরা নিসা ঃ ৯৫, ৯৬)

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيْمٍ ؟ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَتُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ، يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِىْ جَنَّاتِ عَدْنٍ ، ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ.

وَأُخْرٰى تُحِبُّوْنَهَا نَصْرٌ مِنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ ، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ
(الصف : ١٠-١٣)

"হে ঈমানদারগণ ! তোমাদেরকে কি আমি এমন একটি ব্যবসায়ের কথা বলবো যা তোমাদের কঠিন শাস্তি থেকে বাঁচাবে ? তোমরা ঈমান আনবে আল্লাহ্র উপর ও তাঁর রাসূলের উপর এবং জিহাদ করবে আল্লাহ্র পথে নিজেদের ধন ও প্রাণের সাহায্যে। এটিই তোমাদের জন্য ভালো যদি তোমরা (যথার্থ) জ্ঞান রাখ। আল্লাহ্ তোমাদের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেবেন এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করাবেন এমন জান্নাতে যার নিচ দিয়ে ঝরণাসমূহ প্রবাহিত হচ্ছে আর চিরন্তন জান্নাতের উৎকৃষ্ট গৃহে তোমাদেরকে প্রবেশ করাবেন। এটিই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ সফলতা। আর একটি বিষয় তোমরা ভালোবাস ঃ (সেটি হচ্ছে) আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সাহায্য এবং নিকটবর্তী বিজয়। কাজেই মু'মিনদেরকে সুসংবাদ দান কর।" (সূরা আস্-সাফ ঃ ১০-১৩)

١٢٨٥- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ ، قَالَ : سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : أَىُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : « إِيْمَانٌ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ » قِيْلَ : ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : « اَلْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ » قِيْلَ : ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : « حَجٌّ مَبْرُوْرٌ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৮৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কোন্ কাজটি উত্তম ? জবাব দিয়েছিলেন ঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনা। জিজ্ঞেস করা হলো ঃ তারপর কোন্টি ? জবাব দিলেন ঃ আল্লাহর পথে জিহাদ করা। জিজ্ঞেস করা হলো ঃ তারপর কোন্টি। জাবাব দিলেন ঃ 'মাবরূর (আল্লাহ্র কাছে মকুবল) হজ্জ। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢٨٦- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، أَىُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللّٰهِ تَعَالَى ؟ قَالَ : « اَلصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا » قُلْتُ : ثُمَّ أَىٌّ ؟ قَالَ : « بِرُّ الْوَالِدَيْنِ » قُلْتُ : ثُمَّ أَىٌّ ؟ قَالَ : « اَلْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৮৬. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি জিজ্ঞেস করলমা, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আল্লাহ্র কাছে কোন কাজটি সবচে প্রিয় ? জবাব দিলেন, যথাসময়ে নামায পড়া। জিজ্ঞেস করলাম ঃ তারপর কোন্টি ? জবাব দিলেন ঃ পিতামাতার সাথে ভাল ব্যবহার করা। জিজ্ঞেস করলাম ঃ তারপর কোন্টি ? জবাব দিলেন ঃ আল্লাহ্র পথে জিহাদ করা। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢٨٧- وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ : « اَلإِيْمَانُ بِاللّٰهِ ، وَالْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِهِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৮৭. হযরত আবূ যার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! কোন কাজটি সবচেয়ে উত্তম ? জবাব দিলেন ঃ আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনা ও তাঁর পথে জিহাদ করা। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢٨٧- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « لَغَدْوَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৮৭. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ্র পথে (জিহাদে) একটি সকাল বা একটি সন্ধ্যা অতিবাহিত করা দুনিয়া ও তার মধ্যে যা কিছু আছে সব থেকে উত্তম। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢٨٨- وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : أَتَى رَجُلٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ قَالَ : « مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ » قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : « مُؤْمِنٌ فِيْ شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَعْبُدُ اللّٰهَ ، وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৮৯. হযরত আবু সাঈদ খুদ্রী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন ঃ কোন্ ব্যক্তি সর্বোত্তম। তিনি জবাব দিলেন ঃ সেই মু'মিন (সর্বোত্তম) যে আল্লাহ্র পথে নিজের প্রাণ ও ধন দিয়ে জিহাদ করে। জিজ্ঞেস করলেন ঃ তারপর কে? তিনি জবাব দিলেন ঃ এমন মু'মিন যে কোন গিরিপথে বসে আল্লাহ্র ইবাদত করে এবং নিজের অনিষ্ট থেকে লোকদেরকে সংরক্ষিত রাখে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢٩٠- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « رِبَاطُ يَوْمٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا ، وَمَوْضِعُ سَوْطِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا ، وَالرَّوْحَةُ يَرُوْحُهَا الْعَبْدُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ تَعَالَى أَوِ الْغَدْوَةُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৯০. হযরত সাহ্ল ইবন সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহর পথে একদিন সীমান্ত পাহারা দেয়া দুনিয়া ও দুনিয়ার উপর যা কিছু আছে সব থেকে উত্তম। আর তোমাদের কেউ যদি জান্নাতে এক চাবুক পরিমাণ জায়গা পায় তাহলে তা দুনিয়া ও তার উপর যা কিছু আছে তা থেকে উত্তম। আর সন্ধ্যে আল্লাহ্র পথে

(জিহাদের জন্য) বের হওয়া অথবা সকালে বের হওয়া দুনিয়া ও তার উপর যা কিছু আছে সব কিছু থেকে উত্তম। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢٩١- وَعَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : « رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ ، وَإِنْ مَاتَ فِيْهِ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِيْ كَانَ يَعْمَلُ وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَأَمِنَ الْفَتَّانَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১২৯১. হযরত সালমান (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ একদিন ও একরাত স্বদেশের সীমান্ত পাহারা দেয়া এক মাস ধরে রোযা রাখা ও রাতে ইবাদাত করার চেইতে বেশী মূল্যবান। এ অবস্থায় যদি সে মারা যায় তাহলে যে কাজ সে করে যাচ্ছিল মরার পরও তা তার জন্য জারী থাকবে। তার রিযকও জারী থাকবে এবং কবরে পরীক্ষা থেকেও সে থাকবে সংরক্ষিত। (মুসলিম)

١٢٩٢- وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلاَّ الْمُرَابِطَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ، فَإِنَّهُ يَنْمِيْ لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَيُؤَمَّنُ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِيُّ.

১২৯২. হযরত ফুদালা ইব্‌ন উবায়দ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ মৃত্যর পর প্রত্যেক মৃতের আমল খতম করে দেয়া হয়। তবে যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য স্বদেশের সীমান্ত পাহারা দিচ্ছে তার আমল কিয়ামত পর্যন্ত বাড়তে থাকবে এবং কবরের ফিত্‌না থেকেও সে সংরক্ষিত খাতবে। (আবূ দাউদ ও তিরমিযী)

١٢٩٣- وَعَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : « رِبَاطُ يَوْمٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ يَوْمٍ فِيْمَا سِوَاهُ مِنَا الْمَنَازِلِ » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১২৯৩. হযরত উসমান (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ্‌র পথে একদিন স্বদেশের সীমান্ত পাহারা দেয়া হাজার দিন অন্য (নেকীর) কাজে লিপ্ত থাকার চাইতে উত্তম। (তিরমিযী)

١٢٩٤- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « تَضَمَّنَ اللّٰهُ لِمَنْ خَرَجَ فِيْ سَبِيْلِهِ لاَ يُخْرِجُهُ إِلاَّ جِهَادٌ فِيْ سَبِيْلِيْ

وَإِيْمَانٌ بِيْ وَتَصْدِيقٌ بِرُسُلِي ، فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَيَّ أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ ، أَوْ أُرْجِعَهُ إِلَى مَنْزِلِهِ الَّذِيْ خَرَجَ مِنْهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيْمَةٍ ، وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا مِنْ كَلْمٍ يُكْلَمُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ إِلاَّ جَاءَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ كُلِمَ ، لَوْنُهُ لَوْنُ دَمٍ وَرِيْحُهُ رِيْحُ مِسْكٍ ، وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ لاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ مَا قَعَدْتُ خِلاَفَ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ أَبَدًا ، وَلٰكِنْ لاَ أَجِدُ سَعَةً فَأَحْمِلَهُمْ وَلاَ يَجِدُوْنَ سَعَةً ، وَيَشُقُّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوْا عَنِّيْ ، وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، لَوَدِدْتُ أَنِّيْ أَغْزُوَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَأُقْتَلَ ثُمَّ أَغْزُوْ فَأُقْتَلُ ثُمَّ أَغْزُوْ فَأُقْتَلَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১২৯৪. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে বের হয়েছে আল্লাহ্ তার যিম্মাদার হবেন, আমার পথে জিহাদ করা, আমার প্রতি ঈমান আনা ও আমার প্রেরিত রাসূলদেরকে (দূত) সত্য বলে মেনে নেয়া ছাড়া অন্য কোন কারণ যাকে ঘরছাড়া করেনি, আল্লাহ্ তার দায়িত্ব নিয়েছেন যে তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিবেন (যদি সে শহীদ হয়ে গিয়ে থাকে) অথবা সেই গৃহের দিকে তাকে সফলভাবে প্রত্যাবৃত্ত করবেন সাওয়াব অথবা গনীমাত সহকারে, যেখান থেকে সে (জিহাদের জন্য) বের হয়েছিল। আর মুহাম্মাদের প্রাণ যে সত্তার হাতের মুঠোয় তাঁর কসম, সে আল্লাহর পথে যে কোন আঘাত পাবে তা তাকে কিয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে এমনভাবে হাযির করবে যেমন আঘাত পাবার দিন তার শারীরিক কাঠামো ছিল। তার বর্ণ হবে তখন রক্ত বর্ণ, তার গন্ধ হবে মিশ্কের গন্ধ। আর যে সত্তার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ তাঁর কসম মুসলমানদের উপর যদি আমি এটা কঠিন মনে না করতাম তাহলে যে সেনাদলটি আল্লাহর পথে জিহাদে লিপ্ত তার থেকে আমি কখনো পেছনে অবস্থান করতাম না। কিন্তু না আমি নিজেই এতটা স্বচ্ছল হতে পেরেছি যার ফলে সবাইকে সাওয়ারী দিতে পারি আর না মুসলমানদের এতটা স্বচ্ছলতা আছে। আর এটা তাদের জন্যও অত্যন্ত কষ্টকর হবে যে, তাদেরকে পেছনে রেখে আমি জিহাদে চলে যাবো। আর সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, অবশ্য আমি আশা করি ঃ আমি আল্লাহর পথে জিহাদে যাবো এবং এতে শহীদ হয়ে যাবো, তারপর আবার জিহাদে যাবো এবং আবার শহীদ হয়ে যাবো, তারপর আবার জিহাদে যাবো এবং আবার শহীদ হয়ে যাবো। (মুসলিম)

١٢٩٥- وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « مَا مِنْ مَكْلُوْمٍ يُكْلَمُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ إِلاَّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَكَلْمُهُ يَدْمَى اَللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ وَالرِّيْحُ رِيْحُ مِسْكٍ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৯৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌র পথে আহতদের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি থাকবে না যে কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় আসবে না যার আহত স্থান থেকে রক্ত ঝরতে থাকবে না। এর বর্ণ হবে রক্তবর্ণ এবং এর গন্ধ হবে মিশ্‌কের গন্ধ। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢٩٦- وَعَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « مَنْ قَاتَلَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فُوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ، وَمَنْ جُرِحَ جُرْحًا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ أَوْ نُكِبَ نُكْبَةً فَإِنَّهَا تَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَغْزَرِ مَا كَانَتْ : لَوْنُهَا الزَّعْفَرَانُ وَرِيْحُهَا كَالْمِسْكِ ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِيُّ.

১২৯৬. হযরত মু'আয (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (সা.) বলেছেন ঃ মুসলিম মিল্লাতের অন্তর্ভুক্ত যে ব্যক্তি ক্ষণকালের জন্যও আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করবে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে। আর যাকে আল্লাহ্‌র পথে আহত করা হয়েছে অথবা যার গায়ে কোন আঁচড় কাটা হয়েছে, কিয়ামতের দিন সে তাকে একে বারে তরতাজা যেমনটি সে তার সংঘটনকালে ছিল ঠিক তেমনটি নিয়ে হাযির হবে। এর রং হবে জাফরানী এবং গন্ধ হবে মিশ্‌কের। (আবূ দাউদ ও তিরমিযী)

١٢٩٧- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ، قَالَ : مَرَّ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِشِعْبٍ فِيْهِ عُيَيْنَةٌ مِنْ مَاءٍ عَذْبَةٍ فَأَعْجَبَتْهُ فَقَالَ : لَوْ اعْتَزَلْتُ النَّاسَ فَأَقَمْتُ فِيْ هٰذَا الشِّعْبِ ، وَلَنْ أَفْعَلَ حَتّٰى أَسْتَاذِنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : « لاَ تَفْعَلْ فَإِنَّ مُقَامَ أَحَدِكُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهِ فِيْ بَيْتِهِ سَبْعِيْنَ عَامًا أَلاَ تُحِبُّوْنَ أَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ وَيُدْخِلَكُمُ الْجَنَّةَ ؟ اغْزُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ، مَنْ قَاتَلَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فُوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১২৯৭. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একজন সাহাবী একটি গিরিপথ অতিক্রম করছিলেন। সেই গিরিপথে ছিল একটি ছোট মিষ্টি পানির ঝরণা। ঝরণাটি তাঁকে মুগ্ধ করলো। তিনি মনে মনে বললেন ঃ জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যদি আমি এই গিরিপথে অবস্থান করতে পারতাম তাহলে বড়ই ভালো হতো। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে অনুমতি না নিয়ে আমি এটা করতে পারি না। ফলে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ কথা বললেন। জবাবে রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন না ঃ এমনটি কর না। কারণ তোমাদের কারোর আল্লাহ্‌র পথে অবস্থান করা নিজের ঘরে বসে সত্তর বছর নামায পড়ার চাইতে অনেক বেশী

ভাল। আল্লাহ্ তোমাদের গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন ও তোমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, এটা কি তোমরা পসন্দ কর না? আল্লাহ্র পথে জিহাদ কর। যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে ক্ষণিকের জন্যও জিহাদ করে তাঁর জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়। (তিরমিযী)

١٢٩٨- وَعَنْهُ قَالَ قِيلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا يَعْدِلُ الْجِهَادَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ؟ قَالَ: «لاَ تَسْتَطِيْعُوْنَهُ» فَأَعَادُوْا عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا كُلُّ ذٰلِكَ يَقُوْلُ: «لاَتَسْتَطِيْعُوْنَه!» ثُمَّ قَالَ: «مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْقَانِتِ بِأيَاتِ اللّٰهِ لاَ يَفْتُرُ: مِنْ صِيَامٍ، وَلاَ صَلاَةٍ، حَتّٰى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَهٰذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ.

১২৯৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কোন্ কাজটি (সাওয়াবের দিক দিয়ে) আল্লাহর পথে জিহাদের সমকক্ষ ? জবাব দিলেন ঃ তোমরা কি জিহাদ করার শক্তি রাখো না? সাহাবা কিরাম (রা.) এ প্রশ্নের দু'বার কি তিনবার পুনরাবৃত্তি করলেন। আর তিনি প্রত্যেকবারই একই জবাবের পুনরাবৃত্তি করলেন ঃ "তোমরা কি জিহাদের শক্তি রাখো না ?"তারপর বললেন ঃ আল্লাহর পথে জিহাদকারী মুজাহিদের উদাহরণ হচ্ছে রোযাদার, নামায আদায়কারী ও কুরআনের আয়াত বিনীত হৃদয়ে একাগ্রতার সাথে তিলাওয়াতকারীর মত যে ঐ আল্লাহ্র পথে জিহাদকারী মুজাহিদ ফিরে আসা পর্যন্ত নামায ও রোযায় লেগে থাকে। (বুখারী ও মুসলিম) তবে হাদীসে ইমাম মুসলিম আনীত হাদীসের শব্দাবলী ব্যবহার করা হয়েছে।

١٢٩٩- وَعَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ، قَالَ: «مِنْ خَيْرِ مَعَاشِ النَّاسِ لَهُمْ رَجُلٌ مُمْسِكٌ بِعَنَانِ فَرَسِهِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، يَطِيْرُ عَلَى مَتْنِهِ كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً، أَوْ فَزْعَةً طَارَ عَلَيْهِ، يَبْتَغِيْ الْقَتْلَ وَالْمَوْتَ مَظَانَّهُ أَوْ رَجُلٌ فِيْ غُنَيْمَةٍ فِيْ رَأْسِ شَعَفَةٍ مِنْ هٰذِهِ الشَّعَفِ أَوْ بَطْنِ وَادٍ مِنْ هٰذِهِ الْأَوْدِيَةِ يُقِيْمُ الصَّلاَةَ، وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَيَعْبُدُ رَبَّهُ حَتّٰى يَأْتِيَهُ الْيَقِيْنُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ إِلاَّ فِيْ خَيْرٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১২৯৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ লোকদের মধ্যে সর্বোত্তম জীবন হচ্ছে সেই ব্যক্তির যে ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরে সব সময় আল্লাহর পথে জিহাদ করার জন্য তৈরী থাকে। যেখানেই সে শুনতে পায় কোন বিপদ বা পেরেশানীর কথা সংগে সংগেই ঘোড়ার পিঠে চড়ে বাতাসের বেগে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ে। হত্যা ও মৃত্যুকে তার পথে তালাশ করতে থাকে। আর দ্বিতীয় সেই ব্যক্তির জীবন যে

পর্বতের চূড়ায় বা উপত্যকায় কয়েকটি ছাগল সংগে করে নিয়ে বসবাস করে, নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় ও মৃত্যু পর্যন্ত নিজের প্রতিপালক প্রভুর ইবাদাত করে এবং মানুষের কল্যাণ ছাড়া সে আর কিছুই করে না। (মুসলিম)

١٣٠٠- وَعَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « إِنَّ فِيْ الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللّٰهُ لِلْمُجَاهِدِيْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১৩০০. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে আরো বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ জান্নাতে ১০০ টি দরজা। আল্লাহ্‌র পথে জিহাদকারী মুজাহিদদের জন্য আল্লাহ্ তা তৈরী করছেন। তার দু'টি দরজার মাঝখানের দূরত্বটি আসমান ও যমীনের মাঝখানের দূরত্বের সমান। (বুখারী)

١٣٠١- وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « مَنْ رَضِيَ بِاللّٰهِ رَبًّا ، وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا ، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلًا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ » فَعَجِبَ لَهَا أَبُوْ سَعِيْدٍ ، فَقَالَ أَعِدْهَا عَلَيَّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : « وأُخْرَى يَرْفَعُ اللّٰهُ بِهَا الْعَبْدَ مِائَةَ دَرَجَةٍ فِيْ الْجَنَّةِ ، مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ » قَالَ : وَمَا هِيَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ : « الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ، اَلْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ».

১৩০১. হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে প্রতিপালক বলে মেনে নিয়েছে, ইসলামকে দীন (একমাত্র জীবন ব্যবস্থা) হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে এবং মুহাম্মাদকে রাসূল বলে স্বীকার করে নিয়েছে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে"। আবু সাঈদের কাছে এ কথাটি অদ্ভুত মনে হলো। তিনি আরয করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! কথাটি আমাকে আবার বলুন। কাজেই তিনি তার জন্য কথাটির পুণরাবৃত্তি করলে তারপর বললেন ঃ আর একটি বিষয় রয়েছে যার সাহায্যে আল্লাহ্ জান্নাতে তার বান্দার ১০০ টি মর্যাদা বুলন্দ করে দিবেন। আর তার প্রত্যেক দু'টি মর্যাদার মধ্যে ব্যবধান হবে আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানের ব্যবধানের মতো। হযরত আবু সাঈদ (রা.) আরয করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! সেটা কি ? জবাব দিলেন ঃ "সেটা হচ্ছে আল্লাহর পথে জিহাদ আল্লাহর পথে জিহাদ"। (মুসলিম)

١٣٠٢- وَعَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَهُوَ بِحَضْرَةِ الْعَدُوّ ، يَقُوْلُ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ : « إِنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّيُوْف » فَقَامَ رَجُلٌ رَثُّ الْهَيْئَةِ فَقَالَ : يَا أَبَا مُوسَى أَأَنْتَ سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰه ﷺ يَقُوْلُ هٰذَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَرَجَعَ إِلَى أَصْحَابِه، فَقَالَ : « أَقْرَأُ عَلَيْكُمُ السَّلاَمَ » ثُمَّ كَسَرَ جَفْنَ سَيْفِه فَأَلْقَاهُ ، ثُمَّ مَشَى بِسَيْفِه إِلَى الْعَدُوِّ فَضَرَبَ بِه حَتّٰى قُتِلَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৩০২. হযরত আবু বক্‌র ইব্‌ন আবু মূসা আল্‌-আশ'আরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতা আবু মূসা আল আশ'আরী (রা.) কাছ থেকে শুনেছি। তিনি শত্রুর উপস্থিতিতে বলছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ "জান্নাতের দরজা তরবারির ছায়াতলে অবস্থিত"। (একথা শুনে) উস্‌কো খুশ্‌কো চেহারার এক ব্যক্তি বললেনঃ হে আবূ মূসা! আপনি নিজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একথা বলতে শুনেছেন ? তিনি জবাব দিলেন হ্যাঁ। ঐ ব্যক্তি তার সাথীদের কাছে ফিরে এসে বললেন, আমি তোমাদেরকে শেষ সালাম জানাচ্ছি। একথা বলে তিনি নিজের তরবারির খাপ ভেঙ্গে ফেললেন এবং তা ছুড়ে ফেলে দিলেন। তারপর তলোয়ার নিয়ে দুশমনদের দিকে চলে গেলেন এবং তাদের সাথে লড়াই করতে থাকলেন ঃ এমনকি শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়ে গেলেন। (মুসলিম)

١٣٠٣- وَعَنْ أَبِي عَبْسٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَبْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه ، ﷺ : « مَا اغْبَرَّتْ قَدَمَا عَبْدٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰه فَتَمَسَّهُ النَّارُ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১৩০৩. হযরত আবু আব্‌স আবদুর রহমান ইব্‌ন জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "আল্লাহর পথে বান্দার দু'টি পা ধুলি ধূসরিত হবে এবং আবার তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে, এমনটি কখনো হতে পারে না"। (বুখারী)

١٣٠٤- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ « لاَيَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللّٰه حَتّٰى يَعُوْدَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ ، وَلاَيَجْتَمِعُ عَلَى عَبْدٍ غُبَارٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰه وَدُخَانُ جَهَنَّمَ » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১৩০৪. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ভয়ে কেঁদেছে সে জাহান্নামের প্রবেশ করবে

না, এমনকি দুধ দোহন করে নেয়ার পর আবার অ স্তন্যে ফেরত যাবে (তবুও সে ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করবে না)। আর বান্দার জন্য আল্লাহ্‌র পথের ধুলি ও জাহান্নামের ধোঁয়া একত্র হতে পারবে না। (তিরমিযী)

١٣٠٥- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : « عَيْنَانِ لاَ تَمَسُّهُمَا النَّارُ : عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১৩০৫. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ "দু'টি চোখকে কোন দিন দোজখের আগুন স্পর্শ করবে না, যে চোখ আল্লাহ্‌র ভয়ে কেঁদেছে আর যে চোখ আল্লাহ্‌র পথে সারারাত পাহারা দিয়েছে"। (তিরমিযী)

١٣٠٦- وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِيْ أَهْلِهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৩০৬. হযরত যায়িদ ইব্‌ন খালিদ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে যুদ্ধকারী মুজাহিদকে জিহাদের সরঞ্জাম দেয় সেও মুজাহিদ দলের অন্তর্ভুক্ত হয় আর যে ব্যক্তি মুজাহিদের অবর্তমানে তার পরিবারের দেখাশুনা করে সেও মুজাহিদ দলের অন্তর্ভুক্ত"। (বুখারী ও মুসলিম)

١٣٠٧- وَعَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « أَفْضَلُ الصَّدَقَاتِ ظِلُّ فُسْطَاطٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَنِيْحَةُ خَادِمٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ أَوْ طَرُوْقَةُ فَحْلٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১৩০৭. হযরত আবু উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "সবচাইতে ভালো দান হচ্ছে আল্লাহর পথে ছায়ার জন্য একটি তাঁবু দান করা। আর আল্লাহ্‌র পথে জিহাদকারীদের জন্য একটি খাদিম দিয়ে দেয়া এবং আল্লাহর পথে (মুজাহিদকে) একটি উট দেয়া"। (তিরমিযী)

١٣٠٨- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ فَتًى مِنْ أَسْلَمَ قَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّيْ أُرِيْدُ الْغَزْوَ وَلَيْسَ مَعِيَ مَا أَتَجَهَّزُ بِهِ قَالَ : « أَئْتِ فُلاَنًا ، فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ تَجَهَّزَ فَمَرِضَ » فَأَتَاهُ فَقَالَ : إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُقْرِئُكَ السَّلاَمَ

وَيَقُوْلُ : أَعْطِنِىَ الَّذِىْ تَجَهَّزْتَ بِهِ ، قَالَ يَا فُلاَنَةُ ، أَعْطِيْهِ الَّذِى كُنْتُ تَجَهَّزْتُ بِهِ ، وَلاَ تَحْبِسِى عَنْهُ شَيْئًا ، فَوَاللّٰهِ لاَ تَحْبِسِى مِنْهُ شَيْئًا فَيُبَارَكَ لَكِ فِيْهِ ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৩০৮. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। আসলাম গোত্রের এক যুবক বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি জিহাদে যাইতে চাই, কিন্তু আমার কাছে জিহাদের সরঞ্জাম নেই। তিনি জবাব দিলেন ঃ উমুকের কাছে যাও। কারণ সে জিহাদে যাওয়ার প্রস্তুতি করেছিল কিন্তু তারপর অসুস্থ হয়ে পড়েছে। যুবকটি তার কাছে গেল এবং তাকে বললো ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনাকে সালাম দিয়েছেন এবং বলে পাঠিয়েছেন। জিহাদে যাওয়ার জন্য আপনার যা কিছু সরঞ্জাম রয়েছে তা সব আমাকে দিয়ে দিন। সে তার (স্ত্রীকে) বললো ঃ হে উমুক ! আমি যা কিছু সরঞ্জাম তৈরী করেছিলাম সব একে দিয়ে দাও। তার মধ্য থেকে কোন একটি জিনিসও রেখে দিবে না। কারণ আল্লাহ্‌র কসম! তার মধ্য থেকে কোন একটিও যদি তুমি রেখে দাও, তাহলে আল্লাহ্ তার মধ্যে তোমাকে বরকত দান করবেন না। (মুসলিম)

١٣٠٩- وَعَنْ أَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ إِلَى بَنِىْ لَحْيَانَ ، فَقَالَ : « لِيَنْبَعِثْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا ، وَالْأَجْرُ بَيْنَهُمَا » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَفِىْ رِوَايَةٍ لَهُ : « لِيَخْرُجْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ رَجُلٌ » ثُمَّ قَالَ لِلْقَاعِدِ : « أَيُّكُمْ خَلَفَ الْخَارِجَ فِىْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ بِخَيْرٍ كَانَ لَهُ مِثْلُ نِصْفِ أَجْرِ الْخَارِجِ ».

১৩০৯. হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (মুজাহিদদের একটি দলকে) বনী লাহয়ান গোত্রের দিকে পাঠান এবং বলেন ঃ প্রত্যেক দু'জনের মধ্যে একজনের জিহাদে যেতে হবে এবং সাওয়াব তারা দু'জনই পাবে। (মুসলিম)

মুসলিমের অন্য একটি রিওয়ায়েতে বলা আছে ঃ প্রত্যেক দু'জনের মধ্য থেকে একজন যেন জিহাদের জন্য বের হয়। তারপর গৃহে অবস্থানকারীকে বলেন ঃ "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি জিহাদে গমনকারীদের পিছনে তাদের পরিবার পরিজন ও ধন-সম্পদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে সে মুজাহিদের সাওয়াবের অর্ধেক লাভ করবে"।

١٣١٠- وَعَنِ الْبَرَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : أَتَى النَّبِىَّ ﷺ رَجُلٌ مُقَنَّعٌ بِالْحَدِيْدِ ، فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أُقَاتِلُ أَوْ أُسْلِمُ ؟ قَالَ : « أَسْلِمْ ، ثُمَّ قَاتِلْ » فَأَسْلَمَ ، ثُمَّ قَاتَلَ فَقُتِلَ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « عَمِلَ قَلِيْلاً وَأُجِرَ كَثِيْرًا ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৩১০. হযরত বারাআ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এক ব্যক্তি এলো অস্ত্র সজ্জিত হয়ে। সে বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমি প্রথমে জিহাদ করবো, না প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করবো ? জবাব দিলেন ঃ প্রথমে ইসলাম গ্রহণ কর তারপর জিহাদ কর। লোকটি ইসলাম গ্রহণ করলো, তারপর জিহাদে লিপ্ত হলো এবং শহীদ হয়ে গেলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ এই ব্যক্তি সামান্য আমল করলো কিন্তু বিপুল প্রতিদান লাভ করলো। (বুখারী ও মুসলিম)

١٣١١- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : « مَا أَحَدٌ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَلَهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ الشَّهِيدُ، يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرَى مِنَ الْكَرَامَةِ ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৩১১. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে। সে আর পৃথিবীতে ফিরে আসতে চাইবে না যদিও সারা দুনিয়ার সমস্ত জিনিস সে লাভ করে। তবে শহীদ যখন তার মর্যাদা দেখবে, সে আকাংক্ষা করবে আবার দুনিয়ায় ফিরে আসার এবং দশবার আল্লাহর পথে মৃত্যুবরণ করার। (বুখারী ও মুসলিম)

١٣١٢- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « يَغْفِرُ اللّٰهُ لِلشَّهِيدِ كُلَّ ذَنْبٍ إِلاَّ الدَّيْنَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৩১২. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ "মহান আল্লাহ ঋণ ছাড়া শহীদের সব কিছু (গুনাহ) মাফ করে দিবেন"। (মুসলিম)

١٣١٣- وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَامَ فِيهِمْ فَذَكَرَ أَنَّ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ، وَالْإِيمَانَ بِاللّٰهِ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ أَتُكَفَّرُ عَنِّي خَطَايَايَ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : « نَعَمْ إِنْ قُتِلْتَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَأَنْتَ صَابِرٌ، مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ » ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : « كَيْفَ قُلْتَ؟ » قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ أَتُكَفَّرُ عَنِّي خَطَايَايَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : « نَعَمْ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ، مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ، إِلاَّ الدَّيْنَ، فَإِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لِي ذَلِكَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৩১৩. হযরত আবু কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিবার জন্য দাঁড়ালেন এবং বললেন যে, আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ ও আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনাই হচ্ছে সর্বোত্তম আমল। (এ কথা শুনে) এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললোঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আপনি কি মনে করেন আমি যদি আল্লাহ্‌র পথে শহীদ হয়ে যাই তাহলে আমার সমস্ত গুনাহ্ মাফ হয়ে যাবে ? জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ হ্যাঁ, অবশ্য যদি তুমি আল্লাহ্‌র পথে শহীদ হয়ে যাও এবং (এর উপর) অবিচল থাক, ঈমান সহকারে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে এ কাজ কর এবং ময়দানে শত্রুর দিকে তোমার মুখ থাক, পেছন ফিরে পালাতে না থাক। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তুমি (এখনি) কি বলছিলে ? ঐ ব্যক্তি বললোঃ আপনি কি মনে করেন যদি আমি আল্লাহ্‌র পথে শহীদ হয়ে যাই তাহলে এতে আমার সমস্ত গুনাহ্ মাফ হয়ে যাবে ? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, অবশ্য, যদি তুমি অবিচল থাক, ঈমানের সাথে সাওয়াবের আশায় এ কাজ কর এবং ময়দানে শত্রুর দিকে তোমার মুখ থাকে, পেছন ফিরে পালাতে না থাক। তবে ঋণ মাফ করা হবে না, জিব্‌রীল (আ.) আমাকে একথাই বলে গেলেন। (মুসলিম)

١٣١٤- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ : أَيْنَ أَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنْ قُتِلْتُ ؟ قَالَ : « فِيْ الْجَنَّةِ » فَأَلْقَى تَمَرَاتٍ كُنَّ فِيْ يَدِهِ ، ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৩১৪. হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যদি আমি শহীদ হয়ে যাই, তাহলে আমার স্থান হবে কোথায় ? তিনি জবাব দিলেনঃ তোমার স্থান হবে জান্নাতে। (একথা শুনে) ঐ ব্যক্তি নিজের হাতে যে খেজুরগুলো ছিলো সেগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিল, তারপর জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং শেষ পর্যন্ত শাহাদত বরণ করল। (মুসলিম)

١٣١٥- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : انْطَلَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ حَتَّى سَبَقُوْا الْمُشْرِكِيْنَ إِلَى بَدْرٍ وَجَاءَ الْمُشْرِكُوْنَ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « لاَ يُقَدِّمَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَى شَيْءٍ حَتَّى أَكُوْنَ أَنَا دُوْنَهُ » فَدَنَا الْمُشْرِكُوْنَ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : قُوْمُوْا إِلَى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوَاتُ وَالْأَرْضُ » قَالَ : يَقُوْلُ عُمَيْرُ بْنُ الْحُمَامِ الْأَنْصَارِيُّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ جَنَّةٌ عَرْضُهَا السَّمٰوَاتُ وَالْأَرْضُ ؟ قَالَ : « نَعَمْ » قَالَ : بَخٍ بَخٍ ! فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « مَا يَحْمِلُكَ عَلَى قَوْلِكَ بَخٍ بَخٍ ؟ » قَالَ :

لاَ وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِلاَّ رَجَاءَ أَنْ أَكُوْنَ مِنْ أَهْلِهَا ، قَالَ : « فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا » فَأَخْرَجَ تَمَرَاتٍ مِنْ قَرَنِهِ ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنْهُنَّ ، ثُمَّ قَالَ لَئِنْ أَنَا حَيِيْتُ حَتَّى آكُلَ تَمَرَاتِيْ هَذِهِ إِنَّهَا لَحَيَاةٌ طَوِيْلَةٌ ! فَرَمَى بِمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ التَّمْرِ ، ثُمَّ قَاتَلَهُمْ حَتَّى قُتِلَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৩১৫. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবা কিরাম (রা.) রওয়ানা হয়ে গেলেন এবং মুশরিকদের পূর্বে বদরে পৌছে গেলেন। মুশরিকরাও এসে গেলো। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ যতক্ষণ আমি অগ্রসর না হই তোমাদের কেউ যেন কোন কিছুর দিকে এগিয়ে না যায়। তারপর যখন মুশরিকরা কাছে এসে গেলো, তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ এবার তৈরী হয়ে যাও জান্নাতে যাওয়ার জন্য, যে জান্নাতের বিস্তৃতি হচ্ছে আকাশ ও পৃথিবীর সমান। হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, উমাইর ইবনুল হুমাম আনসারী (রা.) জিজ্ঞেস করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! জান্নাতের বিস্তৃতি আকাশ ও পৃথিবীর সমান? জবাবে রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ এতে অবাক হবার কি আছে, যে তুমি একেবারে বাহ্ বাহ্ বলে উঠলে? উমাইর (রা.) বললেন ঃ না, আল্লাহর কসম তা নয়। একথা আমি কেবলমাত্র এই আশায় বলেছিলাম যাতে আমি তার অধিবাসী হতে পারি। জবাবে তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, তুমি অবশ্যই জান্নাতের অধিবাসী। একথা শুনে উমাইর (রা.) নিজের তীরদানী থেকে খেজুর বের করলেন এবং তা খেতে থাকলেন। তারপর বলতে লাগলেন ঃ যদি আমার এই খেজুরগুলো খেয়ে শেষ করা পর্যন্ত আমি জীবিত থাকতে চাই তাহলে তো অনেক সময় লাগবে। তাঁর কাছে যা খেজুর ছিল সবগুলো দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কাফিরদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হলেন এবং শহীদ হয়ে গেলেন। (মুসলিম)

١٣١٦- وَعَنْهُ قَالَ : جَاءَ نَاسٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنِ ابْعَثْ مَعَنَا رِجَالاً يُعَلِّمُوْنَا الْقُرْآنَ وَالسُّنَّةَ ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ سَبْعِيْنَ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُمْ : الْقُرَّاءُ ، فِيْهِمْ خَالِيْ حَرَامٌ ، يَقْرَؤُوْنَ الْقُرْآنَ ، وَيَتَدَارَسُوْنَ بِاللَّيْلِ يَتَعَلَّمُوْنَ ، وَكَانُوْا بِالنَّهَارِ يَجِيْئُوْنَ بِالْمَاءِ ، فَيَضَعُوْنَهُ فِي الْمَسْجِدِ ، وَيَحْتَطِبُوْنَ فَيَبِيْعُوْنَهُ ، وَيَشْتَرُوْنَ بِهِ الطَّعَامَ لِأَهْلِ الصُّفَّةِ ، وَلِلْفُقَرَاءِ ، فَبَعَثَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ فَعَرَضُوْا لَهُمْ فَقَتَلُوْهُمْ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغُوا الْمَكَانَ ، فَقَالُوْا: أَللّٰهُمَّ بَلِّغْ عَنَّا نَبِيَّنَا أَنَّا قَدْ لَقِيْنَاكَ فَرَضِيْنَا عَنْكَ وَرَضِيْتَ عَنَّا ، وَأَتَى رَجُلٌ حَرَامًا خَالَ أَنَسٍ مِنْ خَلْفِهِ ، فَطَعَنَهُ بِرُمْحٍ حَتَّى أَنْفَذَهُ ، فَقَالَ حَرَامٌ :

فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « إِنَّ إِخْوَانَكُمْ قَدْ قُتِلُوْا وَإِنَّهُمْ قَالُوْا : اَللّٰهُمَّ بَلِّغْ عَنَّا نَبِيَّنَا أَنَّا قَدْ لَقِيْنَاكَ فَرَضِيْنَا عَنْكَ وَرَضِيْتَ عَنَّا ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৩১৬. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ কয়েকজন লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাযির হলো। তারা বললো ঃ আমাদের সাথে এমন কিছু লোক পাঠিয়ে দিন যারা আমাদের কুরআন ও সুন্নাতের শিক্ষাদান করবে। তিনি সত্তর জন আনসারকে তাদের সাথে পাঠালেন। তাদের ক্বারী (কুরআন বিশেষজ্ঞ) বলা হতো। তাদের সাথে ছিলেন আমার মামা হারামও। তাঁরা কুরআন পড়তেন এবং রাতে কুরআনের দরস দিতেন ও শিক্ষার কাজে মশগুল থাকতেন। দিনের বেলা তাঁরা পানি এনে মসজিদে রাখতেন ও কাঠ সংগ্রহ করে তা বিক্রি করে আহলে সুফ্‌ফাহ ও কপর্দক শূণ্য দরিদ্রদের জন্য খাবার কিনতেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই সাহাবাদেরকে তাদের সাথে পাঠিয়ে দিলেন। তারা নির্দিষ্ট স্থানে পৌছাবার আগেই এই সাহাবাদেরকে হত্যা করলো। তাদের প্রত্যেকে বললো ঃ হে আল্লাহ! আমাদের পয়গাম আমাদের নবীর কাছে পৌছিয়ে দিয়ো যে, আমরা তোমার কাছে পৌছে গেছি, আমরা তোমার প্রতি সন্তুষ্ট এবং তুমি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট। এক ব্যক্তি আনাসের মামা হারামের কাছে এলো পেছন থেকে এবং তাঁকে বর্শা বিদ্ধ করলো। বর্শাটি তাঁকে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিল। হারাম (রা.) বললেন ঃ কা'বার রবের কসম! আমি সফলকাম হয়ে গেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তোমারদের ভাইদেরকে হত্যা করা হয়েছে এবং তারা (মৃত্যুকালে) বলেছে ঃ হে আল্লাহ! আমাদের নবীকে আমাদের পক্ষ থেকে এ পয়গাম পৌঁছিয়ে দাও যে, আমরা তোমার কাছে এসে গেছি, আমরা তোমার প্রতি সন্তুষ্ট আছি এবং তুমিও আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট আছ। (বুখারী ও মুসলিম)

١٣١٧- وَعَنْهُ قَالَ غَابَ عَمِّىْ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ قِتَالِ بَدْرٍ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ غِبْتُ عَنْ أَوَّلِ قِتَالٍ قَاتَلْتَ الْمُشْرِكِيْنَ ، لَئِنِ اللّٰهُ أَشْهَدَنِىْ قِتَالَ الْمُشْرِكِيْنَ لَيَرِيَنَّ اَللّٰهُ مَا أَصْنَعُ . فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ انْكَشَفَ الْمُسْلِمُوْنَ ، فَقَالَ : اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هٰؤُلَاءِ - يَعْنِىْ أَصْحَابَهُ وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هٰؤُلَاءِ يَعْنِىْ الْمُشْرِكِيْنَ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَاسْتَقْبَلَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَقَالَ : يَا سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ الْجَنَّةَ وَرَبَّ النَّضْرِ، إِنِّىْ أَجِدُ رِيْحَهَا مِنْ دُوْنِ أُحُدٍ ! قَالَ سَعْدٌ : فَمَا اسْتَطَعْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا صَنَعَ ! قَالَ أَنَسٌ : فَوَجَدْنَا بِهِ بِضْعًا وَثَمَانِيْنَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ ، أَوْ طَعْنَةً

بِرُمْحٍ أَوْ رَمِيَةً بِسَهمٍ ، ووَجَدْنَاهُ قَدْ قُتِلَ وَمَثَّلَ بِهِ الْمُشْرِكُوْنَ فَمَا عَرَفَهُ أَحَدٌ إِلاَّ أُخْتُهُ بِبَنَانِهِ . قَالَ أَنَسٌ : كُنَّا نُرَى أَوْ نَظُنُّ أَنَّ هٰذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِيْهِ وَفِيْ أَشْبَاهِهِ : مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوْا اللّٰهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضٰى نَحْبَهُ إِلٰى آخِرِهَا (الأحزاب : ٢٣) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

১৩১৭. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমার চাচা আনাস ইব্ন নদর (রা.) বদরের যুদ্ধে শরীক হতে পারেননি। তিনি আরয করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি মুশরিকদের সাথে যে প্রথম যুদ্ধ করেছেন তাতে আমি শরীক হতে পারিনি। আগামীতে মুশরিকদের সাথে যে সব যুদ্ধ হবে তাতে যদি আমি শরীক থাকি তাহলে আল্লাহ দেখে নিবেন আমি কি করি। কাজেই যখন ওহুদের যুদ্ধ হলো এবং মুসলমানরা বাহ্যত পরাজয় বরণ করলো, তখন তিনি বলতে লাগলেন ঃ হে আল্লাহ্! এরা (অর্থাৎ মুশরিকরা) যা কিছু করেছে তা থেকে নিজেকে দায়িত্বমুক্ত ঘোষণা করছি। একথা বলে তিনি এগিয়ে গেলেন। সামনে থেকে সা'দ ইব্ন মু'আয (রা.) এসে গেলেন। তখন বলতে লাগলেন ঃ হে সা'দ ইবন্ মু'আয! নদরের রবের কসম! ওহুদ পাহাড়ের কাছ থেকে জান্নাতের খুশবু পাচ্ছি। সা'দ ইবন্ মু'আয (রা.) বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল! তিনি যা করেছেন আমি নিজে তা করতে পারিনি। হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেছেন ঃ আমরা তাঁর (আনাস ইব্ন নদর) শরীরে পেলাম আশিরও বেশী তলোয়ার, বর্শা ও তীরের আঘাত এবং আমরা তাঁকে এমন অবস্থায় পেলাম তখন তিনি শহীদ হয়ে গিয়েছেন এবং মুশরিকরা তাঁর চেহারা বিকৃত করে দিয়েছিল। তাঁর বোন ছাড়া কেউ তাঁকে চিনতে পারলেন না এবং তিনিও তাঁকে চিনলেন তাঁর আঙুলের ডগাগুলো দেখে। হযরত আনাস (রা). বর্ণনা করেছেন ঃ আমরা একথা মনে করি এবং আমাদের মত হচ্ছে এই যে, নিম্নোক্ত আয়াতটি তাঁর এবং তাঁর মতো লোকদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে ঃ ....مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ "মু'মিনদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা আল্লাহর সাথে কৃত তাদের ওয়াদাকে সত্য প্রমাণ করেছে। আবার তাদের মধ্যে এমন কয়েকজন আছে যারা তাদের লক্ষ্যে পৌছে গেছে" আয়াতের শেষ পর্যন্ত। (সূরা আহ্যাব ঃ ২৩) (বুখারী ও মুসলিম)

١٣١٨ - وَعَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي فَصَعِدَا بِي الشَّجَرَةَ ، فَأَدْخَلَانِي دَارًا هِيَ أَحْسَنُ وَأَفْضَلُ لَمْ أَرَ قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهَا قَالَ : أَمَّا هٰذِهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

১৩১৮. হযরত সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমি আজ রাতে দু'জন লোককে আমার কাছে আসতে দেখলাম। তারা আমাকে সাথে নিয়ে একটি গাছে চড়ালো। তারপর আমাকে একটি গৃহে নিয়ে গেলো সেটা ছিল বড়ই সুন্দর ও বড়ই চমৎকার। তার চাইতে সুন্দর গৃহ আমি আর দেখিনি। তারা দু'জন বললোঃ এটি হচ্ছে শহীদদের গৃহ। (বুখারী)

١٣١٩– وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ أُمَّ الرُّبَيْعِ بِنْتَ الْبَرَاءِ وَهِيَ أُمُّ حَارِثَةَ بْنَ سُرَاقَةَ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَلاَ تُحَدِّثُنِي عَنْ حَارِثَةَ وَكَانَ قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ فَإِنْ كَانَ فِي الْجَنَّةِ صَبَرْتُ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَالِكَ اجْتَهَدْتُ عَلَيْهِ فِي الْبُكَاءِ فَقَالَ : « يَا أُمَّ حَارِثَةَ إِنَّهَا جِنَانٌ فِي الْجَنَّةِ وَإِنَّ ابْنَكِ أَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلٰى ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১৩১৯. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলেন উম্মে রাবী' বিনতে রাবা'আত (রা.) আর তিনি হচ্ছেন উম্মে হারিসা ইব্ন সুরাকা। উম্মে রাবী' (র.) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি আমাকে হারিসা (রা.) সম্পর্কে কিছু বলবেন না? আর এই হারিসা বদরের দিন শহীদ হয়ে গিয়েছিলেন। যদি সে (হারিসা) জান্নাতে থাকে তাহলে আমি সবর করবো। আর যদি এছাড়া অন্য কিছু হয়ে থাকে তাহলে আমি তার জন্য কান্নাকাটি করে নিজের মনের আকাংক্ষা মিটিয়ে নিই। তিনি জবাব দিলেন ঃ হে উম্মে হারিসা (হারিসার মা)! জান্নাতের বিভিন্ন স্তর আছে আর তোমার ছেলে জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তর ফিরদাউস লাভ করেছে। (বুখারী)

١٣٢٠– وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : جِيءَ بِأَبِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَدْ مُثِّلَ بِهِ فَوُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَذَهَبْتُ أَكْشِفُ عَنْ وَجْهِهِ فَنَهَانِي قَوْمِي فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « مَا زَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৩২০. হযরত জাবির ইবন্ আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমার পিতাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আনা হলো। তাঁর চেহারা বিকৃত করা হয়েছিল। তাঁর লাশটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে রেখে দেয়া হলো। আমি তাঁর চেহারা থেকে চাদর উঠাতে লাগলাম। এতে আমার গোত্রের লোকেরা আমাকে নিষেধ করলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ ফিরিশতারা সব সময় তাঁর ওপর নিজেদের ডানা দিয়ে ছায়া করে আছে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٣٢١- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « مَنْ سَأَلَ اللّٰهَ تَعَالَى الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللّٰهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৩২১. হযরত সাহ্ল ইব্ন হুনাইফ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যদি কোন ব্যক্তি সাচ্চা দিলে শাহাদাত লাভের জন্য দু'আ করে তাহলে মৃত্যু বরণ করলেও মহান আল্লাহ তাকে শহীদদের স্তরে পৌঁছিয়ে দেন। (মুসলিম)

١٣٢٢- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « مَنْ طَلَبَ الشَّهَادَةَ صَادِقًا أُعْطِيَهَا وَلَوْ لَمْ تُصِبْهُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৩২২. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি সাচ্চা দিলে শাহাদাতের আকাংক্ষা করে সে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করে, যদিও সে শহীদ না হয়ে থাকে"। (মুসলিম)

١٣٢٣- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « مَا يَجِدُ الشَّهِيْدُ مِنْ مَسِّ الْقَتْلِ إِلاَّ كَمَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ مِن مَسِّ الْقَرْصَةِ » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১৩২৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ শাহাদাত লাভকারী ব্যক্তি নিহত হওয়ার কষ্ট অনুভব করে না, তবে তোমাদের কেউ পিপড়ার কামড়ে যতটুকু কষ্ট অনুভব করে কেবল ততটুকুই অনুভব করে মাত্র। (তিরমিযী)

١٣٢٤- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ أَوْفَى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِيْ بَعْضِ أَيَّامِهِ إِلَى لَقِيَ فِيْهَا الْعَدُوَّ انْتَظَرَ حَتَّى مَالَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ قَامَ فِيْ النَّاسِ فَقَالَ : « أَيُّهَا النَّاسُ لاَ تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ، وَسَلُوْا اللّٰهَ الْعَافِيَةَ فَإِذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاصْبِرُوْا وَاعْلَمُوْا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّيُوْفِ » ثُمَّ قَالَ : « اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَمُجْرِيَ السَّحَابِ، وَهَازِمَ الْأَحْزَابِ اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৩২৪. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আবু আওফা (রা.) থেকে বর্ণিত। একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুশমনের সাথে মুকাবিলা করতে যাচ্ছিলেন এবং তিনি সূর্যাস্তের

অপেক্ষা করছিলেন। এরই মধ্যে তিনি দাঁড়িয়ে বললেন ঃ হে লোকেরা! দুশমনের সাথে সাক্ষাতে আকাংক্ষা করো না বরং নিরাপত্তা লাভের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা কর। এরপর যখন দুশমনের সাথে মুকাবিলা হয় তখন অবিচল থেকো। আর জেনে রাখ, জান্নাত তরবারির ছায়াতলে অবস্থিত। তারপর তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহ! কিতাব নাযিলকারী, মেঘমালা পরিচালনাকারী ও দলকে পরাজয়দানকারী, ওদেরকে পরাজয় দান কর এবং আমাদেরকে তাদের ওপর বিজয়ী কর। (বুখারী ও মুসলিম)

١٣٢٥- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ «ثِنْتَانِ لاَ تُرَدَّانِ أَوْ قَلَّمَا تُرَدَّانِ : الدُّعَاءُ عِنْدَ النِّدَاءِ وَعِنْدَ الْبَأْسِ حِيْنَ يُلْجِمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

১৩২৫. হযরত সাহল ইব্ন সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ এমন দু'টি সময় আছে যখন (দু'আ করলে তা) প্রত্যাখ্যান করা হয় না অথবা (বলেছেন) খুব কমই প্রত্যাখ্যান করা হয়। আযানের সময় ও যুদ্ধের সময় যখন পরস্পরের সাথে যুদ্ধ চলে প্রচণ্ডভাবে। (আবূ দাঊদ)

١٣٢٦- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا غَزَا قَالَ : « اَللّٰهُمَّ أَنْتَ عَضُدِيْ وَنَصِيْرِيْ بِكَ أَحُوْلُ وَبِكَ أَصُوْلُ وَبِكَ أُقَاتِلُ » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِيُّ.

১৩২৬. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন জিহাদ করতেন, বলতেন ঃ হে আল্লাহ্! তুমিই আমার ভরসাস্থল, তুমিই আমার সাহায্যকারী,তোমারই দিকে আমি দৃষ্টি ফিরাচ্ছি, তোমারই শক্তির সাহায্যে আমি আক্রমণ করছি ও তোমারই শক্তিতে লড়াই করছি। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

١٣٢٧- وَعَنْ أَبِيْ مُوْسَى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا خَافَ قَوْمًا قَالَ : اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ .

১৩২৭. হযরত আবু মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কোন জাতি থেকে কোন প্রকার দুশমনীর আশংকা অনুভব করতেন তখন বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমরা আপনাকে কাফিরদের প্রতিযোগী বানাচ্ছি এবং আপনার মাধ্যমে তাদের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি"। (আবু দাউদ)

١٣٢٨- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «اَلْخَيْلُ مَعْقُوْدٌ فِيْ نَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৩২৮. হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ঘোড়ার কপালের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত কল্যাণ নিহিত রয়েছে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٣٢٩- وَعَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : «اَلْخَيْلُ مَعْقُوْدٌ فِيْ نَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْأَجْرُ، وَالْمَغْنَمُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৩২৯. হযরত উরওয়া আল-বারিকী (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাম আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "কিয়ামত পর্যন্ত ঘোড়ার কপালের সাথে কল্যাণ সংশ্লিষ্ট রয়েছে– প্রতিদান ও গানীমত আকারে"। (বুখারী ও মুসলিম)

١٣٣٠- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ إِيْمَانًا بِاللّٰهِ وَتَصْدِيْقًا بِوَعْدِهِ، فَإِنَّ شَبَعَهُ وَرِيَّهُ وَرَوْثَهُ وَبَوْلَهُ فِيْ مِيْزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১৩৩০. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে (জিহাদ করার জন্য) আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এনে তাঁর ওয়াদাকে সত্য মনে করে কোন ঘোড়া প্রতিপালন করে, তার এই ঘোড়ার খাবার, লাদা ও পেশাব কিয়ামতের দিন তার আমলের মীযানে(তুলাদণ্ডে) স্থাপতি হবে। (বুখারী)

١٣٣١- وَعَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِنَاقَةٍ مَخْطُوْمَةٍ فَقَالَ : هٰذِهِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعُمِائَةٍ كُلُّهَا مَخْطُوْمَةٌ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৩৩১. হযরত আবু মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি গলায় লাগাম দেয়া একটি উষ্ট্রী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে এনে বললো ঃ এটা আল্লাহর পথে (দেয়া হলো)। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ কিয়ামতের দিন এর বিনিময়ে তুমি সাতশ উষ্ট্রী পাবে যাদের গলায় লাগাম দেয়া থাকবে। (মুসলিম)

١٣٣٢- وَعَنْ أَبِيْ حَمَّادٍ وَيُقَالُ أَبُوْ سَعَادٍ وَيُقَالُ أَبُوْ أَسَدٍ، وَيُقَالُ : أَبُوْ عَامِرٍ، وَيُقَالُ أَبُوْ عَمْرٍو، وَيُقَالُ : أَبُوْ الْأَسْوَدِ، وَيُقَالُ : أَبُوْ عَبْسٍ عُقْبَةَ

بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ : « وَأَعِدُّوْا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ، أَلاَ إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ أَلاَ إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ ، أَلاَ إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৩৩২. হযরত আবু হাম্মাদ উক্‌বা ইব্‌ন আমির আল জুহানী (রা.) থেকে বর্ণিত। তাঁর কয়েকটি ডাকনাম উল্লেখিত হয়েছে। যেমন, আবু সু'আদ, আবু আসাদ, আবু আমির, আবু আমর, আবুল আসওয়াদ ও আবু আব্‌স। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মিম্বারের ওপর বলতে শুনেছি, আর কাফিরদের মুকাবিলায় নিজেদের শক্তি সামর্থ অনুযায়ী প্রস্তুতি গ্রহণ কর। জেনে রাখ, শক্তি মানে হচ্ছে তীরন্দাজী। জেনে রাখ, শক্তি মানে তীরন্দাজী। জেনে রাখ, শক্তি মানে তীরন্দাজী। (মুসলিম)

١٣٣٣– وَعَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : « سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ أَرَضُوْنَ وَيَكْفِيْكُمُ اللّٰهُ ، فَلاَ يَعْجِزْ أَحَدُكُمْ أَنْ يَلْهُوَ بِأَسْهُمِهِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৩৩৩. হযরত আবু হাম্মাদ উক্‌বা ইবন্ আমির আল-জুহানী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ শীঘ্রই বিভিন্ন এলাকা তোমাদের হাতে বিজিত হবে এবং আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন। কাজেই তোমাদের কেউ যেন তীরন্দাজীর খেলা করার ব্যাপারে গড়িমসি না করে। (মুসলিম)

١٣٣٤– وَعَنْهُ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « مَنْ عُلِّمَ الرَّمْيَ ثُمَّ تَرَكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا أَوْ فَقَدْ عَصَى » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৩৩৪. হযরত আবু হাম্মাদ ইব্‌ন আমর আল-জুহানী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তিকে তীরন্দাজী শেখানো হয়েছিল তারপর সে তা বাদ দিয়েছে সে আমাদের দলের অন্তর্ভুক্ত নয়। অথবা (তিনি বলেছেন) তারপর সে নাফরমানী করেছে। (মুসলিম)

١٣٣٥– وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : « إِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ ثَلاَثَةَ نَفَرٍ الْجَنَّةَ : صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ فِى صَنْعَتِهِ الْخَيْرَ وَالرَّامِيَ بِهِ ، وَمُنْبِلَهُ ، وَارْمُوْا وَارْكَبُوْا ، وَأَنْ تَرْمُوْا أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوْا. وَمَنْ تَرَكَ الرَّمْيَ بَعْدَ مَا عُلِّمَهُ رَغْبَةً عَنْهُ ، فَإِنَّهَا نِعْمَةٌ تَرَكَهَا » أَوْ قَالَ : « كَفَرَهَا ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

১৩৩৫. হযরত আবু হাম্মাদ ইকবা ইবন্ আমির আল জুহানী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ্ একটি তীরের বদৌলতে তিন ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। একজন হচ্ছে তীর নির্মাতা, যে তার নির্মাণের সময় কল্যাণের উদ্দেশ্য পোষণ করে। দ্বিতীয়জন হচ্ছে, তীরটি নিক্ষেপকারী। আর তৃতীয়জন হচ্ছে, যে তীরন্দাজের হাতে তীর ধরিয়ে দেয়। (হে লোকেরা)! তীলন্দাজী কর ও ঘোড়ার চড়া শেখ! যদি তোমরা তীরন্দাজী শেখ তাহলে আমার কাছে তা ঘোড়ার চড়া শেখার চাইতে বেশী প্রিয়। আর যে ব্যক্তি তীরন্দাজী শেখার পর তার প্রতি অনাগ্রহী হয়ে তা ত্যাগ করে, সে আল্লাহর একটি নিয়ামত ত্যাগ করে। অথবা তিনি (এভাবে) বলেছেন ঃ সে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। (আবু দাঊদ)

١٣٣٦- وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى نَفَرٍ يَنْتَضِلُوْنَ فَقَالَ : « ارْمُوْا بَنِي إِسْمَاعِيْلَ فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১৩৩৬. হযরত সালামা ইবনুল আক্ওয়া (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি দলের কাছ দিয়ে গেলেন, তারা নিজেদের মধ্যে তীরন্দাজী করছিল তিনি বললেন ঃ হে বনী ইসমাঈল! তীরন্দাজী কর, কারণ তোমাদের পিতাও (হযরত ইসমাঈল (আ.)) তীরন্দাজ ছিলেন। (বুখারী)

١٣٣٧- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ، ﷺ يَقُوْلُ : « مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ فَهُوَ لَهُ عِدْلُ مُحَرَّرَةٍ » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِيُّ.

১৩৩৭. হযরত ইব্ন আবাসা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে একটি তীর নিক্ষেপ করে, তা একটি গোলাম আযাদ করার সমান। (আবু দাঊদ ও তিরমিযী)

١٣٣٨- وَعَنْ أَبِي يَحْيَى خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ كُتِبَ لَهُ سَبْعُمِائَةِ ضِعْفٍ » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১৩৩৮. হযরত আবু ইয়াহ্ইয়া খুরাইম ইব্ন ফাতিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে (জিহাদের জন্য) কিছু খরচ করলো তার জন্য তার ৭০০ গুণ লেখা হয়। (তিরমিযী)

١٣٣٩– وَعَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُوْمُ يَوْمًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ إِلاَّ بَاعَدَ اللّٰهُ بِذَالِكَ الْيَوْمِ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৩৩৯. হযরত আবু সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ এমন কোন বান্দা নেই যে আল্লাহর পথে একদিন রোযা রাখে এবং আল্লাহ সেই দিনের বরকতে তার চেহারাকে জাহান্নাম থেকে সত্তর বছরের দূরত্বে সরিয়ে দেন না। (বুখারী ও মুসলিম)

١٣٤٠– وَعَنْ أَبِىْ أُمَامَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : « مَنْ صَامَ يَوْمًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ جَعَلَ اللّٰهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ خَنْدَقًا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ » رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ.

১৩৪০. হযরত আবু উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে (জিহাদে) একদিন রোযা রাখে আল্লাহ্ তার ও জাহান্নামের মধ্যে একটি পরিখা খনন করে দেবেন আর তার দূরত্ব হবে পৃথিবী ও আকাশের মধ্যকার দূরত্বের সমান। (তিরমিযী)

١٣٤١– وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِغَزْوٍ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنَ النِّفَاقِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৩৪১. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জিহাদ না করে এবং জিহাদের কোন চিন্তাও তার মনে আসেনি এমন অবস্থায় মারা গেলো, তার মৃত্যু হলো নিফাকের (মুনাফেকী) একটি স্বভাবের ওপর। (মুসলিম)

١٣٤٢– وَعَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ غَزَاةٍ فَقَالَ : « إِنَّ بِالْمَدِيْنَةِ لَرِجَالاً مَا سِرْتُمْ مَسِيْرًا وَلاَ قَطَعْتُمْ وَادِيًا إِلاَّ كَانُوْا مَعَكُمْ ، حَبَسَهُمُ الْمَرَضُ ».

وَفِىْ رِوَايَةٍ : « حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ ». وَفِىْ رِوَايَةٍ : « إِلاَّ شَرَكُوْكُمْ فِىْ الأَجْرِ » رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ مِنْ رِوَايَةٍ ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَةِ جَابِرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ.

১৩৪২. হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একবার এক জিহাদের আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলাম। (সে সময়) তিনি বলেন ঃ মদীনায় এমন কিছু লোক আছে, তোমরা যেখানে সফর কর এবং যে উপত্যকা অতিক্রম কর সর্বত্র তারা তোমাদের সাথে আছে। রোগ তাদেরকে আটকে রেখেছে।

অন্য একটি রিওয়ায়েতে আছে ঃ "ওযর তাদেরকে আটকে রেখেছে"। অপর এক রিওয়ায়েতে বলা হয়েছে ঃ "তবে তারা তোমাদের সাথে সাওয়াবের ক্ষেত্রে শরীক আছে"। ইমাম বুখারী এ হাদীসটিকে হযরত আনাসের রিওয়ায়েত হিসেবে এবং ইমাম মুসলিম এটিকে হযরত জাবিরের রিওয়ায়েত হিসেবে বর্ণনা করেছেন?। আর এখানে উদ্ধৃত হাদীসের শব্দগুলো ইমাম মুসলিমের।

١٣٤٣- وَعَنْ أَبِي مُوْسَى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُذْكَرَ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانُهُ ؟ وَفِيْ رِوَايَةٍ : وَيُقَاتِلُ شَجَاعَةً ، وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً. وَفِيْ رِوَايَةٍ : وَيُقَاتِلُ غَضَبًا فَمَنْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا ، فَهُوَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৩৪৩. হযরত আবু মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত। জনৈক গ্রাম্য আরবী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলেন এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! এক ব্যক্তি গনীমাতের মাল লাভ করার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে, আর এক ব্যক্তি যুদ্ধ করে এ উদ্দেশ্যে যে লোকদের মুখে মুখে তার নাম উচ্চারিত হবে, তৃতীয় এক ব্যক্তি লোকদের মধ্যে তার মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য যুদ্ধ করে, অন্য এক রিওয়ায়েতে বলা হয়েছে ঃ (কেউ) বীরত্বের জন্য যুদ্ধ করে, (কেউ) জাতীয় মর্যাদার জন্য যুদ্ধ করে, তৃতীয় এক রিওয়ায়েতে বলা হয়েছে ঃ (কেউ) যুদ্ধ করে ক্রোধের বশবর্তী হয়ে- এদের মধ্যে কে আল্লাহর পথে জিহাদ করছে? (একথা শুনে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহর কালেমাকে বুলন্দ করার জন্য যুদ্ধ করে একমাত্র তার যুদ্ধই আল্লাহর পথে জিহাদ হিসেবে গণ্য হবে"। (বুখারী ও মুসলিম)

١٣٤٤- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « مَا مِنْ غَازِيَةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ تَغْزُوْ فَتَغْنَمُ وَتَسْلَمُ ، إِلاَّ كَانُوْا قَدْ تَعَجَّلُوْا ثُلُثَيْ أُجُوْرِهِمْ ، وَمَا مِنْ غَازِيَةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ تُخْفِقُ وَتُصَابُ إِلاَّ تَمَّ أُجُوْرُهُمْ ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৩৪৪. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আম্‌র ইবনুল আ'স (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ এমন কোন সেনাদল বা বাহিনী আল্লাহর পথে জিহা করবে না, যারা গনীমাতের মাল লাভ করবে ও নিরপদ থেকে যাবে কিন্তু তারা তাদের প্রতিদানের দুই তৃতীয়াংশ শীঘ্রই লাভ করবে না। আর এমন কোন সেনাদল ও বাহিনী আল্লাহর পথে জিহাদ করবে না, যারা অসফল হবে ও বিপদগ্রস্থ হবে কিন্তু তাদের প্রতিদান (পরকালীন) পুরোপুরি পাবে না (অর্থাৎ তারা আখিরাতে পূর্ণ প্রতিদান লাভ করবে) (মুসলিম)

١٣٤٥– وَعَنْ أَبِى أُمَامَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً قَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ائْذَنْ لِىْ فِى السِّيَاحَةِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ : « إِنَّ سِيَاحَةَ أُمَّتِىْ الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ » رَوَاهُ أَبُوْا دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ.

১৩৪৫. হযরত আবু উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি আরয করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে দেশ সফর করার অনুমতি দিন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাব দিলেন ঃ আমার উম্মতের দেশ পরিভ্রমণ ও পর্যটন মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর পথে জিহাদের অন্তর্ভুক্ত। আবু দাঊদ সহীহ সনদ সহকারে এ হাদীসটি রিওয়ায়েত করেছেন।

١٣٤٦– وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : « قَفْلَةٌ كَغَزْوَةٍ ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ .

১৩৪৬. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইবনুল আস (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "জিহাদ থেকে প্রত্যাবর্তন ও জিহাদের শামিল।" (আবু দাঊদ)

١٣٤٧– وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : لَمَّا قَدِمَ النَّبِىُّ ﷺ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ تَلَقَّاهُ النَّاسُ فَتَلَقَّيْتُهُ مَعَ الصِّبْيَانِ عَلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ .

১৩৪৭. হযরত সায়িদ ইব্‌ন ইয়াযীদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাবুক যুদ্ধ থেকে ফিরে এলেন, লোকেরা তাঁর সাতে (সাক্ষাৎ করতে বের হলো এবং) সাক্ষাৎ করল। আমিও ছেলেদের সাথে 'সানিয়াতুল ওয়াদা'য় তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন (আবু দাঊদ)

١٣٤٨– وَعَنْ أَبِى أُمَامَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : « مَنْ لَمْ يَغْزُ أَوْ يُجَهِّزْ غَازِيًا أَوْ يَخْلُفْ غَازِيًا فِىْ أَهْلِهِ بِخَيْرٍ أَصَابَهُ اللّٰهُ بِقَارِعَةٍ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

১৩৪৮. হযরত উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি জিহাদ করেনি, কোন গাজীকে জিহাদের সরঞ্জাম ও সংগ্রহ করে দেয়নি এবং কোন গাযীর অনুপস্থিতিতে তার পরিবার পরিজনদের দেখাশুনাও করেনি, আল্লাহ কিয়ামতের পুর্বে তাকে কঠিন বিপদে ফেলে দেবেন। (আবু দাঊদ)

١٣٤٩- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : « جَاهِدُوْا الْمُشْرِكِيْنَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلسِنَتِكُمْ » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

১৩৪৯. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "তোমাদের ধন, প্রাণ ও মুখের ভাষা দিয়ে মুশরিকদের সাথে জিহাদ কর"। (আবু দাঊদ)

١٣٥٠- وَعَنْ أَبِيْ عَمْرٍو وَيُقَالُ : أَبُوْ حَكِيْمٍ النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : شَهِدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَخَّرَ الْقِتَالَ حَتَّى تَزُوْلَ الشَّمْسُ ، وَتَهِبَّ الرِّيَاحُ ، وَيَنْزِلَ النَّصْرُ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِيُّ.

১৩৫০. হযরত আবু আম্‌র অথবা তাঁর নাম আবু হাকীম নু'মান ইব্‌ন মুকাররিন (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি (জিহাদে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে হাযির হলাম। তিনি যখন দিনের প্রথম দিকে যুদ্ধ করতেন না তখন যুদ্ধকে পিছিয়ে দিতেন, এমন কি সূর্য (পশ্চিম গগণে) ঢলে পড়তো এবং বায়ু প্রবাহিত হতে থাকতো আর আল্লাহর সাহায্য আসতো। (আবু দাঊদ ও তিরমিযী)

١٣٥١- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ « لَاتَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ ، وَاسْأَلُوْا اللّٰهَ الْعَافِيَةَ فَإِذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ ، فَاصْبِرُوْا » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৩৫১. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ শত্রুর মুকাবিলা করার আকাংক্ষা করো না। আর যখন তোমাদের শত্রুর সাথে মুকাবিলা হয়েই যায় তখন দৃঢ়ভাবে মুকাবিলা করতে থাকে। (মুসলিম)

١٣٥٢- وَعَنْهُ وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : « اَلْحَرْبُ خَدْعَةٌ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৩৫২. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "যুদ্ধ হচ্ছে কৌশল"। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ بَيَانِ جَمَاعَةٌ مِنَ الشُّهَدَاءِ فِيْ ثَوَابِ الْأَخِرَةِ وَيَغْسِلُوْنَ وَيُصَلِّى عَلَيْهِمْ بِخِلَافِ الْقَتِيْلِ فِيْ حَرْبِ الْكُفَّارِ

অনুচ্ছেদ ঃ আখিরাতের সাওয়াবের দিক দিয়ে শহীদদের আর একটি দল যাদরকে গোসল দেয়া হবে নামাযও পড়া হবে, তবে এরা কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে শহীদ হননি।

١٣٥٣- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ : الْمَطْعُوْنُ وَالْمَبْطُوْنُ وَالْغَرِيْقُ وَصَاحِبُ الْهَدْمِ ، وَالشَّهِيْدُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৩৫৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ শহীদ ৫ প্রকারের। ১. মহামারীতে মরা, ২. কলেরায় মরা, ৩. পানিতে ডুবে মরা, ৪. দেয়াল চাপা পড়ে মরা এবং ৫. আল্লাহর পথে জিহাদ করে মরা। (বুখারী ও মুসলিম)

١٣٥٤- وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « مَا تَعُدُّوْنَ الشُّهَدَاءَ فِيْكُمْ؟ قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ قُتِلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ، فَهُوَ شَهِيْدٌ ، قَالَ : « إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِىْ إِذًا لَقَلِيْلٌ ! » قَالُوْا : فَمَنْ هُمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ : « مَنْ قُتِلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ وَمَنْ مَاتَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ ، وَمَنْ مَاتَ فِى الطَّاعُوْنِ فَهُوَ شَهِيْدٌ وَمَنْ مَاتَ فِى الْبَطْنِ فَهُوَ شَهِيْدٌ ، وَالْغَرِيْقُ شَهِيْدٌ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৩৫৪. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা নিজেদের মধ্যে কাদেরকে শহীদ বলে গণ্য কর? সাহাবা কিরাম (রা.) জবাব দিলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! যে আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে সেই শহীদ। তিনি জবাব দিলেন ঃ তাহলে তো আমার উম্মতের মধ্যে শহীদদের সংখ্যা হবে সামান্য মাত্র। সাহাবা কিরাম (রা.) আরয করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহলে তারা কারা? জবাব দিলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে নিহত হলো সে শহীদ, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করলো সে শহীদ, যে ব্যক্তি মহামারীতের মারা গেলো সে শহীদ, যে ব্যক্তি পেটেরপীড়র মারা গেলো সে শহীদ এবং পানিতে ডুবে যার মৃত্যু হলো সেও শহীদ। (বুখারী ও মুসলিম)

١٣٥٥- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ ، فَهُوَ شَهِيْدٌ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৩৫৫. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি তার অর্থ-সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয়েছে সে শহীদ"। (বুখারী ও মুসলিম)

١٣٥٦- وَعَنْ أَبِيْ الْأَعْوَدِ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ أَحَدِ الْعَشَرَةِ الْمَشْهُوْدِ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ، ﷺ يَقُوْلُ : « مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ ، وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ دِيْنِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ ، وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِيُّ.

১৩৫৬. হযরত আওয়ার সাঈদ ইব্‌ন যায়িদ ইব্‌ন আম্‌র ইব্‌ন নুফাইল (রা.) থেকে বর্ণিত। পৃথিবীতে যে ১০ জনের পক্ষে জান্নাত লাভের সাক্ষ্য প্রদান করা হয় তিনি তাদের অন্যতম। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ "ব্যক্তি নিজের ধন-সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয় সে শহীদ। যে ব্যক্তি আত্মরক্ষা করতে গিয়ে নিহত সে শহীদ। যে ব্যক্তি নিজের দীনের হিফাযত করতে গিয়ে নিতহ হয়েছে সে শহীদ। আর যে ব্যক্তি নিজের পরিবার পরিজন রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয় সেও শহীদ।" (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

١٣٥٧- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيْدُ أَخْذَ مَالِيْ ؟ قَالَ : « فَلَا تُعْطِهِ مَالَكَ » قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِيْ ؟ قَالَ : « قَاتِلْهُ » قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِيْ ؟ قَالَ : « فَأَنْتَ شَهِيْدٌ » قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ ؟ : قَالَ : « هُوَ فِيْ النَّارِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৩৫৭. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যদি কোন লোক আমার ধন-সম্পদ ছিনিয়ে নিতে আসে তাহলে সে ব্যাপারে আপনি কি বলেন ? জবাব দিলেন ঃ তোমার ধন-সম্পদ তাকে দিয়ো না। ঐ ব্যক্তি আবার বললো ঃ আপনি কি বলেন, যদি আমার সাথে লড়তে থাকে? জবাব দিলেন ঃ তুমিও তার সাথে লড়। ঐ ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো ঃ যদি সে আমাকে হত্যা করে? জবাব দিলেন ঃ তাহলে তুমি হবে শহীদ। জিজ্ঞেস করলো ঃ আর যদি আমি তাকে হত্যা করি তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি কি বলেন ? জবাব দিলেন ঃ তাহলে সে জাহান্নামী। (মুসলিম)

بَابُ فَضْلِ الْعِتْقِ

অনুচ্ছেদ ঃ গোলাম ও বাঁদী আযাদ করার ফযীলত।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

فَلاَ اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ؟ وَمَآ أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ (البلد : ١١-١٣)

"সে ব্যক্তি দীনের উপত্যাকার মধ্য দিয়ে বের হলো। আর তুমি কি জান, উপত্যকা কি? কোন ঘাড়কে গোলামী মুক্ত করা। (সূরা বালাদ ঃ ১১)

١٣٥٨- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ « مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً أَعْتَقَ اللّٰهُ بِكُلِّ عَضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ حَتَّى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৩৫৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের মুসলমান গোলামকে আযাদ করে দেবে, আল্লাহ সেই গোলামের প্রতিটি অংগের বিনিময়ে তার মালিকের অংগসমূহকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত করে দিবেন, এমন কি গোলামের লজ্জাস্থানের পরিবর্তে তার মালিকের লজ্জাস্থানকেও। (বুখারী ও মুসলিম)

١٣٥٩- وَعَنْ أَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ : « اَلْإِيْمَانُ بِاللّٰهِ ، وَالْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ » قَالَ : قُلْتُ : أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ : « أَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا ، وَأَكْثَرُهَا ثَمَنًا » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৩৫৯. হযরত আবু যার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন কাজটি সবচেয়ে উত্তম? তিনি বললেন ঃ "আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা ও আল্লাহর পথে জিহাদ করা"। আবু যার (রা) বলেন, আমি (আবার) জিজ্ঞেস করলাম ঃ কোন্ গোলাম আযাদ করা সবচেয়ে উত্তম? জবাব দিলেন ঃ যে গোলাম তার মালিকের খুব বেশী প্রিয় এবং যার মূল্যও সবচেয়ে বেশী। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ فَضْلِ الْإِحْسَانِ إِلَى الْمَمْلُوْكِ

অনুচ্ছেদ ঃ গোলামের সাথে সদ্ব্যবহার করার ফযীলত।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَاعْبُدُوْا اللّٰهَ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى ، وَالْيَتَامٰى وَالْمَسٰكِينَ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ (النساء : ٣٦)

"আর আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাঁর সাথে শরীক করো না। আর পিতামাতার সাথে ভালো ব্যবহার কর। আর নিকট আত্মীয়দের সাথে, ইয়াতীমদের সাথে, মিস্‌কীনদের সাথে এবং নিকট প্রতিবেশীর সাথে ও দূরের প্রতিবেশীদের সাথে, আর যারা সহযাত্রী তাদের সাথে এবং পথিকদের সাথে ও তোমাদের মালিকানাধীন যারা আছে তাদের সাথেও ভালো ব্যবহার কর"। (সূরা নিসা ঃ ৩৬)

١٣٦٠- وَعَنِ الْمَعْرُوْرِ بنِ سُوَيْدٍ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ ، وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ وَعَلَى غُلاَمِهِ مِثْلُهَا فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَذَكَرَ أَنَّهُ سَابَّ رَجُلاً عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَعَيَّرَهُ بِأُمِّهِ ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ فَمَنْ امْرُوٌّ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ » : هُمْ إِخْوَانُكُمْ ، وَخَوَلُكُمْ جَعَلَهُمُ اللّٰهُ تَحْتَ أَيْدِيْكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوْهُ تَحْتَ يَدِهِ ، فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلاَ تُكَلِّفُوْهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوْهُمْ فَأَعِينُوْهُمْ ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৩৬০. হযরত মারূর ইব্‌ন সুওয়াইদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আবু যার (রা.) কে দেখলাম তিনি এক জোড়া পোষাক পরে আছেন, আবার তাঁর গোলামটির পোষাকও হুবহু তাঁর মতো। আমি এ ব্যাপারে তাঁকে প্রশ্ন করলাম। জবাবে তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানায় এক ব্যক্তির সাথে আমার তীব্র কথা কাটাকাটি হয়ে গিয়েছিল। আমি মায়ের নাম তুলে তাকে লজ্জা দিয়েছিলাম (কারণ তার মা ছিল ইরানী)। একথা শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ "তোমার মধ্যে জাহিলিয়্যাত (মুর্খতা যুগের অভ্যাস) রয়ে গেছে। তারা হচ্ছে তোমাদের ভাই ও তোমাদের খাদিম। মহান আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন। কাজেই তোমাদের যার ভাই তার অধীনে আছে তার তাকে তাই খাওয়ানো উচিত যা সে নিজে খায় এবং তাকে তাই পরানো উচিত যা সে নিজে পরে। সামর্থের বাইরের কাজের বোঝা তাদের ওপর চাপিয়ে দিয়ো না। আর এ ধরণের কাজের বোঝা তাদের ওপর চাপিয়ে দিলে তাদেরকে সাহায্য কর। (বুখারী ও মুসলিম)

١٣٦١- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ فَلْيُنَاوِلْهُ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ أَوْ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ ، فَإِنَّهُ وَلِيَ عِلَاجَهُ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১৩৬১. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কারোর খাদিম তার জন্য খাবার আনে এবং সে তাকে নিজের সাথে (আহারে) বসানো পছন্দ না করে থাকে, তাহলে (কমপক্ষে) লুক্‌মা বা দু' লুক্‌মা যেন তাকে দেয় অথবা এক গাল বা দু'গাল তাকে খাইয়ে দেয়। কারণ সেই কষ্ট করে তার জন্য তৈরী করে এনেছে। (বুখারী)

بَابُ فَضْلِ الْمَمْلُوْكِ الَّذِيْ يُؤَدِّيْ حَقَّ اللّٰهِ وَحَقَّ مَوَالِيْهِ

অনুচ্ছেদ ঃ যে গোলাম আল্লাহ ও তার মনিবের হক আদায় করে তার ফযীলত।

١٣٦٢- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ اللّٰهِ فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৩৬২. হযরত আবদুদল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ গোলাম যখন তার মালিকের খিদ্‌মত করে সুচারুরূপে এবং আল্লাহর ইবাদাত করে সুষ্ঠুভাবে তখন সে দ্বিগুণ সাওয়াব লাভ করে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٣٦٣- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : لِلْعَبْدِ الْمَمْلُوْكِ الْمُصْلِحِ أَجْرَانِ وَالَّذِيْ نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ لَوْ لَا الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْحَجُّ وَبِرُّ أُمِّي لَأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوْتَ وَأَنَا مَمْلُوْكٌ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৩৬৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "ইবাদাতগুযার ও প্রভুর কল্যাণকামী গোলামের জন্য রয়েছে দ্বিগুণ প্রতিদান।" আর হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, প্রাণ যাঁর হাতে সেই সত্তার কসম, যদি আল্লাহর পথে জিহাদ করা, হজ্জ করা ও মায়ের সেবা করার কাজ না থাকতো তাহলে আমি গোলাম হিসেবে মরা পছন্দ করতাম। (বুখারী ও মুসলিম)

١٣٦٤- وَعَنْ أَبِي مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « لِلْمَمْلُوْكِ الَّذِيْ يُحْسِنُ عِبَادَةَ رَبِّهِ ، وَيُؤَدِّيْ إِلَى سَيِّدِهِ الَّذِيْ عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ وَالنَّصِيْحَةِ وَالطَّاعَةِ أَجْرَانِ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১৩৬৪. হযরত আবু মূসা আল আশআরী (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে গোলাম সুচারুরূপে তার রবের ইবাদাত করে ও তার মনীবের তার ওপর যে হক রয়েছে এবং যে কল্যাণকামতা ও আনুগত্য প্রাপ্য রয়েছে তা পুরোপুরি আদায় করে তার জন্য (আল্লাহর কাছে) রয়েছে দু'টি প্রতিদান। (বুখারী)

١٣٦٥- وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « ثَلَاثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ : رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أمَانَ بِنَبِيِّهِ ، وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ ، وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوْكُ إِذَا أَدَّى حَقَّ اللّٰهِ وَحَقَّ مَوَالِيْهِ وَرَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيْبَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيْمَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৩৬৫. হযরত আবু আল আশ'আরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তিন ব্যক্তি দ্বিগুণ সাওয়াব পাবে। প্রথম আহলে কিতাবের অন্তর্ভুক্ত এমন ব্যক্তি যে নিজের নবীর প্রতি ঈমান এনেছিল, তারপর আবার মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাম আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওপর ঈমান এনেছে। দ্বিতীয়, অন্যে মালিকানাধীন গোলাম,যে আল্লাহর হক্ আদায় করে এবং নিজের মালিকের হক্ও আদায় করে। তৃতীয়, যে ব্যক্তির একটি বাঁদী আছে, সে তাকে আদব শিখিয়েছে এবং খুব ভালো করে আদব শিখিয়েছে, তাকে ইসলামী শিক্ষা দান করেছে এবং সুষ্ঠুভাবে শিক্ষা দিয়েছে, তারপর তাকে আযাদ করে দিয়েছে এবং তাকে বিবাহ করেছে। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ فَضْلِ الْعِبَادَةِ فِيْ الْهَرْجِ وَهُوَ الْإِخْتِلَاطُ وَالْفِتَنُ وَنَحْوِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ বিপদ-আপদ ও কঠিন পরিস্থিতিতে আল্লাহর ইবাদাত করা

١٣٦٦- عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « أَلْعِبَادَةُ فِيْ الْهَرْجِ كَهِجْرَةٍ إِلَيَّ ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৩৬৬. হযরত মা'কাল ইব্ন ইয়াসার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কঠিন পরিস্থিতিতে ইবাদাত করা আমার দিকে হিজরত করে আসার মত। (মুসলিম)

بَابُ فَضْلِ السَّمَاحَةِ فِيْ الْبَيْعِ وَالشَّرَاءِ وَالْأَخْذِ وَالْعَطَاءِ وَحُسْنِ الْقَضَاءِ وَالتَّقَاضِي إِرْجَاحِ الْمِكْيَالِ وَالْمِيْزَانِ وَالنَّهِيِ عَنِ التَّطْفِيْقِ وَفَضْلِ أَنْظَارِ الْمُوْسِرِ الْمُعْسِرِ وَالْوَضْعِ عَنْهُ

অনুচ্ছেদ ঃ কেনাবেচার ও লেনদেনের ব্যাপারে কোমল নীতি অবলম্বন করার ফযীলত আর উত্তমরূপে প্রাপ্য আদায় ও গ্রহণ করা এবং সঠিকভাবে ওজন ও পরিমাপ করা ও তাতে কম না করা, উপরন্ত ধনী-দরিদ্র উভয়কে অবকাশ দেয়া এবং তাদের কাছে প্রাপ্য কম করা।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ (البقرة : ٢١٥)

"যে কোন ভালো কাজ তোমরা করবে; আল্লাহ্ তা জানেন।"(সূরা বাকারা ঃ ২১৫)

وَيٰقَوْمِ أَوْفُوْا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ وَلاَ تَبْخَسُوْا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ (هود : ٨٥)

(হযরত শু'আইব আলাইহিস্ সালাম) বলেছেন ঃ) "হে আমার কাওম! তোমার পরিমাপ ও ওজন যথাযথভাবে ও পুরোপুরি কর আর লোকদেরকে তাদের জিনিস পত্র কম দিয়ো না"। (সূরা হূদ ঃ ৮৫)

وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِيْنَ الَّذِيْنَ إِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ وَإِذَا كَالُوْهُمْ أَوْ وَزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ اَلاَ يَظُنُّ أُولٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوْثُوْنَ لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ، يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (المطففين : ١ ، ٦)

"পরিমাপ ও ওজনে যারা কম করে তাদের জন্য ধ্বংস নির্ধারত, তারা যখনি লোকদের থেকে নিজেদের প্রাপ্য নেয় তখন পুরোপুরি নেয় আর যখন লোকদেরকে পরিমাপ বা ওযন করে দেয় তখন কম করে দেয়। তারা কি বিশ্বাস করে না একটি বড় দিনে তাদেরকে জীবিত করে উঠানো হবে, যেদিন সমগ্র মানবজাতি বিশ্ব জাহানের প্রভুর সামনে দাঁড়াবে?" (সূরা মুতাফ্ফিফীন ঃ ১)

١٣٦٧- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَتَقَاضَاهُ فَأَغْلَظَ لَهُ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « دَعُوْهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالاً » ثُمَّ قَالَ : « أَعْطُوْهُ سِنًّا مِثْلَ سِنِّهِ » قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لاَ نَجِدُ إِلاَّ أَمْثَلَ مِنْ سِنِّهِ ، قَالَ : « أَعْطُوْهُ فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৩৬৭. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়া সাল্লামের নিকট এসে তার ঋণ আদায়ের জন্য তাগাদা দিচ্ছিল। সে রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কঠোর ব্যবহার করছিল। সাহাবা কিরাম (রা.) তাকে ভয় দেখাতে চাইলেন। এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ "ওকে ছেড়ে দাও। কারণ পাওনাদারের বলার অধিকার আছে।" তারপর বললেন ঃ "তাকে তার উটের বয়সের সমান উট দাও।" সাহাবাগণ বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! তার উটের চাইতে বয়সে বড়

ও তার চেয়ে ভালো উট ছাড়া তার উটের মত উট নেই। জবাব দিলেন ঃ "তাই দিয়ে দাও। কারণ যে ব্যক্তি ভালো ও উত্তম পদ্ধতিতে ঋণ আদায় করে সেই হচ্ছে তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি।" (বুখারী ও মুসলিম)

١٣٦٨- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « رَحِمَ اللّٰهُ رَجُلاً سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى » رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ.

১৩৬৮. হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ "আল্লাহ সেই ব্যক্তির প্রতি রহম করেন যে ব্যক্তি বেচা-কেনা ও নিজের হকের তাগাদা করার সময় নরম নীতি অবলম্বন করে"। (বুখারী)

١٣٦٩- وَعَنْ أَبِىْ قَتَادَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : « مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنَجِّيَهُ اللّٰهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৩৬৯. হযরত আবু কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ "যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, আল্লাহ কিয়ামতের কাঠিণ্য থেকে তাকে সংরক্ষিত রাখবেন তার অভাবীকে সময় সুযোগ দান করা উচিত"। (মুসলিম)

١٣٧٠- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « كَانَ رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ وَكَانَ يَقُوْلُ لِفَتَاهُ : إِذَا أَتَيْتَ مُعْسِرًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ ، لَعَلَّ اللّٰهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا فَلَقِىَ اللّٰهَ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৩৭০. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ এক ব্যক্তি লোকদের সাথে লেনদেন করতো। সে তার লোকদের বলে রেখেছিল যখন তোমরা কোন অভাবীর কাছে থেকে ঋণ আদায় করতে যাবে, তাক মাফ করে দিয়ে যাবে, হয়তো আল্লাহ (কিয়ামতের দিন) আমাদের মাফ করে দিবেন। কাজেই মৃত্যুর পর যখন সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করলো, আল্লাহ তার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দিলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

١٣٧١- وَعَنْ أَبِىْ مَسْعُوْدٍ الْبَدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « حُوْسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ شَىْءٌ إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ يُخَالِطُ النَّاسَ وَكَانَ مُوْسِرًا وَكَانَ يَأْمُرُ غِلْمَانَهُ أَنْ يَتَجَاوَزُوْا عَنِ الْمُعْسِرِ . قَالَ اللّٰهُ ، عَزَّ وَجَلَّ نَحْنُ أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْهُ تَجَاوَزُوْا عَنْهُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৩৭১. হযরত আবু মাসউদ আল-বাদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের একজনের (মৃত্যুর পর তার) হিসাব কিতাব নেয়া হল। তার কোন নেকী পাওয়া গেলো না। কেবল এতটুকু পাওয়া গেলো যে, সে লোকদের সাথে ব্যবসায়িক মেলামেশা রাখতো এবং তার গোলামদেরকে নির্দেশ দিয়ে রেখেছিল, অভাবী ঋণগ্রহীতাদের দেখা পেলে তাদেরকে মাফ করে দেবে। (কাজেই) মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ্ বললেন ঃ আমরা এ ব্যক্তির সাথে এ ধরণের ব্যবহার করার অধিক হক্‌দার। (তাই তিনি ফিরিশতাদেরকে হুকুম দিলেনঃ) এ ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দাও। (মুসলিম)

١٣٧٢- وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ أُتِيَ اللّٰهُ تَعَالَى بِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِهِ آتَاهُ اللّٰهُ مَالاً فَقَالَ لَهُ : مَاذَا عَمِلْتَ فِي الدُّنْيَا ؟ قَالَ : وَلاَيَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْثًا قَالَ : يَا رَبِّ آتَيْتَنِيْ مَالَكَ فَكُنْتُ أُبَايِعُ النَّاسَ وَكَانَ مِنْ خُلُقِيْ الْجَوَازُ فَكُنْتُ أَتَيَسَّرُ عَلَى الْمُوْسِرِ وَأُنْظِرُ الْمُعْسِرَ ، فَقَالَ اللّٰهُ تَعَالَى : « أَنَا أَحَقُّ بِذَا مِنْكَ تَجَاوَزُوْا عَنْ عَبْدِيْ » فَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ ، وَأَبُوْ مَسْعُوْدٍ الْأَنْصَارِيُّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا : هٰكَذَا سَمِعْنَاهُ مِنْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ،رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৩৭২. হযরত হুযায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আল্লাহর এক বান্দাকে যাকে তিনি (দুনিয়ায়) সম্পদ দান করেছিলেন মহান আল্লাহর সামনে হাযির করা হলো। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি দুনিয়ায় কি আমল করেছো? হুযায়ফা (রা) বলেন ঃ আর যেহেতু বান্দা আল্লাহর কাছ থেকে কোন কথা লুকিয়ে রাখতে পারে না তাই সে বললো ঃ হে আমার প্রতিপালক! তুমি নিজের কাছ থেকে আমাকে যে সম্পদ দিয়েছিলে আমি লোকদের সাথে তা লেনদেন করতাম আর লোকদেরকে মাফ করে দেয়া আমার অভ্যাস ছিল। ধনবানের সাথে আমি নরম ব্যবহার করতাম আর অভাবীকে মাফ করে দিতাম। মহান আল্লাহ্ বললেন ঃ আমি তোমার সাথে এ ধরণের ব্যবহার করার বেশী হক্‌দার। (ফিরিশতাদেরকে হুকুম করলেন) আমার এ বান্দাকে ক্ষমা করে দাও?। (এ হাদীসটি শুনে) উক্‌বা ইব্‌ন আমির ও আবু মাসউদ আনসারী (রা.) বলেন ঃ আমরাও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ থেকে এমনটি শুনেছি। (মুসলিম)

١٣٧٣- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ « مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ أَظَلَّهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১৩৭৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি অভাবীকে সময়-সুযোগ দিয়েছে অথবা তার জন্য কিছু কম করে দিয়েছে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাকে নিজের আর্শের নিচে ছায়া দান করবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না। (তিরমিযী)

١٣٧٤– وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى مِنْهُ بَعِيرًا ، فَوَزَنَ لَهُ فَأَرْجَحَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৩৭৪. হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কাছ থেকে একটি উট কিনেছিলেন এবং তার মূল্য দিয়েছিলেন ওজন করে, কাজেই মূল্য বেশীই দিয়েছিলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

١٣٧٥– وَعَنْ أَبِي صَفْوَانَ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : جَلَبْتُ أَنَا وَمَخْرَمَةُ الْعَبْدِيُّ بَزًّا مِنْ هَجَرَ فَجَاءَنَا النَّبِيُّ ﷺ فَسَاوَمَنَا بِسَرَاوِيلَ وَعِنْدِي وَزَّانٌ يَزِنُ بِالأَجْرِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْوَزَّانِ : « زِنْ وَأَرْجِحْ » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِيُّ.

১৩৭৫. হযরত আবু সাফওয়ান সুওয়াইদ ইব্ন কায়িস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমিও মাখরামা (রা.) আরবী হাজার নামক স্থান থেকে কাপড় বিক্রি করার জন্য কিনে নিয়ে এলাম। (এ খবর শুনে) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের কাছে এলেন। তিনি আমাদের সাথে একটি পায়জামার সওদা করলেন। আমাদের কাছে ছিল একজন ওজনদার, সে (সোনা রূপা) ওজন করতো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওযনদারকে বললেন ঃ "লও, ওযন কর এবং (মূল্য) না হয় একটু বেশীই ধর।" (আবু দাঊদ ও তিরমিযী)

كِتَابُ الْعِلْمِ

অধ্যায় ঃ ইল্‌ম-জ্ঞান

بَابُ فَضْلِ الْعِلْمِ

অনুচ্ছেদ ঃ ইল্‌ম-জ্ঞানের মর্যাদা।

মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন ঃ

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا (طه : ١١٤)

"এবং বল, হে আমার প্রভু! আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দাও।" – (সূরা তো-হা ঃ ১১৪)

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لاَ يَعْلَمُوْنَ (الزمر : ٩)

"বল, যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান?" (সূরা যুমার ঃ ৯)

يَرْفَعُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ أُوْتُوْا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ (المجادلة : ١١)

"তোমাদের মধ্য থেকে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন।"(সূরা মুজাদিলা ঃ ১১)

إِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ (فاطر : ٢٨)

"আল্লাহকে একমাত্র তারাই ভয় করে যার জ্ঞান রাখে।" (সূরা ফাতির ঃ ২৮)

١٣٧٦– وَعَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৩৭৬. হযরত মু'আবিয়া (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "মহান আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে দীনের সূক্ষ্মজ্ঞান দান করেন"। (বুখারী ও মুসলিম)

١٣٧٧– وَعَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِيْ اثْنَتَيْنِ : رَجُلٌ آتَاهُ اللّٰهُ مَالاً فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِيْ الْحَقِّ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللّٰهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِيْ بِهَا وَيُعَلِّمُهَا » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৩৭৭. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ দুই ব্যক্তি ছাড়া আর কারোর ওপর ঈর্ষা করার

অধিকার নেই। এক ব্যক্তি হচ্ছে ঃ যাকে আল্লাহ ধন-সম্পদ দিয়েছেন, তারপর তাকে ঐ ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে খরচ করার তাওফীক দান করেছেন। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি হচ্ছে ঃ যাকে আল্লাহ (দীনের) জ্ঞান দান করেছেন, সে সেই অনুযায়ী ফায়সালা করে এবং লোকদেরকে তা শেখায়। (বুখারী ও মুসলিম)

١٣٧٨- وَعَنْ أَبِيْ مُوْسَى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « مَثَلُ مَا بَعَثَنِيْ اللّٰهُ بِهِ مِنَ الْهُدَىْ وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَصَابَ أَرْضًا ، فَكَانَتْ مِنْهُ طَائِفَةٌ طَيِّبَةٌ قَبِلَتِ الْمَاءَ فَأَنْبَتَتِ وَالْعُشْبَ الْكَثِيْرَ وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ ، فَنَفَعَ اللّٰهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوْا مِنْهَا وَسَقَوْا وَزَرَعُوْا وَأَصَابَ طَائِفَةً مِنْهَا أُخْرَىْ إِنَّمَا هِيَ قِيْعَانٌ لاَ تُمْسِكُ مَاءً وَلاَتُنْبِتُ كَلأً ، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ ، وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِيْ اللّٰهُ بِهِ ، فَعَلِمَ وَعَلَّمَ وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَالِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللّٰهِ الَّذِيْ أُرْسِلْتُ بِهِ ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৩৭৮. হযরত আবু মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ আমাকে যে ইল্‌ম ও হিদায়াত দান করে পাঠিয়েছেন তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে একটি বারিধারার মতো যা একটি যমীনের ওপর বর্ষিত হয়েছে, তার কিছু অংশ ভালো, ফলে তা পানিকে গ্রহণ করে নিয়েছে। সেখানে বিপুল পরিমাণ গাছ ও ঘাস উৎপাদন করেছে। এর একটি অংশ ছিল নীচু। সেখানে সে পানি আটকে নিয়েছে। আর এ থেকে আল্লাহ লোকদেরকে উপকৃত করেছেন। তা থেকে তারা পান করেছে এবং পানি সেচ করে কৃষিও করেছে। আবার এই বারিধারা এমন এক অংশে পৌঁছেছে যেটি ছিল অনুর্বর সমতল ময়দান। সেখানে সে পানি ধরে রাখতে পারেনি এবং তার ঘাস উৎপাদন করার ক্ষমতাও নেই। কাজেই এটি হচ্ছে এমন এক ব্যক্তির দৃষ্টান্ত যে আল্লাহর দীনের সূক্ষ্মজ্ঞান লাভ করেছে এবং আল্লাহ আমাকে যে জ্ঞান দিয়ে পাঠিয়েছেন তা থেকে সে লাভবান হয়েছে, কাজেই সে তা শিখেছে এবং অন্যকে শিখিয়েছে। আবার একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে এমন এক ব্যক্তির যে এই জ্ঞানের দিকে দৃষ্টি দেয়নি এবং আল্লাহ আমাকে যে হিদায়াত দিয়ে পাঠিয়েছেন তা গ্রহণ করেনি। (বুখারী ও মুসলিম)

١٣٧٩- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِعَلِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : « فَوَاللّٰهِ لأَنْ يَهْدِيَ اللّٰهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৩৭৯. হযরত সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলী (রা.)-কে বলেন ঃ আল্লাহর কসম! তোমার মাধ্যমে আল্লাহ্ যদি একজন লোককেও

হিদায়াত দান করেন তাহলে তা তোমার জন্য লাল উটগুলো থেকেও অনেক ভালো। (বুখারী ও মুসলিম)

١٣٨٠- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بنِ عَمْرِوْ بنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : « بَلِّغُوْا عَنِّي وَلَوْ آيَةً ، وَحَدِّثُوْا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيْلَ وَلاَ حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১৩৮০. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্‌র ইবনুল আস্ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমার কাছ থেকে একটি বাক্য পেলেও তা লোকদের কাছে পৌঁছিয়ে দাও। আর বনী ইসরাইলদের থেকে ঘটনাবলী উদ্ধৃত কর, এত কোন ক্ষতি নেই। আর যে ব্যক্তি জেনে বুঝে আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে সে যেন জাহান্নামে তার আবাস বানিয়ে নেয়। (বুখারী)

١٣٨١- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « وَمَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللّٰهُ لَهُ بِهِ طَرِيْقًا إِلَى الْجَنَّةِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৩৮১. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি ইল্‌ম হাসিল করার জন্য কোন পথে চলে (এর বিনিময়ে) মহান আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে যাবার পথ সহজ করে দেন"। (মুসলিম)

١٣٨٢- وَعَنْهُ أَيْضًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ « مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُوْرِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْئًا » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৩৮২. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি হিদায়াতের দিকে আহবান করে সে ব্যক্তি (তার আহ্বানের ফলে) যারা হিদায়াতের পথে চলে তাদের সমান প্রতিদান পায়। এক্ষেত্রে হিদায়াতের পথ অবলম্বনকারীদের সাওয়াবে কোন কমতি করা হয় না। (মুসলিম)

١٣٨٣- وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ « إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৩৮৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "মানুষ যখন মারা যায়, তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়। তিনটি আমলের সাওয়াব জারী থাকে ঃ সাদাকায়ে জারীয়া, এমন ইল্‌ম যা থেকে লাভবান হওয়া যায় এবং সুসন্তান যে তার জন্য দু'আ করে"। (মুসলিম)

١٣٨٤- وَعَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوعلُ : « الدُّنْيَا مَلْعُوْنَةٌ، مَلْعُوْنٌ مَا فِيْهَا إِلاَّ ذِكْرَ اللّٰهِ تَعَالَى وَمَا وَالاَهُ وَعَالِمًا أَوْ مُتَعَلِّمًا » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১৩৮৪. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে আরো বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ দুনিয়া অভিশপ্ত এবং দুনিয়ার মধ্যে যে সব বস্তু আছে সেগুলোও অভিশপ্ত। তবে অভিশপ্ত নয় কেবল আল্লাহর যিক্‌র ও তাঁর আনুগত্য এবং আলিম ও ইল্‌ম হাসিলকারী। (তিরমিযী)

١٣٨٥- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « مَنْ خَرَجَ فِىْ طَلَبِ الْعِلْمِ كَانَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ حَتَّى يَرْجِعَ » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১৩৮৫. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি ইল্‌ম হাসিল (জ্ঞান আহরণ) করার উদ্দেশ্যে বের হয় সে ফিরে না আসা পর্যন্ত আল্লাহর পথে (জিহাদের মধ্যে) অবস্থান করে"। (তিরমিযী)

١٣٨٦- وَعَنْ أَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « لَنْ يَشْبَعَ مُؤْمِنٌ مِنْ خَيْرٍ حَتَّى يَكُوْنَ مُنْتَهَاهُ الْجَنَّةَ » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১৩৮৬. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "কল্যাণ (দীনের ইল্‌ম) কখনো মু'মিনকে পরিতৃপ্ত করতে পারে না, অবশেষে জান্নাতে এর পরিসমাপ্তি ঘটবে"। (তিরমিযী)

١٣٨٧- وَعَنْ أَبِىْ أُمَامَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِىْ عَلَى أَدْنَاكُمْ » ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « إِنَّ اللّٰهَ وَمَلاَئِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمٰوَاتِ وَالأَرْضِ حَتَّى النَّمْلَةَ فِىْ جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوْتَ لَيُصَلُّوْنَ عَلَى مُعَلِّمِى النَّاسِ الْخَيْرَ » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১৩৮৭. হযরত আবু উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আবিদের (ইবাদত গুযার) ওপর আলিমের (জ্ঞানীর) শ্রেষ্ঠত্ব ঠিক তেমনি পর্যায়ের যেমন তোমাদের একজন সাধারণ মুসলমানের উপর আমার শ্রেষ্ঠত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ অবশ্য যারা লোকদেরকে দীনের ইল্‌ম শেখায় আল্লাহ, তাঁর ফিরিশ্‌তাগণ এবং পৃথিবী ও আকাশের অধিবাসীবৃন্দ এমন কি গর্তে অবস্থানকারী পিপড়া ও মাছেরা পর্যন্তও তাদের জন্য দু'আ করে। (তিরমিযী)

١٣٨٨- وَعَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَبْتَغِى فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللّٰهُ لَهُ طَرِيْقًا إِلَى الْجَنَّةِ. وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًى بِمَا يَصْنَعُ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِى السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِى الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيْتَانُ فِى الْمَاءِ، وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوْا دِيْنَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوْا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ. رَوَاهُ أَبُوْا دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ.

১৩৮৮. হযরত আবু দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি ইল্‌ম হাসিল করার জন্য পথ অতিক্রম করে আল্লাহ তার জান্নাতে যাবার পথ সহজ করে দেন। আর ফিরিশ্‌তারা তালেবে ইল্‌মদের (ইল্‌ম অর্জনরত ছাত্র) জন্য নিজেদের ডানা বিছিয়ে দেয়। আর আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে যা কিছু আছে এমন কি পানির মাছও আলিমের মাগফিরাতের জন্য দু'আ করে। আর আবিদের (ইবাদত গুযার) ওপর আলিমের শ্রেষ্ঠত্ব হচ্ছে সমগ্র তারকা মণ্ডলীর ওপর চাঁদের শ্রেষ্ঠত্বের মতো। অবশ্য আলিমগণ হচ্ছেন নবীদের উত্তরাধিকারী। আর নবীগণ তাঁদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসেবে দিরহাম ও দীনার রেখে যাননি। তবে তাঁদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসেবে ইল্‌ম (জ্ঞান) রেখে গেছেন। কাজেই যে ব্যক্তি তা আহরণ করেছে সে বিপুল অংশ লাভ করেছে। (আবূ দাঊদ ও তিরমিযী)

١٣٨٩- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: «نَضَّرَ اللّٰهُ امْرَءًا سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَهُ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنَ السَّامِعِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ.

১৩৮৯. হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে যেন তরতাজা করে দেন, যে আমাদের কাছ থেকে কোন কথা শুনলো, তারপর সেটা পৌঁছিয়ে দিল অন্যের কাছে

যেমনটি শুনেছিল ঠিক তেমনটি। আর খুব কম লোকই এমন হয় যাদেরকে (হাদীস) পৌঁছানো হয় এবং তারা তার অধিক সংরক্ষণকারী হয় শ্রোতার তুলনায়। (তিরমিযী)

١٣٩٠- وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ أُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ » رَوَاهُ أَبُوْا دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ.

১৩৯০. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তিকে দীনের কোন ইল্‌ম (ইসলামের জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় এবং সে (জানা সত্ত্বেও) তা গোপন রাখে তাকে কিয়ামতের দিন আগুনের লাগাম পরানো হবে। (আবূ দাঊদ ও তিরমিযী)

١٣٩١- وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ « مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يَبْتَغِى بِهِ وَجْهُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ لاَ يَتَعَلَّمُهُ إِلاَّ لِيُصِيْبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » يَعْنِى : رِيْحَهَا ، رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

১৩৯১. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "যে ইল্‌মের সাহায্যে মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যায় সেই ইল্‌ম যে ব্যক্তি কেবলমাত্র দুনিয়ার কোন স্বার্থোদ্ধারের উদ্দেশ্যে অর্জন করে, সে কিয়ামতের দিন জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না"। (আবূ দাঊদ)

١٣٩٢- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِوْ بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : « إِنَّ اللّٰهَ لاَ يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتّٰى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا ، اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوْسًا جُهَّالاً ، فَسُئِلُوْا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوْا وَأَضَلُّوْا » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৩৯২. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আম্‌র ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ ইল্‌ম (দীনী জ্ঞান) এমনভাবে উঠিয়ে নেবেন না যাতে লোকদের থেকে তাকে ছিনিয়ে নেয়া হয় বরং উলামায়ে কিরামের ইন্তিকালের মাধ্যমে তিনি ইল্‌মকে উঠিয়ে নিবেন। এমনকি শেষে একজন আলিমও বেঁচে থাকবেন না। তখন লোকেরা জাহিলদেরকে নিজেদের ইমাম-নেতা বানিয়ে নেবে। তাদের কাছে মাসয়ালা-মাসাইল জিজ্ঞেস করা হবে এবং তারা ইল্‌ম ছাড়াই ফাত্‌ওয়া (ফায়সালা) দিয়ে দিবে। এভাবে তারা নিজেরা গুমরাহ হবে এবং লোকদেরকেও গুমরাহ করবে। (বুখারী ও মুসলিম)

كِتَابُ حَمْدِ اللهِ تَعَالَى وَشُكْرِه

অধ্যায় ঃ মহান আল্লাহর প্রশংসা ও তাঁর প্রতি শুক্‌রিয়া জ্ঞাপন

بَابُ فَضْلِ الْحَمْدِ وَالشُّكْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ হাম্‌দ ও শুকরের ফযীলত।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

فَاذْكُرُوْنِيْ أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِيْ وَلاَ تَكْفُرُوْنَ (البقرة : ١٥٢)

"অতঃপর তোমরা আমাকে স্মরণ কর আমি তোমাদেরকে স্মরণ রাখবো। আর তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং আমার নিয়ামতের না-শোক্‌রী কর না।" (সূরা বাকারা ঃ ১৫২)

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لأَزِيْدَنَّكُمْ (إبراهيم : ٧)

"যদি তোমরা আমার শোক্‌র কর তাহ্‌লে আমি তোমাদেরকে আরো বেশী দেবো।" (সূরা ইব্‌রাহীম ঃ ৭)

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ (الإسراء : ١١١)

"আর বলে দাও (হে মুহাম্মাদ!) সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য।" (সূরা বনী ইস্‌রাঈল ঃ ১১১)

وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (يونس : ١٠)

"জান্নাতে প্রবেশ করার পর সে সময়ের কথার মধ্যে সর্বশেষ কথা হবে ঃ সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য।" (সূরা ইউনুস ঃ ১০)

١٣٩٣– وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ لَيْلَةَ أُسْرِى بِهِ بِقَدَحَيْنِ مِنْ خَمْرٍ وَلَبَنٍ فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا فَأَخَذَ اللَّبَنَ فَقَالَ جِبْرِيْلُ ﷺ : «اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৩৯৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। যে রাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মি'রাজ হয় সে রাতে তাঁর কাছে দু'টি পেয়ালা আনা হলো। তার একটিতে মদ ও অন্যটিতে ছিল দুধ। তিনি পেয়ালা দু'টি দেখলেন এবং দুধের পেয়ালাটি তুলে নিলেন। হযরত জিব্‌রাঈল (আ.) বললেন ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি আপনাকে ফিত্‌রাত তথা প্রকৃতিগত পথে (ইসলাম) পরিচালিত করেছেন। যদি আপনি মদের পেয়ালাটি নিতেন তাহলে আপনার উম্মত গুমরাহ হয়ে যেতো। (মুসলিম)

١٣٩٤- وَعَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « كُلُّ أَمْرٍ ذِيْ بَالٍ لاَ يُبْدَأُ فِيْهِ : الْحَمْدُ لِلّٰهِ فَهُوَ أَقْطَعُ » حَدِيْثٌ حَسَنٌ ، رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَغَيْرُهُ.

১৩৯৪. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "প্রত্যেকটি কাজই হচ্ছে বিরাট আর তা আল্লাহর প্রশংসা সহকারে শুরু না করলে অসম্পূর্ণ থেকে যায়"। এটি একটি হাসান হাদীস। ইমাম আবূ দাউদ এবং আরো অনেকে এটি বর্ণনা করেছেন।

١٣٩٥- وَعَنْ أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى لِمَلاَئِكَتِهِ : قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِيْ ؟ فَيَقُوْلُوْنَ : نَعَمْ ، فَيَقُوْلُ : قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ ؟ فَيَقُوْلُوْنَ : نَعَمْ ، فَيَقُوْلُ : مَاذَا قَالَ عَبْدِيْ ؟ فَيَقُوْلُ : حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالَى : ابْنُوْا لِعَبْدِيْ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ ، وَسَمُّوْهُ بَيْتَ الْحَمْدِ » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১৩৯৫. হযরত আবু মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ যখন কোন বান্দার পুত্রের ইন্তিকাল হয়, মহান আল্লাহ তাঁর ফিরিশ্‌তাদেরকে বলেন ঃ তোমরা আমার বান্দার পুত্রের জান কবয করে নিলে ? ফিরিশ্‌তারা জবাব দেন, হ্যাঁ। মহান আল্লাহ বলেন ঃ তোমরা তার কলিজার টুক্‌রাকে কেড়ে নিলে ? ফিরিশ্‌তারা জবাব দেন ঃ হ্যাঁ। মহান আল্লাহ বলেন ঃ এতে আমার বান্দা কি বললো ? ফিরিশ্‌তারা জবাব দেন ঃ আপনার প্রশংসা করলো এবং 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' পড়লো। একথা শুনে মহান আল্লাহ বলেন ঃ আমার বান্দার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরী কর এবং তার নাম দাও 'বাইতুল হাম্‌দ' (প্রশংসার ঘর।) (তিরমিযী)

١٣٩٦- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « إِنَّ اللّٰهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ يَأْكُلُ الْأَكْلَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا وَيَشْرَبُ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৩৯৬. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "আল্লাহ তাঁর সেই বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন যে খাবার খাওয়ার সময় আল্লাহর প্রশংসা করে এবং পানীয় পান করার সময়ও তাঁর প্রশংসা করে"। (মুসলিম)

كِتَابُ الصَّلَاةِ عَلَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

অধ্যায় ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দরূদ ও সালাম

بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

অনুচ্ছেদ ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর দরূদ পড়ার ফযীলত।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

إِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ، يَاۤيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا (الأحزاب : ٥٦)

"অবশ্য আল্লাহ্ নবীর ওপর রহমত পাঠান ও তাঁর ফিরিশ্‌তারা নবীর ওপর দরূদ পড়েন। হে ঈমানদারগণ! তোমরাও তাঁর ওপর দরূদ পড় এবং তাঁর প্রতি যথাযথভাবে সালাম পাঠাও।" (সূরা আহযাব ঃ ৫৬)

١٣٩٧– وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : « مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৩৯৭. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্‌র ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ "যে ব্যক্তি আমার ওপর একবার দরূদ পড়ে আল্লাহ এর বিনিময়ে তার ওপর দশবার রহমত নাযিল করেন"। (মুসলিম)

١٣٩٨– وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : أَوْلَى النَّاسِ بِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১৩৯৮. হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তি আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী হবে যে আমার উপর সবচেয়ে বেশী দরূদ পড়ে"। (তিরমিযী)

١٣٩٩- وَعَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ «إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَكْثِرُوْا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيْهِ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوْضَةٌ عَلَيَّ » فَقَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ ؟! قَالَ : يَقُوْلُ : بَلِيْتَ ، قَالَ : « إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

১৩৯৯. হযরত আওস ইব্‌ন আওস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ তোমাদের দিনগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম দিনটি হচ্ছে জুমু'আর দিন। কাজেই ঐদিন আমার ওপর বেশী করে দরূদ পড়। কারণ তোমাদের দরূদগুলো আমার কাছে পেশ করা হয়। সাহাবা কিরাম (রা.) আরয করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমাদের দরূদ কিভাবে আপনার কাছে পেশ করা হবে, আপনি তো তখন যমীনের সাথে মিশে গিয়ে আরাম করতে থাকবেন ? তিনি বললেন ঃ "নিশ্চিত নবীগণের দেহকে আল্লাহ যমীনের জন্য হারাম করে দিয়েছেন"। (আবূ দাঊদ)

١٤٠٠- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ » رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ.

১৪০০. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "সেই ব্যক্তির নাসিকা ধূলি লুণ্ঠিত হোক, যার সামনে আমার নাম উচ্চারিত হয়েছে আর সে আমার ওপর দরূদ পড়েনি"। (তিরমিযী)

١٤٠١- وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « لَا تَجْعَلُوْا قَبْرِىْ عِيْدًا وَصَلُّوْا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِىْ حَيْثُ كُنْتُمْ » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

১৪০১. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমার কবরকে ঈদ অর্থাৎ আনন্দোৎসবের স্থানে পরিণত করো না। বরং আমার উপর দরূদ পড়ো। কারণ তোমরা যেখানেই থাক না কেন তোমাদের সালাম ও দরূদ গুলি আমার কাছে পৌঁছে যায়। (আবু দাউদ)

١٤٠٢- وَعَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللّٰهُ عَلَيَّ رُوْحِىْ حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

১৪০২. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ "তোমাদের যে কেউ আমার উপর সালাম পড়ে, মহান আল্লাহ তখনই আমার রূহ আমাকে ফেরত দেন এবং আমি তার সালামের জবাব দেই"। (আবূ দাঊদ)

١٤٠٣- وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «اَلْبَخِيْلُ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১৪০৩ হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তির সামনে আমার নাম আলোচিত হয়েছে সে আমার উপর দরূদ পড়েনি সেই হচ্ছে বখীল-কৃপণ"। (তিরমিযী)

١٤٠٤- وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَجُلاً يَدْعُوْ فِيْ صَلَاتِهِ لَمْ يُمَجِّدِ اللّٰهَ تَعَالَى، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «عَجِلَ هٰذَا» ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيْدِ رَبِّهِ سُبْحَانَهُ، وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ يَدْعُو بَعْدُ بِمَا شَاءَ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ.

১৪০৪. হযরত ফাদালা ইব্ন উবাইদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে নামাযে দু'আ করতে শুনলেন। কিন্তু সে দু'আয় মহান আল্লাহর হাম্দ (প্রশংসা) করলো না এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দরূদও পড়লো না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ এই ব্যক্তি তাড়াহুড়া করেছে। তারপর তাকে ডাকলেন এবং তাকে বললেন বা অন্য কাউকে বললেন ঃ "যখন তোমাদের কেউ নামায পড়ে, তার পাক-পবিত্র প্রভূর হাম্দ ও সানা দিয়েই তার শুরু করা উচিত, এরপর নবীর (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উপর দরূদ পড়া উচিত, এরপর নিজের ইচ্ছা মতো দু'আ চাওয়া উচিত"। (আবূ দাঊদ ও তিরমিযী)

١٤٠٥- وَعَنْ أَبِيْ مُحَمَّدٍ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ فَقُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: «قُوْلُوْا: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৪০৫. হযরত আবু মুহাম্মাদ কা'ব ইব্ন উজরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন আমাদের কাছে এলেন। আমরা তাঁকে বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার উপর সালাম কিভাবে পাঠাতে হয় তা তো আমরা জানি। কিন্তু আপনার উপর দরূদ কিভাবে পড়তে হবে? তিনি বললেন ঃ "বলো ঃ আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মুহাম্মদিন

ওয়া আলা আ-লি মুহাম্মাদিন কামা সাল্লাইতা আলা আ-লি ইব্‌রাহিমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লাহুম্মা বা-রিক আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আ-লি মুহাম্মাদিন কামা বা-রাকতা আলা আ-লি ইবররা-হীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ"। "হে আল্লাহ্! রহম করুন মুহাম্মাদের উপর এবং মুহাম্মাদের পরিবার বর্গের উপর নিঃসন্দেহে আপনি প্রশংসিত ও সম্মানিত। হে আল্লাহ্! বরকত দান করুন মুহাম্মাদের উপর ও মুহাম্মাদের পরিবার বর্গের উপর যেমন আপনি বরকত দান করেছিলেন ইব্‌রাহীমের পরিবার বর্গের উপর, নিঃসন্দেহে আপনি প্রশংশিত ও সম্মানিত"। (বুখারী ও মুসলিম)

١٤٠٦- وَعَنْ أَبِي مَسْعُوْدٍ الْبَدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : أَتَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ فِي مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ بَشِيْرُ ابْنُ سَعْدٍ : أَمَرَنَا اللّٰهُ تَعَالَى أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ ؟ فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ، ﷺ ، حَتَّى تَمَنَّيْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْهُ ، ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَوْلُوْا : اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ وَالسَّلَامَ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৪০৬. হযরত আবূ মাসউদ আল-বাদ্‌রী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের কাছে এলেন। আমরা তখন সা'দ ইব্‌ন উবাদার মজলিসে ছিলাম। বাশীর ইব্‌ন সা'দ (রা.) তাঁকে বললেন ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আল্লাহ আমাদের আপনার উপর সালাত পড়তে বলেছেন কিন্তু আমরা কিভাবে আপনার উপর সালাত পড়বো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চুপ করে রইলেন, এমন কি আমরা কামনা করতে থাকলাম, হায়, বাশীর ইব্‌ন সা'দ (রা.) যদি এ প্রশ্নটি না করতেন! তারপর (কিছুক্ষণ নরীব থাকার পর) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ বলো ঃ "আল্লাহুম্মা সাল্লে' আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আ-লি মুহাম্মাদ কামা সাল্লাইতা আলা আ-লি ইব্‌রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ ..." –"হে আল্লাহ! রহমত নাযিল করুন মুহাম্মাদের ওপর ও মুহাম্মাদের পরিবারবর্গের উপর যেমন আপনি রহমত বর্ষণ করেছিলেন ইব্‌রাহীমের পরিবার বর্গের উপর। আর বরকত নাযিল করুন মুহাম্মাদের ওপর ও মুহাম্মাদের পরিবার বর্গের ওপর যেমন আপনি বরকত নাযিল করেছিলেন ইব্‌রাহীমের পরিবার বর্গের ওপর। নিঃসন্দেহে আপনি প্রশংশিত ও সম্মানিত"। আর সালাম ঠিক তেমনিভাবে পাঠাও যেমনটি তোমরা জেনেছো। (মুসলিম)

١٤٠٧- وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ ؟ قَالَ : « قُوْلُوْا : أَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ،

وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৪০৭. হযরত আবু হুমাইদ আস সাঈদী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহাবা কিরাম (রা.) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা কেমন করে আপনার ওপর দরুদ পড়বো ? জবাবে তিনি বললেন ঃ তোমরা বলো ঃ "আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আয্ওয়াজিহি ওয়া যুর্রিই'য়াতিহি কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহীম। ওয়া বা-রিক আলাা মুহামম্মাদ ওয়া আলা আযওয়াজিহি ওয়া যুর্রিইয়াতিহি কামা বা-রাঁকতা আলা ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ –হে আল্লাহ্, রহমত বর্ষণ করুন মুহাম্মাদের ওপর এবং তাঁর স্ত্রীদের ও সন্তানদের ওপর যেমন আপনি রহমত বর্ষণ করেছিলে ইব্রাহীমের ওপর। আর বরকত নাযিল করুন মুহাম্মাদের ওপর এবং তাঁর স্ত্রীদের ও সন্তানদের ওপর যেমন আপনি বরকত নাযিল করেছিলে ইব্রাহীমের ওপর। নিসন্দেহে আপনি প্রশংসিত ও সম্মানিত"। (বুখারী ও মুসলিম)

كِتَابُ الْأَذْكَارِ

অধ্যায় ঃ যিক্‌র আয্‌কার

بَابُ فَضْلِ الذِّكْرِ وَالْحَثُّ عَلَيْهِ

অনুচ্ছেদ ঃ যিক্‌রের ফযীলত ও এ ব্যাপারে উৎসাহিত করা।

وَلَذِكْرُ اللّٰهِ أَكْبَرُ (العنكبوت ٤٥)

"আর আল্লাহর যিক্‌র অনেক বড়" - (সূরা আনকাবূত ঃ ৪৫)।

فَاذْكُرُوْنِىْ أَذْكُرْكُمْ (البقرة : ١٥٢)

"তোমরা আমার স্মরণ কর আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করবো"। (সূরা বাকারা ঃ ১৫২)

وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِى نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيْفَةً وَدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ، وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ (الأعراف ٢٠٥)

"তোমরা প্রভুকে স্মরণ কর মনের মধ্যে দীনতার সাথে ও ভীতি সহকারে এবং উচ্চ আওয়াজের পরিবর্তে নিম্ন স্বরে সকাল সন্ধ্যায় (অর্থাৎ সর্বক্ষণ) আর তোমরা গাফেলদের অন্তর্ভূক্ত হয়ো না"। (সূরা আরাফ ঃ ২০৫)

وَاذْكُرُوْا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ (الجمعة : ١٠)

"আর বেশী করে আল্লাহকে স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।" (সূরা জুমু'আ ঃ ১০)

إِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ .... وَالذَّاكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيْمًا (الأحزاب : ٣٥)

"অবশ্য যে সব নারী ও পুরুষ মুসলিম, মু'মিন, আল্লাহর অনুগত, সত্যপন্থী, ধৈর্যশীল, আল্লাহর সামনে অবনত, সাদকা দানকারী, রোযা পালনকারী, নিজেদের লজ্জাস্থানের হিফাযতকারী এবং অধিক মাত্রায় আল্লাহ্ স্মরণকারী, আল্লাহ তাদের জন্য ক্ষমা ও বিরাট পুরস্কার নির্দিষ্ট করে রেখেছেন।" (সূরা আহ্‌যাব ঃ ৩৫)

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اذْكُرُوْا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا وَسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلاً (الأحزاب : ٤١ ، ٤٢)

"হে ঈমানদারগণ ! আল্লাহকে বেশী বেশী করে স্মরণ কর এবং সকাল সন্ধ্যায় (সর্বক্ষণ) তাঁর প্রশংসা বর্ণনা কর ও তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা কর ....।" (সূরা আহ্যাব ঃ ৪১ - ৪২)

١٤٠٨- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ، ﷺ : «كَلِمَتَانِ خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيْلَتَانِ فِىْ الْمِيْزَانِ حَبِيْبَتَانِ إِلَى الرَّحْمٰنِ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৪০৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ এমন দু'টি বাক্য আছে, যা মুখে উচ্চারণে হাল্‌কা কিন্তু পাল্লায় (ওযন) ভারী এবং আল্লাহর কাছে প্রিয়। (এ বাক্য দু'টি হচ্ছে ঃ) "সুবহা-নাল্লা-হি ওয়া বিহামদিহি, সুবহা-নাল্লা-হিল আযীম।" (বুখারী ও মুসলিম)

١٤٠٩- وَعَنْهُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : لأَنْ أَقُوْلَ : سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৪০৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "আমার কাছে "সুব্‌হানাল্লাহ, ওয়াল হাম্‌দু লিল্লাহ, ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আল্লাহু আকবার" বলা দুনিযার সব জিনিসের চাইতেও বেশী প্রিয়"। (মুসলিম)

١٤١٠- وَعَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « مَنْ قَالَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ فِىْ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِىَ ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلاَّ رَجُلٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْهُ » وَقَالَ : « مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ فِىْ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৪১০. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি প্রতিদিন ১০০ বার বলবে "লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা-শারীকালাহু লাহুল মুল্‌কু ওয়া লাহুল হাম্‌দু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইইন কাদীর –আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তিনি এক। তাঁর কোন শরীক নেই। সমস্ত রাজত্ব তাঁর। সমস্ত প্রশংসা তাঁর। তিনি সমস্ত বস্তুর ওপর শক্তিশালী"। সে দশটি গোলাম আযাদ করার সমান সাওয়াব লাভ করবে। আর তার নামে লেখা হবে ১০০টি নেকী এবং তার নাম থেকে ১০ টি গুনাহ মুছে ফেলা হবে। আর সে সেদিন সন্ধ্যা হওয়া পর্যন্ত শয়তানের প্রলোভন থেকে সংরক্ষিত থাকবে এবং কিয়ামতের দিন কেউ তার চাইতে ভালো আমল আনতে পারবে না একমাত্র সেই ব্যক্তি ছাড়া যে তার চাইতে বেশী আমল করেছে। তিনি বলেছেন যে ব্যক্তি বলবে ঃ "সুবহা-নাল্লাহি ওয়া বিহাম্‌দিহি" প্রতিদিন ১০০ বার, তার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে, যদিও তা হয় সমুদ্রের ফেনপুঞ্জের সমান। (বুখারী ও মুসলিম)

١٤١١- وَعَنْ أَبِيْ أَيُّوْبَ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : «مَنْ قَالَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ، عَشْرَ مَرَّاتٍ : كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُسٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيْلَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৪১১. হযরত আইয়ূব আল আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ১০ বার পড়ে "লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা-শারীকালাহু লাহুল মুল্‌কু ওয়া লাহুল হাম্‌দু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইইন কাদীর" সে যেন ইসমাঈলের চারটি সন্তানকে গোলামী থেকে মুক্তি দান করলো। (বুখারী ও মুসলিম)

١٤١٢- وَعَنْ أَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «إِلاَ أُخْبِرُكَ بِأَحَبِّ الكَلاَمِ إِلَى اللّٰهِ ؟ إِنَّ أَحَبَّ الكَلاَمِ إِلَى اللّٰهِ : سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৪১২. হযরত আবু যার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বরেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহর কাছে যে কথাটি সবচাইতে প্রিয় সেটি আমি তোমাদেরকে জানাবো ? অবশ্য আল্লাহর কাছে সব চাইতে প্রিয় কথাটি হচ্ছে ঃ "সুবহা-নাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি'"। (মুসলিম)

١٤١٣- وَعَنْ أَبِيْ مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «الطُّهُوْرُ شَطْرُ الْإِيْمَانِ ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلأُ الْمِيْزَانَ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلآنِ أَوْ تَمْلأُ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৪১৩. আবু মালিক আল আশ'আরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তাহারাত-পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক আর "আল-হামদুলিল্লাহ" বাক্যটি মীযান (দাঁড়িপাল্লা) ভরে দেয় এবং "সুবহানাল্লাহু ওয়াল হাম্‌দুল্লিাহ" এই বাক্যদু'টি ভরে দেয় বা এদের প্রত্যেকটি ভরে দেয় আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানের সবটুকু। (মুসলিম)

١٤١٤- وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِىٌّ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : عَلِّمْنِى كَلاَمًا أَقُوْلُهُ ، قَالَ : « قُلْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا ، وَسُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ » قَالَ فَهٰؤُلاَءِ لِرَبِّى ، فَمَا لِىْ ؟ قَالَ : « قُلْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِى وَاهْدِنِىْ وَارْزُقْنِىْ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৪১৪. হযরত সা'দ ইব্‌ন আবু ওয়াক্কাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একজন আরবী (গ্রাম্য ব্যক্তি) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ এসে বললো ঃ আমাকে এমন কোন কালেমা শিখিয়ে দিন যা আমি পড়তে থাকবো। জবাবে তিনি বললেন ঃ "লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা-শারীকালাহু আল্লাহু আক্‌বার কাবীরান ওয়াল হাম্‌দু লিল্লাহি কাসীরান ওয়া সুবহা-নাল্লাহি রাব্বিল আ-লামীন ওয়ালা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আযীযিল হাকীম" এই কালেমাগুলি পড়তে থাক। গ্রাম্য লোকটি আরয করলো ঃ এসব কালেমা তো হলো আমার রবের জন্য, এখন আমার জন্য কি আছে ? জবাবে তিনি বললেন ঃ তুমি এই দু'আটি পড়তে থাকঃ "আল্লাহুম্মাগ্‌ফিরলী ওয়ারহামনী ওয়াহদিনী ওয়ার যুক্‌নী– হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন আমার ওপর করুণা করুন, আমাকে হিদায়াত দান করুন এবং আমাকে রিযিক দান করুন"। (মুসলিম)

١٤١٥- وَعَنْ ثَوْبَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلاَتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلاَثًا وَقَالَ : « أَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ ، وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ » قِيْلَ لِلأَوْزَاعِىِّ ، وَهُوَ أَحَدُ رُوَاةِ الْحَدِيْثِ : كَيْفَ الإِسْتِغْفَارُ ؟ قَالَ : تَقُوْلُ : أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ ، أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৪১৫. হযরত সাওবান (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নামায শেষ করতেন তখন তিনবার ইস্তিগফার করতেন এবং (তারপর) বলতেন ঃ "আল্লাহুম্মা আন্‌তাস্‌ সালাম, ওয়া মিন্‌কাস্‌ সালাম, তাবা-রাক্‌তা ইয়া যাল্‌ জালালি

ওয়াল ইক্‌রাম।" ইমাম আওযায়ীকে (এই হাদীসটির একজন বর্ণনাকারী) জিজ্ঞেস করলো, (তাঁর) ইস্তিগফার কেমন ছিল? তিনি জবাব দিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন ঃ "আস্‌তাগফিরুল্লাহ্, আস্‌তাগ্‌ফিরুল্লাহ।" (মুসলিম)

١٤١٦- وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلاَةِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. اَللّٰهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَالْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৪১৬. হযরত মুগীরা ইব্‌ন শুবা' (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নামায শেষ করতেন এবং সালাম ফিরতেন তখন বলতেন ঃ "লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা-শারীকালাহু, লাহুল মুলুকু ওয়া লাহুল হাম্‌দু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইইন কাদীর। আল্লাহুম্মা লা-মা-নিয়া লিমা আ'তাইতা, ওয়া লা-মু'তীশলিমা মানা'তা, ওয়ালা-ইয়ানফাউ যাল্ জাদ্দি মিন্‌কাল জাদ্দু–আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসাও তাঁর আর তিনি সব বস্তুর ওপর ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ ! আপনি যা দিয়েছেন তা রোধ করার কেউ নেই আর আপনি যা রোধ করেন তা দান করার সাধ্য কারোর নেই। আর ধনবানকে তার ধন আযাবের মুকাবিলায় কোন উপকার করতে পারে না"। (বুখারী ও মুসলিম)

١٤١٧- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ حِيْنَ يُسَلِّمُ : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ، لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّٰهِ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ، وَلاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ ، قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ : وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُهَلِّلُ بِهِنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ مَكْتُوْبَةٍ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৪১৭. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবায়র (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক নামায শেষে সালাম ফেরার পর পড়তেন ঃ "লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা-শারীকালাহু, লাহুল মুল্‌কু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর, লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া লা-না'বুদু ইল্লা ইয়্যাহু লাহুন নি'মাতু ওয়া লাহুল ফাদ্‌লু ওয়া লাহুস্ সানাউল হাসনু, লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু মুখলিসীনা লাহুদদ্বীন ওয়া লাও কারিহাল কা-ফিরূন– আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা তাঁরি জন্য আর তিনি

সবকিছুর ওপর শক্তিশালী, আল্লাহ্ প্রদত্ত শক্তি ছাড়া গুনাহ থেকে বিরত থাকার এবং ইবাদাত করার শক্তি কারোর নেই। আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। আমরা তাঁর ছাড়া আর কারোর ইবাদত করি না। সমস্ত অনুগ্রহ ও শ্রেষ্ঠত্ব তাঁরই। সমস্ত সুন্দর ও ভালো প্রশংসা তাঁরই জন্য। তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। আমরা দীনকে একমাত্র তাঁরই জন্য নির্ধারিত করে নিয়েছি, যদিও কাফিরদের কাছে তা অপসন্দ"। ইবন যুবাইর (রা.) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে প্রত্যেক নামায শেষে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" পড়তেন। (মুসলিম)

١٤١٨- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِيْنَ أَتَوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا : ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُوْرِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلَى ، وَالنَّعِيْمِ الْمُقِيْمِ : يُصَلُّوْنَ كَمَا نُصَلِّى ، وَيَصُوْمُوْنَ كَمَا نَصُوْمُ ، وَلَهُمْ فَضْلٌ مِنْ أَمْوَالٍ : يَحُجُّوْنَ وَيَعْتَمِرُوْنَ وَيُجَاهِدُوْنَ وَيَتَصَدَّقُوْنَ فَقَالَ : « أَلاَ أُعَلِّمُكُمْ شَيْئًا تُدْرِكُوْنَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ وَتَسْبِقُوْنَ بِهِ مَنْ بَعْدَكُمْ وَلاَ يَكُوْنُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْكُمْ إِلاَّ مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ ؟ » قَالُوْا : بَلَى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، قَالَ : « تُسَبِّحُوْنَ وَتَحْمَدُوْنَ وَتُكَبِّرُوْنَ خَلْفَ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ » قَالَ أَبُوْ صَالِحٍ الرَّاوِي عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ لَمَّا سُئِلَ عَنْ كَيْفِيَّةِ ذِكْرِهِنَّ، قَالَ : يَقُوْلُ : سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ حَتَّى يَكُوْنَ مِنْهُنَّ كُلِّهِنَّ ثَلاَثِيْنَ ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৪১৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। একবার দরিদ্র মুহাজিররা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললেন ঃ ধনবানরা তো সমস্ত বড় মর্যাদাগুলো দখল করে নিলেন এবং চিরন্তন নিয়ামতগুলো তাদের ভাগে পড়লো। (কারণ) আমরা যে সব নামায পড়ি তারাও তেমনি নামায পড়ে, আমরা যে সব রোযা রাখি তারাও তেমনি রোযা রাখে কিন্তু ধন-সম্পদের দিক দিয়ে তারা আমাদের চাইতে অগ্রসর। ফলে তারা হজ্জ করে, উমরা করে, আবার জিহাদ করে এবং সাদাকাও করে। জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে এমন জিনিস বলে দেবো (যার ওপর আমল করে) তোমরা নিজেদের চাইতে অগ্রবর্তীদেরকে ধরে ফেলবে এবং তোমাদের পরবর্তীদের থেকেও এগিয়ে যাবে আর তোমাদের মতো ঐ আমলগুলো না করা পর্যন্ত কেউ তোমাদের চাইতে অগ্রবর্তী হবে না? তাঁরা বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! অবশ্য বলে দিন। তিনি বললেন ঃ তোমরা প্রত্যেক নামাযের পর ৩৩ বার তাস্‌বীহ, তাহ্‌মীদ ও তাক্‌বীর পড়ো। বর্ণনাকারী আবু সালিহ সাহাবী (র.) হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, যখন তাঁকে ঐ কালেমাগুলো

পড়ার কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো, তিনি বললেন ঃ এ কালেমাগুলো সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামা বলেছেন, এগুলো হচ্ছে; "সুবহানাল্লাহ ওয়ালহামদুলিল্লাহ ওয়াল্লাহু আকবার" এবং এই প্রত্যেকটি কালেমাই হবে ৩৩ বার। (বুখারী ও মুসলিম)

١٤١٩– وَعَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « مَنْ سَبَّحَ اللّٰهَ فِىْ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ وَحَمِدَ اللّٰهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ وَكَبَّرَ اللّٰهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ ، وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ : لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৪১৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর ৩৩ বার 'সুবহানাল্লাহ' ৩৩ বার 'আলহামদুলিল্লাহ' ৩৪ বার 'আল্লাহু আকবার' পড়ে এবং ১০০ বার পূর্ণ করার জন্য একবার "লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াদাহু লা-শারীকালাহু লাহুল মুলুক ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইইন কাদীর" পড়ে, তার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়, যদিও তা হয় সাগরের ফেনাপুঞ্জের সমান। (মুসলিম)

١٤٢٠– وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « مُعَقِّبَاتٌ لَا يَخِيْبُ قَائِلُهُنَّ أَوْ فَاعِلُهُنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوْبَةٍ : ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ تَسْبِيْحَةً وَثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ تَحْمِيْدَةً وَأَرْبَعًا وَثَلَاثِيْنَ تَكْبِيْرَةً » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৪২০. হযরত কা'ব ইব্‌ন উজরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, (নামাযের) পরে পঠিত কয়েকটি কালেমা এমন আছে যেগুলো পাঠকারী অথবা (বলেন) সম্পাদনকারী ব্যর্থকাম হয় না। সে কালোমগুলো হচ্ছে ঃ প্রত্যেক ফরয নামাযের পর ৩৩ বার 'সুবহানাল্লাহ', ৩৩ বার 'আল হামদুলিল্লাহ' ও ৩৪ বার 'আল্লাহু আক্‌বার'। (মুসলিম)

١٤٢١– وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِىْ وَقَّاصٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ دُبُرَ الصَّلَوَاتِ بِهٰؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ : « اَللّٰهُمَّ إِنِّى أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ » رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ.

১৪২১. হযরত সা'দ ইব্‌ন আবু ওয়াক্‌কাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (সব) নামাযের পর নিম্নোক্ত কালেমার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন ঃ "আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল জুব্‌নি ওয়াল বুখ্‌লি ওয়া আউযুবিকা মিন আন উরাদ্দা ইলা আরযালিল উমূরি ওয়া আউযুবিকা মিন ফিতনাতিদ্ দুন্‌ইয়া ওয়া আউযুবিকা মিন ফিত্‌নাতিল কাব্‌রে –হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি ব্যর্থতা ও কৃপণতা থেকে। আর তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি আমাকে বয়সের এমন পর্যায়ের দিকে ঠেলে দেয়া থেকে যে পর্যায়ে মানুষ অথর্ব হয়ে পড়ে। আর এই সংগে তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি দুনিয়ার ফিত্‌না থেকে এবং আশ্রয় চাচ্ছি কবরের ফিত্‌না থেকে"। (বুখারী)

١٤٢٢- وَعَنْ مُعَاذٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَخَذَ بِيَدِهِ وَقَالَ: يَا مُعَاذُ وَاللّٰهِ إِنِّى لَأُحِبُّكَ » فَقَالَ : « أُوْصِيْكَ يَا مُعَاذُ لاَ تَدْعَنَّ فِى دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ تَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ أَعِنِّى عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

১৪২২. হযরত মু'আয (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন তাঁর হাত ধরে বললেন ঃ হে মু'আয ! আল্লাহ্‌র কসম, আমি তোমাকে ভালোবাসি। তারপর বললেন ঃ হে মু'আয! আমি তোমাকে অসিয়্যত করছি প্রত্যেক নামাযের পর নিম্নোক্ত কালেমাগুলো পড়ো ঃ "আল্লাহুম্মা আইন্নী আলা যিকরিহা ওয়া শুক্‌রিকা ওয়া হুস্‌নি ইবাদাতিক –হে আল্লাহ ! যিকর, শোকর ও সর্বাংগ সুন্দর ইবাদাতের ক্ষেত্রে তুমি আমায় সহায়তা করুন"। (আবূ দাঊদ)

١٤٢٣- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنْ أَرْبَعٍ ، يَقُوْلُ : أَللّٰهُمَّ إِنِّى أَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৪২৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ যখন তাশাহ্‌হুদ পড়তে বসে তখন তার আল্লাহর কাছে ৪টি বিষয় থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা উচিত ঃ "আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযূ বিকা মিন আযাবি জাহান্নাম ওয়া মিন আযাবিল কাবরি ওয়া মিন ফিতনাতিল মাহইয়া ওয়াল মামাতি ওয়া মিন শার্‌রি ফিতনাতিল মাসীহিদ দাজ্জাল –হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি জাহান্নামের আযাব থেকে, কবরের আযাব থেকে, জীবন ও মৃত্যুর আযাব থেকে এবং মাসীহ্ দাজ্জালের ফিত্‌না থেকে"। (মুসলিম)

١٤٢٤– وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ يَكُوْنُ مِنْ آخِرِ مَا يَقُوْلُ بَيْنَ التَّشَهُّدِ وَالتَّسْلِيْمِ : « اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৪২৪. হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নামাযে দাঁড়াতেন, তাশাহ্হুদও সালামের মাঝখানে তিনি নিম্নোক্ত দু'আটি পড়তেন। আল্লাহুম্মাগফিরলী মা কাদ্দামতু ওয়া মা আখ্খারতু ওয়া মা আসরারতু ওয়া মা আলানতু ওয়া মা আস্রাফতু ওয়া মা আনতা আলামু বিহী মিন্নী আনতাল মুকাদ্দিমু ওয়া আনতাল মুতাখ্খিরু লা-ইলা-হা ইল্লা আনতা (হে আল্লাহ! আমার সেই গুনাহগুলো ক্ষমা করে দিন যেগুলো আমি পূর্বে করেছি এবং যেগুলো আমি পরে করেছি আর যেগুলো আমি গোপনে করেছি ও যেগুলো প্রাকাশ্যে করেছি এবং আমি যা কিছু বাড়াবাড়ি করেছি আর সেই গুনাহ ও যা সম্পর্কে আমার চাইতে আপনি বেশী জানেন। আপনিই অগ্রসরকারী এবং আপনিই পিছিয়ে দেবার ক্ষমতা সম্পন্ন। আপনি ছাড়া আর কোন মাবূদ নেই"। (মুসলিম)

١٤٢٥– وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُكْثِرُ أَنْ يَقُوْلَ فِيْ رُكُوْعِهِ وَسُجُوْدِهِ : سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৪২৫. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের রুকু ও সিজ্দার মধ্যে নিম্নোক্ত দু'আটি বেশী পড়তেন ঃ "সুবাহানা-কাল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়া বিহামদিকা আল্লাহুম্মাগ ফিরলী– হে আল্লাহ! আপনি পবিত্র আমাদের প্রতিপালক এবং প্রশংসা আপনারই। হে আল্লাহ্ আমাকে মাফ কর দিন"। (বুখারী ও মুসলিম)

١٤٢٦– وَعَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰه ﷺ كَانَ يَقُوْلُ فِيْ رُكُوْعِهِ وَسُجُوْدِهِ : « سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوْحِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৪২৬. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর (নফল নামাযের) রুকু ও সিজ্দার মধ্যে নিম্নোক্ত দু'আটি পড়তেন ঃ "সুব্বুহুন কুদ্দূসুন রাব্বুল মালা-ইকাতি ওয়ার রূহ্"। (মুসলিম)

١٤٢٧– وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰه ﷺ قَالَ : « فَأَمَّا الرُّكُوْعُ فَعَظِّمُوْا فِيْهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ ، وَأَمَّا السُّجُوْدُ فَاجْتَهِدُوْا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৪২৭. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ রুকুতে নিজের রবের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা কর আর সিজ্‌দায় দু'আ করার চেষ্টা কর। কারণ তা তোমাদের জন্য কবুল হয়ে যাওয়াই সংগত। (মুসলিম)

١٤٢٨- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৪২৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ "বান্দা যখন সিজ্‌দায় থাকে তখনই সে তার রবের সবচাইতে নিকটবর্তী হয়। কাজেই (সিজ্‌দায়) বেশী করে দু'আ কর"। (মুসলিম)

١٤٢٩- وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ : « اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ دِقَّهُ وَجِلَّهُ وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৪২৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর (নফল নামাযের) সিজ্‌দায় বলতেন ঃ "আল্লাহুম্মাগ্‌ ফিরলী যাম্বী কুল্লাহু দিক্কাহু ওয়া জিল্লাহু ওয়া আউয়ালাহু ওয়া আখিরাহু ওয়া আলানীয়াতাহু ওয়া সিররাহু– হে আল্লাহ ! আমার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিন, ছোট-বড়, আগের পরের এবং গোপন-প্রকাশ্য সব গুনাহ"। (মুসলিম)

١٤٣٠- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَتْ : أَفْتَقَدْتُ النَّبِيَّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَتَحَسَّسْتُ فَإِذَا هُوَ رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ يَقُولُ : « سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ » ، وَفِي رِوَايَةٍ : فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ ، وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ . وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ ، وَهُوَ يَقُولُ : « اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُبِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৪৩০. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একরাতে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিছানায় পেলাম না। আমি তাকে খুঁজতে লাগলাম। আমি দেখতে, পেলাম তিনি রুকু ও সিজ্‌দায় গিয়ে নিম্নোক্ত দু'আটি পড়ছেন ঃ "সুবহা-নাকা ওয়াবিহামদিকা লা-ইলাহা ইল্লাআন্তা"। অন্য এক রিওয়ায়েতে বলা হয়েছে ঃ আমি শায়িত অবস্থায় তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম এমন সময় আমার হাত তাঁর পায়ের পাতার মাঝখানে গিয়ে পড়লো। তখন তিনি সিজ্‌দায় ছিলেন এবং তাঁর দু'টি পায়ের পাতা, খাড়া অবস্থায় ছিল। তিনি সিজ্‌দায় বলছিলেন ঃ "আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযূ বিরদাকা মিন সাখাতিকা ওয়া বিমু'আ-ফাতিকা মিন উকূবাতিকা ওয়া আউযূবিকা মিনকা লা-উহ্‌সী সানা-আন আলাইকা, আন্‌তা কামা আসনাইতা আলা নাফসিকা"।

-হে আল্লাহ ! আমি আশ্রয় চাচ্ছি তোমার রেযামন্দির মাধ্যমে তোমার ক্রোধ থেকে, তোমার নিরাপত্তার মাধ্যমে তোমার শাস্তি থেকে এবং তোমার রহমতের মাধ্যমে তোমার কঠোরতা থেকে। তোমার প্রশংসা গণনা করতে আমি অপরাগ। তুমি ঠিক তেমনি যেমন তুমি নিজের প্রশংসায় বলেছো"। (মুসলিম)

١٤٣١- وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِىْ وَقَّاصٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : « أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْسِبَ فِىْ كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ حَسَنَةٍ ! » فَسَأَلَهُ سَائِلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ : كَيْفَ يَكْسِبُ أَلْفَ حَسَنَةٍ ؟ قَالَ : « يُسَبِّحُ مِائَةَ تَسْبِيْحَةٍ فَيُكْتَبُ لَهُ أَلْفُ حَسَنَةٍ أَوْ يُحَطُّ عَنْهُ أَلْفُ خَطِيْئَةٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৪৩১. হযরত সা'দ ইব্‌ন আবু ওয়াক্‌কাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক সময় আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে (বসে) ছিলাম। এ সময় তিনি বলেনঃ তোমাদের কেউ কি প্রতিদিন ১০০০টি নেকী অর্জন করতে পারো না ? উপস্থিত সাহাবাগণের মধ্য থেকে একজন জিজ্ঞেস করলেন ঃ কেমন করে সে ১০০০টি নেকী অর্জন করবে? জবাব দিলেন ঃ সে ১০০ বার 'সুবহানাল্লাহ্' পড়বে। এতে তার নামে ১০০০ নেকী লেখা হবে অথবা তার ১০০০ গুনাহ মিটিয়ে দেয়া হবে। (মুসলিম)

١٤٣٢- وَعَنْ أَبِىْ ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلاَمَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ : فَكُلُّ تَسْبِيْحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيْدَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَهْلِيْلَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَكْبِيْرَةٍ صَدَقَةٌ ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ صَدَقَةٌ ، وَنَهْىٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَيُجْزِئُ مِنْ ذٰلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৪৩২. হযরত যার (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ তোমাদের প্রত্যেকের পোষাকের ওপর সাদাকা ওয়াজিব। কাজেই এক্ষেত্রে প্রত্যেকবার 'সুবহা-নাল্লাহু' বলা একটি সাদাকা, প্রত্যেক বার 'আলহামদু লিল্লাহ' বলা একটি সাদাক, প্রত্যেকবার 'আল্লাহু আকবর' বলা সাদাক, প্রত্যেক বার 'তাক্‌বীর' বলা সাদাকা, ভালো কাজের আদেশ করা সাদাকা এবং খারাপ কাজ করতে নিষেধ করা সাদাকা। আর চাশ্‌তের যে দু'রাকা'আত নামায পড় হবে তা এই সবের জন্য যথেষ্ট। (মুসলিম)

١٤٣٣- وَعَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا بُكْرَةً حِيْنَ صَلَّى الصُّبْحَ وَهِىَ فِىْ مَسْجِدِهَا ،

ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ أَنْ أَضْحَى وَهِيَ جَالِسَةٌ، فَقَالَ: «مَا زِلْتِ عَلَى الْحَالِ الَّتِي فَارَقْتُكِ عَلَيْهَا؟» قَالَتْ: نَعَمْ: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَّ: سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَى نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৪৩৩. হযরত উম্মুল মু'মিনীন জুওয়াইরিয়াতা বিনতিল হারিস (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকালে নামায পড়ার পর তার কাছে আসলেন। তিনি তখন নিজের নামাযের যায়গায় বসে ছিলেন। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবার চাশ্তের পর ফিরে এলেন। তখনো তিনি বসে ছিলেন (নিজের যায়গায়)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমি তোমাকে যে অবস্থায় রেখে গিয়েছিলাম সেই একই অবস্থায় তুমি তখন থেকে বসে রয়েছো ? তিনি জবাব দিরেন ঃ জি হাঁ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ আমি তোমার এখান থেকে যাওয়ার পর এমন চারটি কালেমা তিনবার পড়েছি যা তুমি আজ যা কিছু পড়েছো তার সাথে যদি ওজন করা যায় তাহলে তুমি ওজন করতে পার। সেই কালেমাগুলো হচ্ছে ঃ "সুবহানাল্লাহ্ ওয়া বিহামদিহী, আদাদ খালকিহি, ওয়া রিদা নাফ্সিহি, ওয়াযিনাতা আরশিহী ওয়া মিদাদা কালিমা-তিহ্ —আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং তাঁর প্রশংসা গাইছি, তাঁর সৃষ্টির সমান সংখ্যক, তাঁর মর্জি অনুযায়ী, তাঁর আরশের ওজনের সমান এবং তাঁর বাক্যবলীর সমান সংখ্যক। (মুসলিম)

١٤٣٤- وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ فَقَالَ: «مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِي يُذْكَرُ اللّٰهُ فِيهِ وَالْبَيْتِ الَّذِي لَا يُذْكَرُ اللّٰهُ فِيهِ، مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ».

১৪৩৪. হযরত আবু মূসা আল আশ'আরী (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ "যে ব্যক্তি তার রবের যিকর (স্মরণ) করে আর যে ব্যক্তি তার রবের স্মরণ করে না তাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে জীবিত ও মৃতের ন্যায়"। (বুখারী)

ইমাম মুসলিম ও এটি রিওয়াতের করেছেন। তবে ইমাম মুসলিমের রিওয়ায়েতে একথাও বলা হয়েছে ঃ "যে গৃহে আল্লাহর যিকর হয় ও যে গৃহে হয় না তাদের দৃষ্টান্ত হলে জীবিত ও মৃতের ন্যায়।"

١٤٣٥- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالَى : أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيْ بِيْ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِيْ فَإِنْ ذَكَرَنِيْ فِيْ نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِيْ نَفْسِيْ وَإِنْ ذَكَرَنِيْ فِيْ مَلَإٍ ذَكَرْتُهُ فِيْ مَلَإٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৪৩৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ তায়ালা বলেছেন ঃ আমার বান্দা আমার সম্পর্কে যেমনটি ধারণা করে আমি ঠিক তেমনটি। আর সে যখন আমাকে স্মরণ করে তখন আমি তার সাথে থাকি। যদি সে মনে মনে আমাকে স্মরণ করে আমিও আমার মনের মধ্যে তাকে স্মরণ করি। আর যদি সে কোন সমাবেশে আমাকে স্মরণ করে তাহলে আমি তাকে স্মরণ করি এমন সমাবেশে যা তার চাইতে উত্তম। (বুখারী ও মুসলিম)

١٤٣٦- وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «سَبَقَ الْمُفَرِّدُوْنَ» قَالُوْا : وَمَا الْمُفَرِّدُوْنَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ : «الذَّاكِرُوْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَالذَّاكِرَاتُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৪৩৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ "মুফাররিদরা" অগ্রবর্তী হয়ে গেছে। সাহাবা কিরাম (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, "ইয়া রাসূলুল্লাহ ! মুফাররিদঁ কারা ?" জবাব দিলেন, "খুব বেশী আল্লাহর যিকরকারী পুরুষ ও নারীগণ।" (মুসলিম)

١٤٣٧ وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : «أَفْضَلُ الذِّكْرِ : لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১৪৩৭. হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ "সর্বোত্তম যিক্‌র হচ্ছে 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু'"। (তিরমিযী)

١٤٣٨- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً قَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، إِنَّ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ فَأَخْبِرْنِيْ بِشَيْءٍ أَتَشَبَّثُ بِهِ قَالَ: «لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১৪৩৮. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন বুস্‌র (রা.) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি আরয করলো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইসলামের আহকাম আমার জন্য অনেক বেশী হয়ে গেছে। কাজেই আপনি আমাকে এমন একটি জিনিসের খবর দিন যেটাকে আমি শক্ত করে আঁকড়ে ধরবো। তিনি জবাব দিলেনঃ "তোমার জিহ্বাকে সর্বক্ষণ আল্লাহর যিকরে সিক্ত রাখ"। (তিরমিযী)

١٤٣٩- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « مَنْ قَالَ : سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي الْجَنَّةِ » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১৪৩৯. হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি বলে 'সুবহা-নাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি' তার জন্য জান্নাতে একটি খেজুরের গাছ লাগানো হয়। (তিরমিযী)

١٤٤٠- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « لَقِيْتُ إِبْرَاهِيْمَ ﷺ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِيْ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ أَقْرِئْ أُمَّتَكَ مِنِّيْ السَّلَامَ ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ ، عَذْبَةُ الْمَاءِ وَأَنَّهَا قِيْعَانٌ وَأَنَّ غِرَاسَهَا : سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১৪৪০. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে রাতে আমার মি'রাজ হয় সেরাতে আমি ইব্‌রাহীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি বললেন ঃ "হে মুহাম্মাদ! আমার পক্ষ থেকে তোমার উম্মাতকে সালাম পৌঁছাবে এবং তাদেরকে জানাবে যে, জান্নাতে রয়েছে পবিত্র মাটি ও মিষ্টি পানি এবং সেটি হচ্ছে একটি বৃক্ষলতাহীন ধূ ধূ প্রান্তর। আর তার বৃক্ষলতা হচ্ছে ঃ "সুবহানাল্লাহ্ ওয়াল হামদুলিল্লাহ, ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার।" (তিরমিযী)

١٤٤١- وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيْكِكُمْ وَأَرْفَعِهَا فِيْ دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوْا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوْا أَعْنَاقَكُمْ ؟ » قَالُوْا : بَلَى ، قَالَ : « ذِكْرُ اللّٰهِ تَعَالَى ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১৪৪১. হযরত আবুদ দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে উত্তম আমলের কথা জানাবো, যা অত্যন্ত পবিত্র তোমাদের প্রভুর কাছে, যা তোমাদের মর্যাদার দিক দিয়ে অনেক বেশী বুলন্দ এবং তোমাদের জন্য সোনা ও রূপা খরচ করার চাইতে অনেক ভালো আর তোমরা নিজেদের শত্রুদের মুখোমুখি হবে তারপর তোমরা তাদেরকে হত্যা করবে এবং তারা তোমাদেরকে হত্যা করবে- এর চাইতে অনেক বেশী ভালো ? সাহাবা কিরাম (রা.) বললেন ঃ হাঁ, অবশ্য বলুন। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলার যিকর। (তিরমিযী)

١٤٤٢- وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلَى امْرَأَةٍ وَبَيْنَ يَدَيْهِ نَوًى أَوْ حَصًى تُسَبِّحُ بِهِ فَقَالَ : « أُخْبِرُكِ بِمَا هُوَ أَيْسَرُ عَلَيْكِ مِنْ هٰذَا أَوْ أَفْضَلُ » فَقَالَ : « سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِيْ السَّمَاءِ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِيْ الْأَرْضِ ، وَسُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا بَيْنَ ذٰلِكَ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ مِثْلَ ذٰلِكَ ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ مِثْلَ ذٰلِكَ ، وَلاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ مِثْلَ ذٰلِكَ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّٰهِ مِثْلَ ذٰلِكَ ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১৪৪২. হযরত সা'দ ইব্ন আবু ওয়াক্কাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে এক মহিলার কাছে গেলেন। তখন তাঁর সামনে ছিল খেজুরের দানা বা কাঁকর। তিনি সেগুলির সাহায্যে তাস্বীহ গণনা করছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ আমি কি তোমাকে এমন জিনিসের কথা জানাবো যা তোমার জন্য এর চাইতে সহজ বা এর চাইতে ভালো ? আর তা হচ্ছে ঃ "সুবাহানাল্লাহি আদাদা মা খালাকা ফিস্ সামা-ই –আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি সেইসব বস্তুর সমান সংখ্যক যদি তিনি আসমানে সৃষ্টি করেছেন"। "ওয়া সুবহানাল্লাহি আদাদা মা খালাকা ফিল আরদ আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি সেই সব বস্তুর সমান সংখ্যক যা তিনি পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন"। "ওয়া সুবহানাল্লাহি আদাদা মা বাইনা যা-লিক –পবিত্রতা বর্ণনা করছি সেইসব বস্তুর সমান যা ঐ দু'টির মাঝখানে আছে"। "ওয়া সুবহানাল্লাহি আদাদা মাহুয়া খা-লিক" –পবিত্রতা বর্ণনা করছি সেইসব বস্তুর সমান সংখ্যক যার তিনি স্রষ্টা" আর "আল্লাহু আকবার" বাক্যটিও এইভাবে পড়, "আল্ হামদু লিল্লাহ" বাক্যটিও এভাবে পড়, "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" বাক্যটিও এভাবে পড়ো এবং "লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ" বাক্যটিও এভাবে পড়। (তিরমিযী)

١٤٤٣- وَعَنْ أَبِيْ مُوْسَى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : أَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى كَنْزٍ مِنْ كُنُوْزِ الْجَنَّةِ ؟ » فَقُلْتُ : بَلَى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ « لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّٰهِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৪৪৩. হযরত মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমি কি তোমাকে জান্নাতের কোনো গুপ্ত ধনের কথা জানাবো না ? আমি বললাম ঃ অবশ্য জানান, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বলেন ঃ সে গুপ্তধনটি হচ্ছে "লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ"। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ ذِكْرِ اللّٰهِ تَعَالَى قَائِمًا وَقَاعِدًا وَمُضْطَجِعًا وَمُحْدِثًا وَجُنُبًا وَحَائِضًا إِلاَّ الْقُرْآنُ فَلاَ تَحِلُّ لِجُنُبٍ وَلاَ حَائِضٍ

অনুচ্ছেদ ঃ দাঁড়ানো , বসা ও শায়িত অবস্থায় এবং হাদাস (বিনা অযূতে), জানাবাত (গোসল ফরয অবস্থায়) ও ঋতুমতী অবস্থায় আল্লাহর যিক্‌র করার বৈধতা, তবে জুনূবী গোসল ফরয ও ঋতুমতী মহিলার জন্য কুরআন পড়া জায়িয নয়।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

إِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِأُوْلِي الأَلْبَابِ الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُوْدًا وَعَلٰى جُنُوْبِهِمْ [آل عمران : ١٩٠ - ١٩١)

"নিঃসন্দেহে আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং দিন ও রাতের পরিবর্তনের মধ্যে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য নির্দশনসমূহ রয়েছে, যারা আল্লাহর যিক্‌র করে দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায়"। (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯০, ১৯১)

١٤٤٤- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَذْكُرُ اللّٰهَ تَعَالَى عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৪৪৪. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সব সময় আল্লাহর যিক্‌র করতেন। (মুসলিম)

١٤٤٥- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ : بِسْمِ اللّٰهِ ، اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِيْ ذٰلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৪৪৫. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন তার স্ত্রীর কাছে আসে, তার নিম্নোক্ত দু'আটি পড়া উচিত ঃ "বিস্‌মিল্লাহি আল্লাহুম্মা জান্নিব্‌নাশ শাইতানা ওয়া জান্নিবিশ্‌ শাইতানা মা-রাযাকতানা –আল্লাহর নামে শুরু করছি, হে আল্লাহ! শয়তান থেকে আমাদের দূরে রাখ আর শয়তানকে তার থেকে দূরে রাখা যা আমাদের দান কর"। কাজেই এই মিলনের ফলে যদি তাদের কোন সন্তান জন্ম নেয় তাহলে শয়তান তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ يَقُوْلُهُ عِنْدَ نَوْمِهِ وَاسْتِيْقَاظِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ ঘুমুবার আগে ও ঘুম থেকে জাগার পর যে দু'আ পড়তে হবে।

١٤٤٦– عَنْ حُذَيْفَةَ وَأَبِىْ ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالاَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ : « بِاسْمِكَ اَللّٰهُمَّ أَمُوْتُ وَأَحْيَا » وَاِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ : « اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ » رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ.

১৪৪৬. হযরত হুযাইফা ও আবু যার (রা.) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখনই বিছানায় শয়ন করতে যেতেন তখনই বলতেন ঃ "বিস্‌মিকাল্লাহুম্মা আমুতু ওয়া আহ্‌ইয়া" –হে আল্লাহ! তোমার নামে আমি জাগি ও তোমার নামে মরি"। আর যখন জেগে উঠতেন তখন বলতেন ঃ "আলহাম্‌দু লিল্লা-হিল্লাযী আহ্‌ইয়ানা বা'দামা-আমা-তানা ওয়া ইলাইহিন্ নুশূর" –সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাদের মৃত্যুর পর জীবিত করেছেন এবং তাঁরই দিকে আবার ফিরে যেতে হবে"। (বুখারী)

بَابُ فَضْلِ حِلَقِ الذِّكْرِ وَالنَّدْبِ إِلَى مُلاَزَمَتِهَا وَالنَّهْىَ عَنْ مُفَارَقَتِهَا لِغَيْرِ عُذْرٍ

অনুচ্ছেদ ঃ যিক্‌রের মজলিসের ফযীলত এবং হামেশাই তার সাথে সংশ্লিষ্ট থাকা মুস্তাহাব আর বিনা ওজরে এ ধরণের মজলিস থেকে আলাদা হয়ে যাওয়ার প্রতি নিষেধাজ্ঞা।

মহান আল্লাহর বাণী :

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهُ وَلاَ تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ (الكهف : ٨٢)

"আর তুমি নিজেকে তাদের সাথে আবদ্ধ রাখ যারা সকাল-সন্ধ্যায় তাদের রবের ইবাদত করে কেবলমাত্র তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য। আর তোমার দৃষ্টি তাদের ওপর থেকে না সরে যাওয়া উচিত"। (সূরা কাহ্‌ফ ঃ ২৮)

١٤٤٧– وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « إِنَّ لِلّٰهِ تَعَالَى مَلاَئِكَةً يَطُوْفُوْنَ فِىْ الطُّرُقِ يَلْتَمِسُوْنَ أَهْلَ الذِّكْرِ ، فَإِذَا وَجَدُوْا قَوْمًا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ تَنَادَوْا : هَلُمُّوْا إِلَى حَاجَتِكُمْ ، فَيَحُفُّوْنَهُمْ بِاَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَيَحْمَدُوْنَكَ

وَيُمَجِّدُوْنَكَ فَيَقُوْلُ : هَلْ رَأَوْنِىْ ؟ فَيَقُوْلُوْنَ : لاَ وَاللّٰهِ مَا رَأَوْكَ فَيَقُوْلُ : كَيْفَ لَوْ رَأَوْنِى ؟ ! قَالَ : يَقُوْلُوْنَ : لَوْ رَأَوْكَ كَانُوْا أَشَدَّ لَكَ عِبَادَةً ، وَأَشَدَّ لَكَ تَمْجِيْدًا وَأَكْثَرَ لَكَ تَسْبِيْحًا فَيَقُوْلُ : فَمَاذَا يَسْأَلُوْنَ ؟ قَالَ : يَقُوْلُوْنَ : يَسْأَلُوْنَكَ الْجَنَّةَ قَالَ : يَقُوْلُ : وَهَلْ رَأَوْهَا ؟ قَالَ : يَقُوْلُوْنَ : لاَ وَاللّٰهِ يَا رَبِّ مَا رَأَوْهَا . قَالَ : يَقُوْلُ : فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا ؟ ! قَالَ : يَقُوْلُوْنَ : لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا كَانُوْا أَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصًا ، وَأَشَدَّ لَهَا طَلَبًا وَأَعْظَمَ فِيْهَا رَغْبَةً ، قَالَ : فَمِمَّ يَتَعَوَّذُوْنَ ؟ قَالَ : يَتَعَوَّذُوْنَ مِنَ النَّارِ قَالَ : فَيَقُوْلُ : وَهَلْ رَأَوْهَا ؟ قَالَ : يَقُوْلُوْنَ : لاَ وَاللّٰهِ مَا رَأَوْهَا فَيَقُوْلُ : كَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا؟ ! قَالَ يَقُوْلُوْنَ: لَوْ رَأَوْهَا كَانُوْا أَشَدَّ مِنْهَا فِرَارًا ، وَأَشَدَّ لَهَا مَخَافَةً ، قَالَ : فَيَقُوْلُ : فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّىْ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ ، قَالَ : يَقُوْلُ مَلَكٌ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ فِيْهِمْ فُلاَنٌ لَيْسَ مِنْهُمْ إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ قَالَ : هُمُ الْجُلَسَاءُ لاَ يَشْقَى بِهِمْ جَلِيْسُهُمْ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৪৪৭. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহর একদল ফিরিশ্‌তা আছে, তাঁরা পথে পথে আল্লাহর যিক্‌ররত লোকদেরকে খুঁজে বেড়ায়। যখন তারা মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহর স্মরণ রত একদল লোককে পেয়ে যায়, নিজের সাথীদেরকে ডেকে বলে ঃ তোমাদের প্রয়োজনের দিকে চলে এসো। তখন (ফিরিশ্‌তারা চলে আসে এবং) নিজেদের ডানার সাহায্যে তাঁরা দুনিয়ার আকাশ পর্যন্ত ঐ যিকিরকারীদের ঢেকে নেয়। তাঁদের রব তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করেন, অথচ সবচেয়ে বেশী জানেন ঃ আমার বান্দারা কি বলছে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ বলেন, ফিরিশ্‌তাগণ জবাব দেন ঃ তাঁরা তোমার পবিত্রতা ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেন, তোমার প্রশংসায় মশগুল রয়েছে এবং তোমার বিরাট মর্যাদা বর্ণনা করছে। আল্লাহ্ জিজ্ঞেস করেন ঃ তারা কি আমাকে দেখেছে? ফিরিশ্‌তারা জবাব দেয় ঃ না, আল্লাহর কসম! তারা তোমাকে দেখেনি। মহান আল্লাহ বলেন ঃ যদি তারা আমাকে দেখে নেয় তাহলে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ বলেন ঃ ফিরিশ্‌তারা জবাব দেন ঃ যদি তারা তোমাকে দেখতে পেতো, তাহলে তোমার অনেক বেশী ইবাদত করতো, তোমার অনেক বেশী শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করতো এবং অনকে বেশী তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করতো। মহান আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন ঃ তারা কি চায়? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ বলেন, ফিরিশ্‌তাগণ জবাব দেন ঃ তারা তোমার কাছে জান্নাত চায়। তিনি বলেন, মহান আল্লাহ্ জিজ্ঞেস করেন ঃ তারা কি জান্নাত দেখেছে? তিনি বলেন, মহান আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন ঃ যদি তারা তা দেখে নিতো তাহলে? তিনি বলেন, ফিরিশ্‌তারা জবাব দেন ঃ যদি তারা জান্নাত দেখে নিতো, তাহলে তাদের

জান্নাতের লোভ, জান্নাতের আকাঙ্ক্ষা ও তার প্রতি আকর্ষণ আরো বেশী বেড়ে যেতো। মহান আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন ঃ তারা কোন জিনিস থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছে? তাঁরা বলেন ঃ তারা জাহান্নামা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ বলেন, তখন মহান আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন ঃ তারা কি জাহান্নাম দেখেছে? তিনি বলেন, ফিরিশ্‌তাগণ জবাব দেন, না আল্লাহর কসম, তারা জাহান্নাম দেখেনি। তখন মহান আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন ঃ যদি তারা জাহান্নাম দেখে নিতো, তাহলে আরো বেশী দূরে ভাগতো এবং তার ভয়ে আরো বেশী ভীত হতো। তিনি বলেন, তখন মহান আল্লাহ বলেন ঃ আমি তোমাদেরকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমি তাদেরকে মাফ করে দিলাম। তিনি বলেন, একথা শুনে ফিরিশ্‌তাদের একজন বলে ঃ এদের মধ্যে উমুক ব্যক্তিটি আসরে এদের দলের অন্তর্ভুক্ত নয়, সে কোন প্রয়োজনে এসে পড়েছে। আল্লাহ জবাব দেন ঃ এরা এমন মজলিসের সাথে সংশ্লিষ্ট যার সাথে সংশ্লিষ্ট লোকদেরকে বঞ্চিত করা হয় না। (বুখারী ও মুসলিম)

١٤٤٨- وَعَنْهُ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالاَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « لاَ يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلاَّ حَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৪৪৮. হযরত আবু হুরায়রা ও আবু সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ এমন কোন দল নেই যারা আল্লাহকে স্মরণ করতে থাকে এবং ফিরিশ্‌তারা তাদেরকে ঘিরে নেয় না। তাদেরকে আল্লাহর রহমত দিয়ে ঢেকে দেয় না এবং তাদের ওপর শান্তি বর্ষণ করে না আর আল্লাহ তাঁর কাছে যারা থাকে তাদের সাথে এ স্মরণকারীদের কথা আলোচনা করেন না। (মুসলিম)

١٤٤٩- وَعَنْ أَبِيْ وَاقِدٍ الْحَارِثِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِيْ الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ إِذْ أَقْبَلَ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَذَهَبَ وَاحِدٌ فَوَقَفَا عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأَى فُرْجَةً فِيْ الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيْهَا وَأَمَّا الْآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ وَأَمَّا الثَّالِثُ فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا فَلَمَّا فَرَغَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : أَلاَ أُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلاَثَةِ : أَمَّا أَحَدُهُمْ ، فَأَوَى إِلَى اللّٰهِ فَآوَاهُ اللّٰهُ إِلَيْهِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَى اللّٰهُ مِنْهُ وَأَمَّا الْآخَرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللّٰهُ عَنْهُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৪৪৯. হযরত আবু ওয়াকিদিল হারিস ইব্‌ন আউফ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে বসেছিলাম এবং লোকেরা তাঁর সাথে বসেছিলেন,

এমন সময় তিনজন লোক সেখানে এসে উপস্থিত হলো। তাদের মধ্য থেকে দু'জন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে ফিরলো এবং একজন চলে গেলো। এরা দু'জন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে দাঁড়িয়ে রইলো। এদের একজন মজলিসের চক্রের মধ্যে কিছু ফাঁক অনুভব করলো এবং তাঁর মধ্যে বসে পড়লো। দ্বিতীয় জন তাদের পেছনে বসে পড়লো। আর তৃতীয় জন মুখ ফিরিয়ে সেখান থেকে চলে গেলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাজ শেষ করার পর বলেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে ঐ ৩ জন সম্পর্কে জানাবো? তাদের একজন আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেছে। ফলে মহান আল্লাহ্ তাকে আশ্রয় দিয়েছেন। দ্বিতীয়জন (ভীড়ের মধ্যে প্রবেশ করতে) লজ্জা অনুভব করেছে। ফলে মহান আল্লাহ্ও তার সাথে লজ্জাপূর্ণ ব্যবহার করেছেন। আর তৃতীয় জন মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে (চলে গিয়েছে) কাজেই আল্লাহ ও তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

١٤٥٠- وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : خَرَجَ مُعَاوِيَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَلَى حَلْقَةٍ فِيْ الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ : مَا أَجْلَسَكُمْ ؟ قَالُوْا : جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللّٰهَ. قَالَ آللّٰهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلاَّ ذَاكَ ؟ قَالُوْا : مَا أَجْلَسَنَا إِلاَّ ذَاكَ قَالَ : أَمَا إِنِّيْ لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ وَمَا كَانَ أَحَدٌ بِمَنْزِلَتِيْ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ أَقَلَّ عَنْهُ حَدِيْثًا مِنِّيْ : إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ عَلَى حَلْقَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ : « مَا أَجْلَسَكُمْ ؟ » قَالُوْا : جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللّٰهَ ، وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ وَمَنَّ بِهِ عَلَيْنَا ، قَالَ : « آللّٰهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلاَّ ذَاكَ ؟ قَالُوْا: وَاللّٰهِ مَا أَجْلَسَنَا إِلاَّ ذَاكَ. قَالَ « أَمَا إِنِّيْ لَمْ اسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ ، وَلٰكِنَّهُ أَتَانِيْ جِبْرِيْلُ فَأَخْبَرَنِيْ أَنَّ اللّٰهَ يُبَاهِيْ بِكُمُ الْمَلاَئِكَةَ ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৪৫০. হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ হযরত মু'আবিয়া (রা.) মসজিদে একটি মজলিসের কাছে পৌঁছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ "তোমরা এখানে বসে আছো কেন?" লোকেরা জবাব দিলো ঃ "আমরা এখানে বসে আল্লাহর যিকর করছি।" হযরত মু'আবিয়া (রা.) জিজ্ঞেস করলেন ঃ "আল্লাহর কসম! ঐটি ছাড়া আর কোনো কিছুই তোমাদেরকে এখানে বসিয়ে রাখেনি?" তারা জবাব দিলো ঃ "আমরা কেবল ঐ উদ্দেশ্যেই এখানে বসেছি।" তিনি বললেন ঃ "জেনে রাখ, আমি কোন দোষারোপ করার উদ্দেশ্যে তোমাদের কাছ থেকে কসম চাইনি এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আমার চাইতে কম সংখ্যক হাদীসও কেউ উদ্ধৃতি করেনি। অবশ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবাগণের একটি মজলিসের কাছে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা কেন বসে আছো? তারা জবাব দিলো ঃ আমরা বসে আল্লাহ্‌র যিকর করছি, তাঁর প্রশংসা

করছি এজন্য যে, তিনি আমাদের ইসলামের পথ দেখিয়েছেন এবং আমাদের প্রতি ইহসান করেছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ আল্লাহর কসম! এছাড়া আর কোন উদ্দেশ্যে তোমরা এখানে বসোনি? তারা জবাব দিলঃ আল্লাহর কসম! এছাড়া আর কোন উদ্দেশ্যে আমরা এখানে বসিনি। তিনি বলেন ঃ আমি কোন দোষারোপের কারণে তোমাদেরকে কসম দিইনি। বরং হযরত জিব্‌রীল (আ.) আমার কাছে এসে জানালেন যে, আল্লাহ ফিরিশ্‌তাগণের কাছে তোমাদের জন্য গর্ব করেছেন। (মুসলিম)

بَابُ الذِكْرِ عِنْدَ الصَّبَاحِ وَالْمَسَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ সকাল ও সন্ধ্যায় মহান আল্লাহর যিক্‌র।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيْفَةً وَدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ [الاعراف : ٢٠٥]

"আর তোমার রবকে স্মরণ কর তোমার মনে মনে দীনতা ও ভীতি সহকারে এবং উচ্চস্বরের পরিবর্তে নিম্নস্বরে সকাল-সন্ধ্যায় আর গাফিলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না"। (সূরা আরাফ ঃ ২০৫)

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا (طه : ١٣٠)

"আর তোমরা রবের তাসবীহ্ পাঠ কর সূর্য উদয়ের পূর্বে ও সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বে।" (সূর তো-হা ঃ ১৩০)

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ (المؤمن : ٥٥)

"আর তোমার রবের তাসবীহ পাঠকর সকাল ও বিকালে। (মুসলিম)

فِيْ بُيُوْتٍ أَذِنَ اللّٰهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ رِجَالٌ لَا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ الاٰية (النور : ٣٦- ٣٧)

"(তাঁরা নূরের হিদায়াত প্রাপ্ত লোক) সেইসব ঘরে পাওয়া যায়, যেগুলোকে উচ্চ-উন্নত করার এবং যেগুলির মধ্যে আল্লাহকে স্মরণ করার তিনি অনুমতি দিয়েছেন। সে গুলোর মধ্যে ঐসব লোক সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর তাসবীহ্ করে, যাদেরকে ব্যবসায় ও কেনা-বেচা আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল করে দেয় না"। (সূরা নূর ঃ ৩৬)

إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ (ص : ١٨)

"অবশ্য আমরা পাহাড়কে হুকুম দিয়েছি যে, তাদের সাথে সকাল সন্ধ্যায় তাসবীহ পাঠ করবে।" (সূরা সোয়াদ ঃ ১৮)

١٤٥١- وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ وَحِيْنَ يُمْسِى : سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ ، لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ ، إِلاَّ أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৪৫১. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যখন সকাল হয় ও যখন সন্ধ্যা হয়, সে সময় যে ব্যক্তি ১০০ বার বলে ঃ "সুবহা-নাল্লাহি ওয়া বিহামদিহ" – কিয়ামতের দিন তার চাইতে ভালো আমল আর কারোর হবে না? তবে একমাত্র সেই ব্যক্তির ছাড়া যে এই কালেমাটি তার সমান বলে বা তার চেয়ে বেশীবার বলে। (মুসলিম)

١٤٥٢- وَعَنْهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا لَقِيْتُ مِنْ عَقْرَبٍ لَدَغَتْنِى الْبَارِحَةَ ! قَالَ : « أَمَا لَوْ قُلْتَ حِيْنَ أَمْسَيْتَ : أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ تَضُرَّكَ ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৪৫২. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বণিৃত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! গত রাতে একটি বিচ্ছু আমাকে কামড় দিয়েছিল এবং তাতে আমি বড়ই কষ্ট পেয়েছি। তিনি জবাব দিলেন ঃ সন্ধ্যার সময় তুমি যদি নিম্নোক্ত দু'আটি পড়তে তাহলে অবশ্য বিচ্ছু তোমাকে কোন কষ্ট দিতে না ঃ "আ'উযূ বিকালিমাতিল্লাহিত তা-ম্মা-তি মিন শার্‌রি মা খালাকা"। (মুসলিম)

١٤٥٣- وَعَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ إِذَا أَصْبَحَ : اَللّٰهُمَّ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوْتُ وَإِلَيْكَ النُّشُوْرُ ». وَإِذَا أَمْسَى قَالَ : « اَللّٰهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوْتُ وَإِلَيْكَ النُّشُوْرُ ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِىُّ.

১৪৫৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে আরো বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকাল হলে বলতেন ঃ "আল্লাহুম্মা বিকা আসবাহ্‌না ওয়া বিকা আমসাইনা ওয়া বিকা নাহ্‌ইয়া ওয়া বিকা নামূতু ওয়া ইলাইকান্‌ নুশূর" –হে আল্লাহ! তোমারি কুদরতে আমাদের সকাল হয় এবং তোমারি কুদ্‌রতে আমাদের সন্ধ্যা হয় আর তোমারি নামে আমরা বাঁচি এবং তোমারি নামে আমরা মরি আর তোমারি দিকে আমাদের ফিরে যেতে হবে। আবার সন্ধ্যা হলে তিনি বলতেন ঃ "আল্লাহুম্মা বিকা আমসাইনা ওয়া বিকা নাহ্‌ইয়া ওয়া বিকা নামূতু ওয়া ইলাইকান্‌ নুশূর" –হে আল্লাহ! তোমার কুদরতে আমাদের সন্ধ্যায় হয়, তোমার নামে আমরা বাঁচি ও তোমার নামে আমরা মরি এবং তোমারই দিকে আমাদের ফিরে যেতে হবে"। (আবূ দাঊদ ও তিরমিযী)

١٤٥٤- وَعَنْهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيْقَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مُرْنِيْ بِكَلِمَاتٍ أَقُوْلُهُنَّ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَيْتُ ، قَالَ : قُلْ : اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيْكَهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ « قَالَ : « قُلْهَا إِذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ وَإِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ.

১৪৫৪. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) বলেন ঃ আমাকে এমন কিছু কালেমা বলে দিন যেগুলো সকাল সন্ধ্যায় পড়বো। জবাবে তিনি বলেন, বলো ঃ "আল্লাহুম্মা ফা-তিরাস সামাওয়াতি ওয়াল আর্দ, আ-লিমাল গাইবি ওয়াশ্ শাহাদাহ্, রাব্বা কুল্লি শাইয়িন ওয়া মালিকাহু আশহাদু আন লা- ইলাহা ইল্লা আনতা, আউযূবিকা মিন শাররি নাফসী ওয়া শাররিশ শায়তীনি ওঁয়া শির্কিহ্ –হে আল্লাহ! আকশসমূহ ও পৃথিবীর স্রষ্টা, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য বিষয়সমূহের জ্ঞানের অধিকারী, প্রত্যেকটি বস্তুর প্রতিপালক ও মালিক, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তুমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি আমার নফসের অনিষ্ট থেকে এবং শয়তানের অনিষ্ট ও তার শিরক করানো থেকে"। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন ঃ সন্ধ্যায় ও বিছানায় শয়ন করার সময় একথাগুলো বল। (আবূ দাঊদ ও তিরমিযী)

١٤٥٥- وَعَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ إِذَا أَمْسَى قَالَ : أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ » قَالَ الرَّاوِيُّ : أُرَاهُ قَالَ فِيْهِنَّ : « لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ، رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِيْ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَا ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيْ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا ، رَبِّ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَسُوْءِ الْكِبَرِ ، رَبِّ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِيْ النَّارِ وَعَذَابٍ فِيْ الْقَبْرِ » وَإِذَا أَصْبَحَ قَالَ ذٰلِكَ أَيْضًا : « أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلّٰهِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৪৫৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সন্ধ্যাকালে বলতেন ঃ "আমসাইনা ওয়া আমসাল মুলকু লিল্লাহ, ওয়াল হাম্‌দু লিল্লাহ, লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারীকা লাহু –আল্লাহর জন্য আমরা

সন্ধ্যাকালে উপনীত হলাম এবং গোটা জগতও উনীত হল। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই"। বর্ণনাকারী বলেন ঃ আমার মনে হয় তিনি এই সংগে একথাও বলেছিলেন ঃ "লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হাম্দু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর –রাজত্ব তাঁরই জন্য ও প্রশংসা তাঁরই জন্য এবং তিনি সব কিছুর ওপর শক্তিশালী"। "রাব্বি আস্আলুকা খাইরা মা ফী হা-যিহিল্ লাইলাতি ওয়া খাইরা মা বা'দাহা, ওয়া আউযু বিকা মিন শার্রি মাফী হা-যিহিল লাইলাতি ওয়া শার্রি মা বাদাহা, রাব্বী আউযু বিকা মিনাল কাসলি ওয়া সু-ইল কিবার, আউযু বিকা মিন আযাবিন্ ওয়া আযাবিল কাবর –হে আমার রব! আমি তোমার কাছে এই রাতের সব কিছু কল্যাণ প্রার্থনা করছি এবং এর পরের সব কল্যাণও। আর আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি এই রাতের সব কিছু অকল্যাণ থেকে এবং এর পরের সব অকল্যাণ থেকেও। হে আমার রব! আমি আশ্রয় চাচ্ছি তোমার কাছে আলস্য থেকেও খারাপ বার্ধক্য থেকে। আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি জাহান্নামের আযাব ও কবরের আযাব থেকে"। সকাল বেলা তিনি আবার বলতেন, তবে শুরু করতেন এভাবে ঃ "আসবাহনা ওয়া আস্বাহা মুল্কুলিল্লাহ –আল্লাহর জন্য আমরা রাত কাটিয়ে ভোর করলাম এবং গোটা জগতও ভোর করল"। (মুসলিম)

١٤٥٦– وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ خُبَيْبٍ بِضَمِّ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « اقْرَأْ : قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ حِيْنَ تُمْسِيْ وَحِيْنَ تُصْبِحُ ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تَكْفِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ.

১৪৫৬. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন খুবায়ব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেছেন ঃ সন্ধ্যায় ও সকালে "কুল হুয়াল্লাহু আহাদ" (সূরা ইখ্লাস) "কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক" (সূরা ফালাক) ও "কুল আউযু বিরাব্বিন নাস" (সূরা নাস) তিন বার করে পড়, তাহলে এগুলো সবকিছু থেকে তোমার জন্য যথেষ্ট হবে।" (আবু দাঊদ ও তিরমিযী)

١٤٥٧– وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُوْلُ فِيْ صَبَاحِ كُلِّ يَوْمٍ وَمَسَاءِ كُلِّ لَيْلَةٍ : بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِلَّا لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِيُّ.

১৪৫৭. হযরত উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি প্রত্যেক দিন সকালে ও প্রত্যেক রাত

সন্ধ্যায় নিম্নোক্ত দু'আটি তিনবার পড়লে কোন জিনিস তার ক্ষতি করতে পারে না ঃ "বিস্মিল্লাহ হিল্লাযী লা ইয়াদুর্রু মা'আস্মিহী শাইউন ফিল আর্দি ওয়ালা ফিস্ সামা-ই ওয়াহুওয়াস সামীউল আলীম –শুরু করছি আমি সেই আল্লাহ্র নামে যাঁর নামের বরকতে আকাশে ও পৃথিবীতে কোন জিনিস ক্ষতি করে না এবং তিনি সর্বদ্রষ্টা ও সর্বজ্ঞ"। (আবু দাঊদ ও তিরমিযী)

بَابُ مَا يَقُوْلُهُ عِنْدَ النَّوْمِ

অনুচ্ছেদ ঃ ঘুমাবার সময় যে দু'আ পড়তে হবে।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

إِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُوْلِي الْأَلْبَابِ الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُوْدًا وَعَلَى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ الآيات . (آل عمران : ١٩٠-١٩١)

"নিঃসন্দেহে চিন্তাশীল ব্যক্তিদের জন্য আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং রাত ও দিনের আবর্তনের মধ্যে নিদর্শনসমূহ রয়েছে যেসব লোক আল্লাহকে স্মরণ করে দাঁড়িয়ে বসে, শায়িত অবস্থায় এবং আকাশ ও পৃথিবীর ব্যাপারে চিন্তা করে– তারা বলে, হে আমাদের রব তুমি এসব অনর্থক সৃষ্টি করনি।"

(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯০-১৯১)

١٤٥٨– وَعَنْ حُذَيْفَةَ وَأَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ : « بِاسْمِكَ اللّٰهُمَّ أَحْيَا وَأَمُوْتُ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১৪৫৮. হযরত হুযায়ফা ও আবু যার (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন বিছানায় শয়ন করতেন তখন বলতেন ঃ "বিস্মিকাল্লা হুম্মা আহ্ইয়া ওয়া আমুতু –হে আল্লাহ! তোমারি নামে আমি বাঁচি ও মরি"। (বুখারী)

١٤٥٩– وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَهُ وَلِفَاطِمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا : « إِذَا أَوَيْتُمَا إِلَى فِرَاشِكُمَا ، أَوْ : إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا فَكَبِّرَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ ، وَسَبِّحَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ ، وَأَحْمَدَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ » وَفِيْ رِوَايَةٍ : التَّسْبِيْحُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِيْنَ » وَفِيْ رِوَايَةٍ : «التَّكْبِيْرُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِيْنَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৪৫৯. হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে ও ফাতিমাকে বলেন ঃ যখন তোমরা তোমাদের বিছানার দিকে যাও বা তোমরা দু'জন

তোমাদের বিছানায় শুয়ে পড় তখন তখন ৩৩ বার "আল্লাহু আকবার", ৩৩ বার "সুবহানাল্লাহ" ও ৩৩ বার "আল হামদুলিল্লাহ" পাঠ কর। অন্য এক রিওয়ায়েতে বলা হয়েছে ঃ "সুবহানাল্লাহ" ৩৪ বার আবার আর এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে ঃ "আল্লাহু আকবর" ৩৪ বার পাঠ কর। (বুখারী)

١٤٦٠- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ ثُمَّ يَقُوْلُ : بِاسْمِكَ رَبِّيْ وَضَعْتُ جَنْبِيْ وَبِكَ أَرْفَعُهُ إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِيْ فَارْحَمْهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৪৬০. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ "তোমাদের কেউ যখন নিজের বিছানায় আসে, তাকে নিজের ইযারের ভিতরের অংশ দিয়ে বিছানাটি ঝেড়ে নেয়া উচিত। কারণ সে জানে না তার পরে তার বিছানায় ওপর কি এসে পড়েছে"। তারপর (শুয়ে পড়ার সময়) নিম্নোক্ত দু'আটি পড়া উচিত ঃ "বিস্‌মিকা রাব্বী ওয়াদা'তু জাম্বী ওয়াবিকা আরফাউহু ইন আমসাক্‌তা নাফ্‌সী ফারহামহা, ওয়া ইন আল সাল্‌তাহা ফাহফাযহা বিমা তাহ্‌ফাযু বিহী ইব্‌ন-দাকাস সা-লিহীন –হে আমার রব! তোমার নামে আমি পার্শ্বদেশ স্থাপন করলাম এবং তোমার সাহায্যে তাকে উঠাবো। যদি তুমি আমার প্রাণ নিয়ে নাও তাহলে তার ওপর রহম কর আর যদি ছেড়ে দাও তাহলে তাকে সংরক্ষণ করো সেই জিনিস থেকে যা থেকে তুমি তোমার নেক বান্দাদেরকে হিফাযত করে থাক"। (বুখারী ও মুসলিম)

١٤٦١- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ نَفَثَ فِيْ يَدَيْهِ وَقَرَأَ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَمَسَحَ بِهِمَا جَسَدَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيْهِمَا فَقَرَأَ فِيْهِمَا : قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ ، وَقُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ، وَقُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ ، يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذٰلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৪৬১. হযরত আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নিজের বিছানায় যেতেন (শয়ন করার উদ্দেশ্যে), দুই হাত একত্রিত করে তাতে ফুঁক

দিতেন এবং সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়তেন ও হাত দু'টি নিজের শরীর মুবারকে ঘসতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

বুখারী ও মুসলিমের অন্য একটি রিওয়ায়েতে বলা হয়েছে ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন প্রত্যেক রাতে নিজের বিছানায় দিকে যেতেন তখন নিজের হাতের তালু দু'টো একত্রিত করে তাতে ফুঁক দিতেন, তারপর তার ওপর পড়তেন ঃ "কুল হুয়াল্লাহু আহাদ", "কুল আউযূ বিরাব্বিল ফালাক" ও "কুল আউযূ বিরাব্বিন নাস" তারপর দু'হাতের তালু দিয়ে শরীর মুবারকের যতটুকু অংশ পারতেন ঘসতেন। এ দু'হাত প্রথমে নিজের মাথায় ও মুখমণ্ডলে মলতেন তারপর শরীরের সামনের অংশে মলতেন। এভাবে তিনবার করতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

١٤٦٢- وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وَضُوْءَكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ ، وَقُلْ : اَللّٰهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِيْ إِلَيْكَ ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِيْ إِلَيْكَ ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِيْ إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَى مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِيْ أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِيْ أَرْسَلْتَ فَإِنْ مِتَّ مِتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُوْلُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৪৬২. হযরত বারাআ ইব্‌ন আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেন ঃ যখন তুমি নিজের বিছানায় শয়ন করার ইচ্ছা কর, তখন অযূ কর ঠিক যেন নামাযের জন্য অযূ কর। তারপর ডান পাশে শূয়ে পড় এবং বল ঃ "আল্লাহুম্মা আসলামতু নাফসী ইলাইকা, ওয়া ফাও ওয়াদ্‌তু আমরী ইলাইকা, ওয়া আলজাতু যাহ্‌রী ইলাইকা, রুগবাতান ওয়া রাহ্‌বাতান ইলাইকা, লা-মাল্‌জাআ ওয়ালা-মান্‌জাআ মিন্‌কা ইল্লা ইলাইকা, আনমানতু বিকিতা-বিকাল্লাযী আন্‌যাল্‌তা, ওয়া নাবীয়্যীকাল্লাযী আরসাল্‌তা -হে আল্লাহ! আমার প্রাণ তোমার হাতে সঁপে দিয়েছি, আমার কাজ তোমার ওপর সোর্পদ করেছি এবং আমার পিঠ তোমার দিকে লাগিয়েছি। এসব কাজই তোমার সাওয়াবের আগ্রহে ও আযাবের ভয়ে করেছি। তোমার কাছে ছাড়া আর কোন পালাবার ও বাঁচাবার জায়গা নেই। আমি ঈমান এনেছি তুমি যে কিতাব নাযিল করেছো তার ওপর এবং যে নবী প্রেরণ করেছো তার ওপর। এখন যদি তুমি ঘুমের মধ্যে মরে যাও তাহলে তুমি স্বভাব ধর্মের ওপর মারা গেলে"। আর এগুলোকে নিজের শেষ বাক্যের পরিণত কর। (বুখারী ও মুসলিম)

١٤٦٣- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ : « اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَآوَانَا ، فَكَمْ مِمَّنْ لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُؤْوِيَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৪৬৩. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন বিছানায় যেতেন তখন বলতেন ঃ "আল্‌হাম্‌দু লিল্লা-হিল্লাযী আত্‌আমানা ওয়া সাকা-না ওয়া কাফা-না ওয়া আ-ওয়া-না –সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি আমাদের আহার করিয়েছেন, আমাদের পান করিয়েছেন, আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টা ফলবতী করেছেন এবং আমাদের আশ্রয় দিয়েছেন। কাজেই তাদের এমন অনেকে আছে যাদের প্রচেষ্টাকে ফলবতী করা হয়নি এবং তাদেরকে আশ্রয় স্থল ও দেয়া হয়নি"। (মুসলিম)

١٤٦٤– وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْقُدَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خَدِّهِ ثُمَّ يَقُوْلُ : « اَللّهُمَّ قِنِيْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১৪৬৪. হযরত হুযায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন শয়ন করার ইচ্ছা করতেন তখন নিজের ডান হাতটা গালের নিচে রাখতেন এবং বলতেন ঃ "আল্লাহুম্মা কিনী আযাবাকা ইয়াওমা তাব্‌আসু ইবাদাকা" –হে আল্লাহ! আমাকে বাঁচাও তোমার আযাব থেকে যেদিন তোমার বান্দাদেরকে (আবার) জীবিত করবে। (তিরমিযী)

اَلْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِىْ هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْلَا اَنْ هَدَانَا اللّهُ اَللّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ

তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত